কিতাবুত তাওহীদ

মূল: মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী
অনুবাদ: আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী

كتاب التوحيد

কিতাবুত তাওহীদ

মূলঃ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদঃ

আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী হাফিযাহুল্লাহ

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এম, ফার্স্ট ক্লাশ

মোঃ মুশফিকুর রহমান

শিক্ষক, মাদ্রাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া, বগুড়া।

আব্দুল্লাহ আল মামুন

এম. টি. আই. এস, এম. ফিল (গবেষক)

আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী (রহিমাহুল্লাহ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

পরিচয়, জন্ম ও প্রতিপালনঃ

শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবনে সুলায়মান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ আত্ তামীমী (রহিমাহুল্লাহ)। হিজরী **১১১৫** সালে নজদ অঞ্চলের উয়াইনা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবকালে তিনি স্বীয় পিতার নিকট প্রতিপালিত হন। তার পিতা, চাচা এবং দাদাসহ পরিবারের অনেকেই বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। সে হিসাবে তিনি একটি দীনি পরিবেশে প্রতিপালিত হন। সে সময় শাইখের পরিবারের আলিমগণ শিক্ষকতা, ফাতাওয়া দান, বিচারকার্য পরিচালনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। এ সমস্ত বিষয় দ্বারা সম্মানিত শাইখ শৈশব কালেই বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

শাইখের তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রাথমিক শিক্ষাঃ

তিনি উয়ায়নাতেই পিতাসহ স্বীয় পরিবারের আলিমদের থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিশুকালেই তার মধ্যে বিরল ও অনুপম মেধার নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। তার স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর, বুঝশক্তি ছিল খুবই তীক্ষ্ণ এবং চিন্তাশক্তি ছিল খুবই গভীর। এ কারণেই তিনি অল্প বয়সেই ইলম অর্জনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। শৈশব কালেই তিনি সুদৃঢ় ঈমান ও দীন পালনের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ছোট বেলাতেই তিনি তাফসীর, হাদীছ এবং বিজ্ঞ আলিমদের কিতাবগুলো ব্যাপক অধ্যয়ন করতেন। আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং সালফে ছ্বলিহীনদের উক্তিসমূহই ছিল শাইখের জ্ঞান অর্জনের মূল উৎস। দর্শন, সুফীবাদ, মানতেক (তর্ক যুক্তিবিদ্যা) ইত্যাদির সংস্পর্শ থেকে শাইখ ছিলেন সম্পূর্ণ দূরে। কারণ তিনি যে পরিবার ও পরিবেশে প্রতিপালিত হন, তা ছিল বিকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা, পাপাচার এবং কুসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

শাইখের যুগে আরব উপদ্বীপের অবস্থাঃ

শাইখের যুগে নজদ ও তার আশপাশের অঞ্চলে ব্যাপক শিরক-বিদ‘আত ও কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ে। আইয়্যামে জাহেলীয়াতের সকল প্রকার শিরক যেন পুনঃরায় আরব উপদ্বীপে নতুন পোষাকে প্রবেশ করে। গাছ, পাথর, কবর এবং অলী-আওলীয়ার ইবাদত শুরু হয়। এ দৃশ্য দেখে তিনি মর্মাহত হন এবং অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সুদৃঢ় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

শাইখের চারিত্রিক গুণাবলীঃ

আমানতদারী, সত্যবাদিতা, মানুষের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ, দানশীলতা, ধৈর্যশীলতা, দূরদর্শিতা, দৃঢ়তাসহ তার মধ্যে আরো এমনসব চারিত্রিক উন্নত ও বিরল গুণাবলীর সমাহার ঘটে, যা তাকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করেছিল। ইতিহাসে যে সব মহাপুরুষ স্বীয় কর্মের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাদের খুব অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যেই এ সব চারিত্রিক গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি খুব বিনয়ী ছিলেন, ভিক্ষুক ও অভাবীদের প্রয়োজন পূরণে বিশেষ তৎপর ছিলেন।

তার বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে কঠোরতা, অজ্ঞতা এবং দীন পালনে দুর্বলতা ইত্যাদি যেসব অভিযোগ করে থাকে, কিন্তু শাইখ ছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

উচ্চ শিক্ষা ও ভ্রমণঃ

উয়ায়নার আলিমদের কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য হিজায (মক্কা-মদীনা) ও শাম (সিরিয়া) ভ্রমণ করেন। যৌবনে পদার্পন করে তিনি হাজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। হাজ্জ শেষে মদীনায় গিয়ে তিনি শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে সাইফ নামক প্রখ্যাত আলিমের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধির নিকট ইলমে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন। পরে তিনি ইরাকের বসরায় গমন করেন এবং সেখানকার শাইখ মাজমুয়ীর নিকট তাওহীদ ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন। সেখানে থাকা অবস্থাতেই তিনি শিরক ও বিদ‘আত বিরোধী প্রকাশ্য আলোচনা শুরু করেন। ফলে বসরার বিক্ষুদ্ধ বিদ‘আতীরা তাকে সেখান থেকে বের করে দেয়।

উয়াইনায় ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস এবং দাওয়াতী কাজে মনোনিবেশঃ

ইরাক থেকে ফিরে এসে শাইখ নিজ জন্মস্থান উয়ায়নায় বসবাস করতে থাকেন। তখন উয়ায়নার শাসক ছিলেন উছমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুআম্মার। তিনি উছমানের নিকট গেলেন। উছমান শাইখকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, আপনি আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে থাকুন। আমরা আপনার সাথে থাকবো এবং আপনাকে সাহায্য করবো। উছমান আরো বেশ কিছু ভালো কথা শুনালেন, শাইখের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করলেন এবং তার দাওয়াতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করলেন।

আমীর উছমানের আশ্বাস পেয়ে শাইখ মানুষকে আল্লাহর দীন শিক্ষা দান, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ করাসহ কল্যাণের দিকে আহবান করতে থাকলেন। শাইখের দাওয়াত উয়ায়নার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে পার্শ্ববর্তী সকল গ্রামের মানুষ শাইখের কাছে আসতে থাকলো এবং নিজেদের ভুল আক্বীদা বর্জন করে শাইখের দাওয়াত কবুল করতে লাগল।

ঐ সময় জুবাইলা নামক স্থানে যায়েদ ইবনে খাত্তাব নামে একটি মিনার ছিল। যায়েদ ইবনে খাত্তাব ছিলেন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ভাই। তিনি মিথ্যুক নাবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে শাহাদাত বরণ করেন। পরবর্তীতে অজ্ঞাত পরিচয়ের লোকেরা তার কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করে। কালক্রমে তা এক দেবতা মন্দিরে পরিণত হয়। এতে বিভিন্ন ধরণের মানত পেশ করা হতো এবং কাবা ঘরের ন্যায় তাওয়াফও করা হতো। সেখানে আরো অনেক কবর ছিল। আশপাশের গাছপালারও ইবাদত করা হতো।

একদা শাইখ আমীর উছমানকে বললেন, চলুন আমরা যায়েদ ইবনে খাত্তাবের কবরের উপর নির্মিত গম্বুজটি ভেঙ্গে ফেলি। কেননা এটি অন্যায়ভাবে এবং বিনা দলীলে নির্মাণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ কাজের প্রতি কখনই সন্তুষ্ট হবেন না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপর কোন কিছু নির্মাণ করতে এবং কবরকে মসজিদে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন। এ গম্বুজটি মানুষকে গোমরাহ করছে, মানুষের আক্বীদা পরিবর্তন করছে এবং এর মাধ্যমে নানা রকম শির্ক হচ্ছে। সুতরাং এটি ভেঙ্গে ফেলা আবশ্যক।

আমীর উছমান বললেন, এতে কোন অসুবিধা নেই। অতঃপর উছমান ইবনে মুআম্মার গম্বুজটি ভাঙ্গার জন্য ৬০০ সৈনিকের একটি বাহিনী নিয়ে বের হলেন। শাইখও তাদের সাথে ছিলেন।

উছামানের বাহিনী যখন জুবাইলিয়ার নিকটবর্তী হলো এবং জুবাইলিয়ার অধিবাসীরা জানতে পারলো যে, যায়েদ ইবনে খাত্তাবের মিনার ভাঙ্গার জন্য একদল লোক আগমন করেছে তখন তারা গম্বুজটি রক্ষা করার জন্য বের হলো। কিন্তু আমীর উছমান এবং তার সৈনিকদের দেখে ফিরে গেল। উছমানের সৈনিকরা গম্বুজটি গুড়িয়ে দিল। শাইখের প্রচেষ্টায় এ মিনারটি ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং তিনি নিজেও ভাঙ্গার কাজে অংশ নেন। আলহামদুলিল্লাহ। চিরতরে শিরকের একটি আস্তানা বিলুপ্ত হলো। এমনিভাবে শিরকের আরো অনেক আস্তানা আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত শাইখের মাধ্যমে বিলুপ্ত করলেন।

ব্যভিচারের হদ্দ (শাস্তি) কায়েম:

উয়ায়নাতে অবস্থানকালে এক মহিলা একদিন তার কাছে এসে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার করে বিচার প্রার্থনা করে। মহিলাটির অবস্থা স্বাভাবিক কি না, তা জানার জন্য তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন, মহিলাটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং তার মাথায় কোন পাগলামী নেই, তখন মহিলাটিকে বললেন, সম্ভবতঃ জবরদস্তি করে তোমার সাথে এ অপকর্ম করা হয়েছে। সুতরাং তোমার বিচার প্রার্থনা করার দরকার নেই। অবশেষে মহিলাটি জোর দাবি জানালে এবং বার বার স্বীকার করতে থাকলে শায়েখের নির্দেশে লোকেরা পাথর মেরে মহিলাটিকে হত্যা করে।

উয়ায়নাতে উছমান ইবনে মুআম্মারের সহযোগিতায় ও সমর্থনে শাইখের সংস্কার আন্দোলন যখন পুরোদমে চলতে থাকে, তখন আহসার শাসক সুলায়মান ইবনে আব্দুল আযীযের কাছে এ খবর পৌঁছে গেল। শাইখের বিরোধীরা সুলায়মানকে জানিয়ে দিল যে, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নামে এক ব্যক্তি কবরের উপর নির্মিত গম্বুজগুলো ভেঙে ফেলছে এবং ব্যভিচারের শাস্তিও কায়েম করছে। আহসার আমীর এতে রাগান্বিত হলো এবং সে উয়ায়নার আমীর উছমানকে এই মর্মে পত্র লিখলো যে, আপনি অবশ্যই এই লোকটিকে (শাইখকে) হত্যা করবেন। অন্যথায় আমরা আপনাকে খিরাজ (টেক্স) দেয়া বন্ধ করে দিবো।

উল্লেখ্য যে, আহসার এই গ্রাম্য অশিক্ষিত শাসক উছমানকে বিরাট অংকের টেক্স প্রদান করতো। তাই উছমান পত্রের বিষয়টিকে খুব বড় মনে করলেন এবং এই আশঙ্কা করলেন যে, শাইখের দাওয়াতের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখলে আহসার খিরাজ বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাদের পক্ষ হতে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণারও ভয় রয়েছে।

তাই তিনি শাইখকে পত্রের বিষয় অবগত করলেন এবং বললেনঃ আহসার শাসকের পত্র মোতাবেক আমরা আপনাকে হত্যা করা সমীচিন মনে করছি না। আপনাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করাও এখন থেকে আর সম্ভব হবে না। কারণ আমরা আহসার শাসক সুলায়মানকে খুব ভয় করছি। আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও সক্ষম নই। সুতরাং আপনি যদি আমাদের কল্যাণ ও আপনার নিজের কল্যাণ চান, তাহলে আমাদের নিকট থেকে চলে যান।

শাইখ তখন বললেন, আমি যে বিষয়ের দিকে দাওয়াত দিচ্ছি, তা তো আল্লাহর দীন। এটিই তো কালেমা তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ-এর দাবি। যে ব্যক্তি এই দীনকে মজবুতভাবে ধারণ করবে, একে সাহায্য করবে এবং দৃঢ়তার সাথে এ দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন এবং তার শত্রুদের উপর তাকে বিজয় দান করবেন।

সুতরাং আপনি যদি ধৈর্য ধারণ করেন এবং দীনের উপর অটল থাকেন এবং এ দাওয়াতের প্রতি সাহায্য ও সমর্থন অব্যাহত রাখেন, তাহলে আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনাকে অচিরেই বিজয় দান করবেন এবং এ গ্রাম্য যালেম শাসক ও তার বাহিনী থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন। সে সাথে আল্লাহ আপনাকে তার অঞ্চল ও তার গোত্রের শাসনভার আপনার হাতেই সোপর্দ করবেন।

এতে উছমান বললেন, হে সম্মানিত শাইখ! তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই এবং তার বিরোধীতা করার মত ধৈর্যও আমাদের নেই।

দিরিয়ায় হিজরত এবং দিরিয়ার আমীর মুহাম্মাদ বিন সউদের সাথে সাক্ষাত:

পরিশেষে উছমান ইবনে মুআম্মারের অনুরোধে বাধ্য হয়ে শাইখ উয়ায়না থেকে বেরিয়ে পড়লেন। উয়ায়না ছেড়ে তিনি দিরিয়ায় হিজরত করলেন। বলা হয়ে থাকে যে, বের হওয়ার সময় শাইখ পায়ে হেঁটে বের হন। কারণ উছমান শাইখের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করেননি। তাই সকাল বেলা বের হয়ে সারাদিন পায়ে হেঁটে বিকাল বেলা দিরিয়ায় গিয়ে পৌছেন। দিরিয়ায় পৌছে তিনি একজন ভাল মানুষের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার নাম মুহাম্মাদ ইবনে সুয়াইলিম আল উরায়নী। এই লোকটি শাইখকে একদিকে যেমন আশ্রয় দিলেন, অন্যদিকে আমীর মুহাম্মাদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্তও হয়ে পড়লেন। কিন্তু শাইখ তাকে এই বলে শান্ত করলেন যে, আমি যেদিকে মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছি, তা হচ্ছে আল্লাহর দীন। অচিরেই আল্লাহ তা'আলা এ দীনকে বিজয়ী করবেন। যাই হোক আমীর মুহাম্মাদের কাছে শাইখের খবর পৌঁছে গেল।

ইতিহাসে বলা হয় যে, একদল ভাল লোক প্রথমে আমীরের স্ত্রীর কাছে গিয়ে শাইখের দাওয়াতের বিষয়টি বুঝিয়ে বললেন। আমীরের স্ত্রী ছিলেন একজন ভাল ও দীনদার মহিলা। তারা আমীরের স্ত্রীকে বললেন, আপনার স্বামী মুহাম্মাদকে বলুন, তিনি যেন শাইখের দাওয়াত কবুল করেন এবং তাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।

অতঃপর যখন আমীর মুহাম্মাদ বাড়িতে আসলেন, তখন আমীরের স্ত্রী তাকে বললেন, আপনার অঞ্চলে বিরাট এক গণীমত আগমন করেছে। আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তা'আলা নিজেই আপনার নিকট এ গণীমত পাঠিয়েছেন। আপনার এলাকায় এমন একজন লোক আগমন করেছেন, যিনি আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে আহবান করেন, আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের দিকে দাওয়াত দেন। কত সুন্দর এই গণীমত! সুতরাং আপনি দ্রুত তাকে কবুল করে নিন এবং তাকে সাহায্য করুন। খবরদার! আপনি কখনই এ থেকে পিছপা হবেন না।

আমীর মুহাম্মাদ তার স্ত্রীর এই মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি ইতস্ততবোধ করছিলেন এ ভেবে যে তিনি নিজেই শাইখের কাছে যাবেন? না শাইখকে নিজের কাছে ডেকে আনবেন? এবারও তার স্ত্রী তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, শাইখকে আপনার কাছে ডেকে আনা ঠিক হবে না। বরং শাইখ যেখানে অবস্থান করছেন, আপনারই সেখানে যাওয়া উচিত। কেননা ইলম এবং

দীনের দাঈদের সম্মানকে সমুন্নত রাখার স্বার্থেই তা করা বাঞ্ছনীয়। আমীর মুহাম্মাদ এবারও তার স্ত্রীর পরামর্শ কবুল করে নিলেন।

আমীর মুহাম্মাদ ইবনে সঊদ তাকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য মুহাম্মাদ ইবনে সুওয়াইলিমের বাড়িতে গেলেন। সেখানে গিয়ে শাইখকে সালাম দিলেন এবং তার সাথে আলোচনা করলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, হে শাইখ! আপনি সাহায্যের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, নিরাপত্তার সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং সর্ব প্রকার সহযোগিতারও সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

জবাবে শাইখও আমীরকে আল্লাহর সাহায্য, বিজয়, প্রতিষ্ঠা এবং শুভ পরিণামের সুসংবাদ প্রদান করলেন। শাইখ আরো বললেন, এটি হচ্ছে আল্লাহর দীন। যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনকে সাহায্য করবে, আল্লাহও তাকে সাহায্য করবেন, শক্তিশালী করবেন। অচিরেই আপনি এর ফল দেখতে পাবেন।

অতঃপর আমীর মুহাম্মাদ বললেন: হে শাইখ! আমি আপনার হাতে আল্লাহ ও আল্লাহর দীনের উপর অটুট থাকার এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার বাই'আত করবো। তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমরা যখন আপনাকে সমর্থন করবো, আপনাকে সাহায্য করবো এবং আল্লাহ তা'আলা যখন শত্রুদের উপর আপনাকে বিজয় দান করবেন, তখন আপনি আমাদের দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যান কি না। শাইখ জবাবে বললেন, এমনটি কখনই হবে না। আপনাদের রক্ত আমারই রক্ত, আপনাদের ধ্বংস আমারই ধ্বংস। আপনার শহর ছেড়ে আমি কখনই অন্যত্র চলে যাবো না।

অতঃপর আমীর মুহাম্মাদ শাইখকে সাহায্য করার বাই'আত করলেন এবং শাইখও অঙ্গিকার করলেন যে, তিনি আমীরের দেশেই থাকবেন এবং আমীরের সহযোগী হিসাবেই কাজ করবেন ও আল্লাহর দীনের বিজয় না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবেন। এভাবেই ঐতিহাসিক বাই'আত সম্পন্ন হলো।

শাইখের দাওয়াতের নতুন যুগ:

এভাবে শাইখের দাওয়াত এক নতুন যুগে প্রবেশ করল। দিরিয়ার আমীরের সর্ব প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করার অঙ্গিকার পেয়ে শাইখ নতুন গতিতে নির্ভয়ে দাওয়াতী কাজ শুরু করলেন। প্রত্যেক অঞ্চল থেকে দলে দলে লোকেরা দিরিয়ায় আসতে লাগল। শাইখ সম্মান ও ইজ্জতের সাথে এখানে

বসবাস করতে লাগলেন এবং তাফসীর, হাদীছ, আক্বীদা, ফিক্বহসহ দীনের বিভিন্ন বিষয়ে দার্‌স দানে মশগুল হলেন। নিয়মিত দারস্‌ দানের পাশাপশি সমর্থক ও সাথীদেরকে নিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে শিরকের আস্তানা গুড়িয়ে দিতে থাকেন এবং যেসব মাজারে মানত স্বরূপ তোহফা পেশ করা হতো তা একের পর এক উচ্ছেদ করতে থাকেন।

শাইখ যখন দিরিয়ায় আসলেন তখন জানতে পারলেন যে, সেখানে এমন একটি খেজুর গাছ রয়েছে, যাকে الفحل ফাহল বা ফাহ্‌হাল বলা হতো। এই খেজুর গাছের ব্যাপারে তাদের ধারণা ছিল, কোন মহিলার বিয়ে হতে দেরী হলে কিংবা তাকে বিয়ের জন্য কেউ প্রস্তাব না দিলে সে এ খেজুর গাছটিকে জড়িয়ে ধরতো এবং বলতো: يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول হে সকল ষাঁড়ের সেরা ষাঁড়! বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তোমার কাছে একজন স্বামী চাই। তাদের ধারণা ছিল, এভাবে এই গাছকে জড়িয়ে ধরলে অবিবাহিত মহিলাদের দ্রুত বিবাহ সম্পন্ন হতো এবং বিয়ে হয়ে গেলে তারা এই গাছকেই বিয়ে হওয়ার কারণ মনে করতো। তাদের মুর্খতা এতদূর গিয়ে পৌঁছেছিল যে, কোন মহিলা গাছটিকে জড়িয়ে ধরার পর যখন তার বিয়ের প্রস্তাব আসতো, তখন তারা বলতো, তোমাকে এ গাছটি সাহায্য করেছে। অতঃপর শাইখের আদেশে গাছটিকে কেটে ফেলা হয়। আল্লাহ তা'আলা শিরকের এ মাধ্যমটিকে চিরতরে মিটিয়ে দিলেন।

এভাবেই আল্লাহ তা'আলা শাইখের দাওয়াতকে দিরিয়াতে সফলতা দান করেন। পরবর্তীতে সমগ্র আরব উপদ্বীপ এবং পার্শ্ববর্তী আরব দেশসমূহ এবং সারা বিশ্বে এ দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে।

আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে তাওহীদের জ্ঞান অর্জন ও তা বাস্তবায়নের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। সে সাথে যেসব বিষয় তাওহীদের বিপরীত এবং যা মানুষের তাওহীদকে নষ্ট করে দেয় সেসব বিষয় সম্পর্কেও শাইখ গভীর পারদর্শিতা অর্জন করেন।

শাইখ তাওহীদের দাওয়াতকে পুনরুজ্জিবীত করার জন্য সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং নাবী-রসূলদের দাওয়াতের মূল বিষয় তথা তাওহীদে উলুহীয়াতের দাওয়াত শুরু করেন এবং শিরক ও বিদ'আতের প্রতিবাদ করেন। তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার পাশাপাশি তার একাধিক ইলমী মজলিস ছিল। প্রতিদিন তিনি তাওহীদ, তাফসীর, ফিক্বাহ এবং অন্যান্য বিষয়ে একাধিক

দারস্ প্রদান করতেন। আল্লাহ তা'আলা তার দাওয়াতের মধ্যে বরকত দান করলেন। ফলে আরব উপদ্বীপের লোকেরা তার দাওয়াত কবুল করে শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের অন্ধকার পরিহার করে তাওহীদের আলোর দিকে ফিরে আসলো। তার বরকতময় দাওয়াত অল্প সময়ের মধ্যেই আরব উপদ্বীপের সীমানা পেরিয়ে ইরাক, মিশর, সিরিয়া, মরোক্ক, ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর সকল অঞ্চলেই পৌঁছে যায়। ফলে তিনি ১২শ শতকের মুজাদ্দিদ উপাধিতে ভূষিত হন।

সে সময়ের দিরিয়ার শাসক সম্প্রদায়ও শাইখের দাওয়াতকে কবুল করে নেন এবং সাহায্য করেন। এতে শাইখের দাওয়াত নতুন গতি পেয়ে দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। বর্তমানে সৌদি আরবসহ সারা বিশ্বে তাওহীদের যে দাওয়াত চলছে, তা শাইখের দাওয়াতের ফল ও ধারা হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আল্লাহ যেন এ দাওয়াকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখেন। আমীন।

শাইখের দাওয়াতের মূলনীতি:

পরিশুদ্ধ ইসলামী মানহায এবং দীনের সঠিক মূলনীতির উপর শাইখের দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দাওয়াতের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল, ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করা, আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে সমস্ত মূলনীতির ভিত্তিতে শাইখের দাওয়াতী কর্মতৎপরতা পরিচালিত হতো, নিম্নে তা থেকে কয়েকটি মূলনীতি উল্লেখ করা হলো:

১) মানুষের অন্তরে তাওহীদের শিক্ষা বদ্ধমূল করা এবং শিরক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন করা:

মুসলিমদের অন্তরে এ মূলনীতিকে সুদৃঢ় করার জন্যই তিনি প্রয়োজন পূরণের আশায় কবর যিয়ারত করা, কবরবাসীর কাছে দু'আ করা, কিছু চাওয়া, রোগমুক্তি ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধার লাভের আশায় তাবীজ ঝুলানো, গাছ ও পাথর থেকে বরকত গ্রহণ করা, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টির জন্য পশু যবেহ করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য মানত করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে আশ্রয় চাওয়া, কবর পূজা করা, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে উসীলা নির্ধারণ করা এবং রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য অলী-আওলীয়ার

কাছে শাফা'আত চাওয়াসহ যাবতীয় শিরক বর্জন করার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন।

২) ছ্বলাত কায়েম করা, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাসহ দীনের অন্যান্য নিদর্শন এবং আচার-অনুষ্ঠানগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৩) সমাজে ন্যায় বিচার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধি কায়েম করা।

৪) তাওহীদ, সুন্নাত, ঐক্য, সংহতি, সম্ভ্রম রক্ষা, নিরাপত্তা এবং ন্যায় বিচারকে মূলভিত্তি করে একটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

যে সমস্ত অঞ্চলে শাইখের দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আরব উপদ্বীপের যে এলাকাগুলো এ দাওয়াতের দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়েছে, সেখানে উপরোক্ত মূলনীতিগুলোর সবই বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সংস্কার আন্দোলনের পতাকাবাহী সৌদি আরবের প্রতিটি স্তরেই এর প্রভাব সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়েছে। এ দাওয়াত যেখানেই প্রবেশ করেছে, সেখানেই তাওহীদ, ঈমান, সুন্নাত, নিরাপত্তা ও শান্তি প্রবেশ করেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা ও অঙ্গিকার বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। যেমন তিনি প্রতিষ্ঠা দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের সে দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই ফাসিক" *(সূরা আন নূর ২৪:৫৫)।*

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

"যারা আল্লাহ্কে সাহায্য করে, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী শক্তিধর। তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা ছ্বলাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। আর সমস্ত বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্র হাতে" *(সূরা আল হাজ্জ ২২:৪০-৪১)*।

শাইখের বিরোধীতা ও তার উপর মিথ্যাচার:

সত্যের অনুসারী এবং সত্যের পথে যারা আহবান করেন, তারা কোন যুগেই বাতিলপন্থীদের হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও তাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। যেমন রেহাই পাননি আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা নাবী-রসূলগণ। আমাদের সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লাহ) যখন সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন এবং সাহসিকতা ও বলিষ্ঠতার সাথে শিরক, বিদ'আত ও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামাজিক কুসংস্কারের প্রতিবাদ শুরু করেন, তখন বিদ'আতী আলিমগণ তার ঘোর বিরোধীতা শুরু করে। তার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ উত্থাপন করে। এমনকি এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী লোক সমসাময়িক শাসকদের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। তাকে একাধিকবার হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করা হয়। কিন্তু বিরোধীদের সকল ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হয়। আল্লাহর ইচ্ছা অতঃপর শাইখের সৎসাহস ও নিরলস কর্ম তৎপরতার মুকাবেলায় বিরোধীদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহর দীন ও তাওহীদের দাওয়াতই বিজয় লাভ করে।

বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতই বাংলাদেশসহ ভারত বর্ষে যে সমস্ত আলিম ও দাঈ ছ্বহীহ আক্বীদা ও আমলের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন, অতীতের ন্যায় তারাও বিরোধীদের নানা রকম অপবাদ ও অভিযোগের সম্মুখীন হচ্ছেন। এ বরকতময় দাওয়াত থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য এক শ্রেণীর লোক ছ্বহীহ আক্বীদার অনুসারীদেরকে ওয়াহাবী এবং নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াতকে ওয়াহাবী আন্দোলন বলে গালি দেয়াসহ নানা অপবাদ দিয়ে যাচ্ছে। এত কিছুর পরও আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানী তে এবং দীনের মুখলিস আলিম ও দাঈদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় বাংলাদেশসহ ভারত বর্ষের প্রত্যেক অঞ্চলেই এই দাওয়াতের প্রভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে। আগামী দিনগুলোতে ব্যাপক হারে এ দাওয়াতের সাথে

আমাদের দেশের লোকেরা সম্পৃক্ত হবে, আমাদের সামনে এ লক্ষণ অতি সুস্পষ্ট।

শাইখের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ ও তার জবাবঃ

বিদ'আতীদের পক্ষ হতে শাইখের বিরুদ্ধে সে সময় অনেকগুলো অভিযোগ পেশ করা হতো। সম্ভবতঃ বর্তমান কালেও তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগগুলো ছাড়া অন্য কোন অভিযোগ খুঁজে পাওয়া যাবে না। শাইখের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো নিম্নরূপঃ

১) শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব অলী-আওলীয়াদের কবরে মানত পেশ করা ও কবরকে সম্মান করা এবং কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা বন্ধ করে দিয়েছেন।

২) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে পশু যবেহ করা হারাম করেছেন।

৩) আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া, শাফা'আত চাওয়া এবং অলী-আওলীয়াদের উসীলা ধরাকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

৪) শাইখ নিজ মতের বিরোধীদের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং অন্যায়ভাবে তাদেরকে হত্যা করেছেন। এমনি আরো অনেক অভিযোগ শাইখের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়ে থাকে।

আসলে এগুলো কোন অভিযোগের আওতায় পড়ে না। এগুলো এমন বিষয়, যা কুরআন ও হাদীছের সুস্পষ্ট দলীল দ্বারাই হারাম করা হয়েছে। তার পূর্বে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং তার ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুমাল্লাহ) এ ধরণের শিরক-বিদ'আতের জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে যার সামান্য জ্ঞান রয়েছে সেও বুঝতে সক্ষম হবে যে, উপরোক্ত বিষয়গুলোর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। দীনের সঠিক শিক্ষা না থাকার কারণে, তাওহীদের আলো নিভে যাওয়ার সুযোগে এবং সর্বত্র মুর্খতা ও পাপাচার ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে মুসলিম সমাজে উক্ত কুসংস্কারগুলোও ঢুকে পড়েছিল। উক্ত কাজগুলো ইসলামী শরী'আতের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে এবং তাওহীদের সরাসরি বিরোধী হওয়ার কারণে শাইখ মুসলিমদেরকে সঠিক দীনের দিকে ফিরে আসার আহবান জানিয়েছেন। এটি শুধু তার একার দায়িত্ব ছিল না; বরং সকল

আলিমেরই এ দায়িত্ব ছিল। তাই শাইখের দাওয়াত ছিল সম্পূর্ণ তাওহীদ ও সুন্নাহ ভিত্তিক। এটি ছিল একটি সংস্কার আন্দোলন।

তার বিরুদ্ধে ওয়াহাবী মাযহাব নামে পঞ্চম মাযহাব তৈরীরও অভিযোগ পেশ করা হয়ে থাকে। এই অভিযোগটিও ভিত্তিহীন। শাইখ কোন মাযহাব তৈরী করেননি; বরং মুসলিমদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে আহবান জানিয়েছেন। তা ছাড়া তার কিতাবাদি পড়লে বুঝা যায় দীনের শাখা ও ফিক্বহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে হাম্বালী মাযহাবের প্রতি তার ঝোঁক ছিল। তবে তিনি মাযহাবী গোঁড়ামির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে ছিলেন।

শাইখের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ করা হয় যে, তিনি বিরোধীদেরকে হত্যা করেছেন। এই অভিযোগটিও সঠিক নয়। কারণ যারা তার বিরুদ্ধে তথা তাওহীদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে, তিনি কেবল তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করেছেন। তার জিহাদ ছিল শারঈ জিহাদ। সুতরাং যারা সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে নিহত হয়েছে, তাদেরকে তিনি অন্যায়ভাবে হত্যা করেছেন-এ অভিযোগ সঠিক নয়।

অনেকে তাকে হাদিছে বর্ণিত 'নাজদ' এর ফিতনা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: হে আল্লাহ! তুমি আমাদের শাম এবং ইয়ামানে বরকত দান করো। সকলেই তখন বলল: আর আমাদের নাজদে? তিনি বললেন, ওখান থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে *(বুখারী ও মুসলিম)।*

হাদীছের ভাষ্য জগতের বিরল প্রতিভা হাফেয ইবনে হাজার আস্কালানীসহ অন্যান্য আলিমগণ বলেন: হাদিছে উল্লেখিত নাজদ হল ইরাকের নাজদ শহর। আর ইরাকেই সকল বড় বড় ফিতনা দেখা দিয়েছে। আলী এবং হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইরাক শান্ত হয়নি। সেখানকার ফিতনার কারণেই আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুফায় এবং হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কারবালায় শাহাদাত বরণ করেন। হেজাযের নাজদে কোন ফিতনাই দেখা যায়নি। যেমনটি ইরাকে দেখা দিয়েছে। সুতরাং হেজাযের নাজদ থেকে শাইখের যে তাওহীদি দাওয়াত প্রকাশিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, তা ছিল নাবী-রসূলদেরই দাওয়াত। সুতরাং সুস্পষ্ট বিদ'আতী আর অন্ধ ছাড়া কেউ এই দাওয়াতকে নাজদের ফিতনা বলতে পারে না।

শাইখের দাওয়াতের ফলাফল:

শাইখের বরকতময় দাওয়াতের ফলে আরব উপদ্বীপসহ পৃথিবীর বহু অঞ্চল থেকে শিরক-বিদ‘আত ও দীনের নামে নানা কুসংস্কার উচ্ছেদ হয়। যেখানেই এ দাওয়াত প্রবেশ করেছে, সেখানেই তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হক্বপন্থীগণ সম্মানিত হয়েছেন। হাজীগণ সারা বিশ্ব হতে মক্কা ও মদীনায় আগমন করে শাইখের দাওয়াত পেয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করতে থাকেন। বাদশাহ আব্দুল আযীযের যুগে সুবিশাল সৌদি আরব তাওহীদের এ দাওয়াতের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ এ দাওয়াতের ফল ভোগ করছেন সৌদি রাজ পরিবার ও তার জনগণসহ মুসলিম বিশ্বের বহু সংখ্যক জ্ঞানী, গুণী বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ। বিশ্বের যেখানেই কুরআন, সুন্নাহ এবং ছ্বহীহ আক্বীদার দাওয়াত ও শিরক-বিদ‘আতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে, তা শাইখের এই বরকতময় দাওয়াতেরই ফসল। হে আল্লাহ! তুমি ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাওহীদের এ দাওয়াতকে সমুন্নত রাখুন। আমীন।

শাইখের ছাত্রগণ:

তার নিকট থেকে অগণিত লোক তাওহীদ ও দীনের অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাদের মধ্যে:

১) শাইখের চার ছেলে হাসান, আব্দুল্লাহ, আলী এবং ইবরাহীম। তাদের প্রত্যেকেই ইসলামী শরী‘আতের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।

২) তার নাতী শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে হাসান।

৩) শাইখ আহমাদ ইবনে নাসের ইবনে উছমান এবং আরো অনেকেই।

শাইখের ইলমী খেদমত:

শাইখের রয়েছে ছোট বড় অনেকগুলো সুপ্রসিদ্ধ কিতাব। তার মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও আলোচিত হচ্ছে এই ‘কিতাবুত তাওহীদ’। শাইখের আরো যে সমস্ত গ্রন্থ রয়েছে, তার মধ্যে:

(১) কাশফুশ শুবুহাত

(২) আল উসূলুস ছালাছাহ ওয়া আদিল্লাতুহা

(৩) উসূলুল ঈমান

(৪) তাফসীরুল ফাতিহা

(৫) মাসায়িলুল জাহিলিয়াহ

(৬) মুখতাসার যাদুল মা'আদ

(৭) মুখতাসার সিরাতুর রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রভৃতি।

শাইখের মৃত্যুঃ

হিজরী ১২০৬ সালের যুল-কাদ মাসের শেষ তারিখে ৯২ বছর বয়সে শাইখ দিরিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। হে আল্লাহ! তুমি শাইখকে তোমার প্রশস্ত রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করে নাও। আমাদেরসহ তাকে নাবী, সিদ্দীকীন, শুহাদা এবং ছ্বলিহীনদের সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দাও। আমীন

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সব রকম প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তার কোন শরীকও নেই। আর আমরা এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দাস এবং তার প্রেরিত রসূল। অতঃপর বলছি, নিশ্চয়ই সবচেয়ে উত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে সেরা নীতি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রীতি-নীতি। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ নতুন আবিষ্কৃত পথ ও মত।

কিতাবুত তাওহীদ বইটিতে শায়খের সুযোগ্য নাতি আব্দুর রহমান ইবনে হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী রহিমাহুল্লাহর **قرة عيون الموحدين কুররাতু উয়ূনিল মুওয়াহহিদীন** ও আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলেহ আল উছাইমীন রহিমাহুল্লাহর **القول المفيد على كتاب التوحيد আল-ক্বওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ** ও ড. আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল আযীয আল আক্বল এর **غاية المريد شرح كتاب التوحيد গয়াতুল মুরীদ শারহু কিতাবিত তাওহীদ** বই থেকে প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার সন্তুষ্টি অনুযায়ী আনুগত্য করার তাওফীক্ব দিন। আমীন!

প্রকাশক:
ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ
পরিচালক, মাকতাবাতুস সুন্নাহ। মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম'[১]

كتاب التوحيد

কিতাবুত তাওহীদ[২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

---

১ গ্রন্থকার 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম' দ্বারা কিতাবুত্ তাওহীদ লিখা শুরু করেছেন। বিস্‌মিল্লাহ্-এর মাধ্যমে সকল কাজ-কর্ম শুরু করা নাবী ﷺ-এর পবিত্র সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। সুন্নাতের অনুসরণ করেই ইমাম বুখারী এবং অন্যান্য আলিমগণ বিসমিল্লাহ্ দ্বারা তাদের কিতাব লিখা শুরু করেছেন। রসূল ﷺ বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে চিঠি লেখার সময় বিস্‌মিল্লাহ লিখতেন।

২ এখানে 'তাওহীদ' দ্বারা 'তাওহীদুল ইবাদাহ' তথা এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করাকে বুঝিয়েছেন। প্রত্যেক রসূলই এই প্রকার তাওহীদের মাধ্যমে নিজ নিজ গোত্রের লোকদের সামনে দাওয়াতের সূচনা করেছেন।

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই (সূরা মু'মিনুন ২৩:৩২)। এরূপ আয়াত সূরা আরাফ, সূরা হুদসহ অন্যান্য সূরাগুলোতেও আছে।

ব্যাপক অর্থে তাওহীদ হলো প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী হওয়া, একনিষ্ঠভাবে সকল ইবাদত কেবল মাত্র তার জন্য করা এবং আল্লাহর সকল নাম ও গুণাবলীকে স্বীকার করা।

তাওহীদ তিন প্রকার:

১। **توحيد الربوبية** বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব।

২। **توحيد الألوهية** তথা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব।

৩। **توحيد الأسماء والصفات** বা নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে একত্ব। [বিস্তারিত জানতে আমাদের প্রকাশিত আক্বীদাতুত তাওহীদ দেখুন]

“আমি জিন এবং মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি” (সূরা আয যারিয়াত: ৫৬)।[৩] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

“আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি। তার মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করো এবং ত্বগূত থেকে দূরে থাকো” (সূরা আন নাহল ১৬: ৩৬)।[৪]

---

৩. এ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা‘আলা একটি মহান উদ্দেশ্যে জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর সেটি হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর যা ওয়াজিব করেছেন, তারা তা পালন করবে, তারই ইবাদত করবে, তার ইবাদত ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর ইবাদত বর্জন করবে। সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা দু’টি কাজের উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে আল্লাহর কাজ। তথা আল্লাহ তা‘আলা জিন-ইনসান সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং জিন-ইনসান সৃষ্টি করা আল্লাহর কাজ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বান্দার কাজ। তা হচ্ছে বান্দাগণ এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (رحمه الله) বলেন: আল্লাহ্ তা‘আলা বান্দার যে সমস্ত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কথা ও কাজকে ভালবাসেন ও পছন্দ করেন, তার নামই ইবাদত। তিনি আরো বলেন: ইবাদত হচ্ছে এমন একটি নাম, যা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ও সর্বোচ্চ ভালবাসার অর্থ বহন করে এবং তাঁর সামনে পূর্ণ ও সর্বোচ্চ নতি স্বীকার করার কথা ঘোষণা করে। নতি স্বীকার ব্যতীত শুধু ভালবাসা কিংবা ভালবাসাহীন শুধু নতি স্বীকার কখনই ইবাদত হতে পারে না। ইবাদত ঐ বস্তুকে বলা হয়, যাতে উপরোক্ত দু’টি বিষয় পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে। তিনি আরো বলেন: বান্দাগণ আল্লাহ্ তা‘আলাকে ভালবাসবে এবং তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জন করবে, এ জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং যারা আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁকেই ভালবাসবে ও ভয় করবে তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা‘আলার সেই ইচ্ছার বাস্তবায়ন হবে, যাকে দ্বীনি ইচ্ছা বলা হয়। আর এটিই আল্লাহ্ তা‘আলা উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

৪. আল্লাহ্ তা‘আলা এখানে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি প্রত্যেক যামানায় এবং প্রত্যেক জাতির কাছেই রসূল পাঠিয়েছেন। যাতে করে প্রেরিত রসূল একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার আদেশ দেন এবং ঐ সমস্ত বস্তুর ইবাদত করা হতে নিষেধ করেন, যা শয়তান মানুষের সামনে খুব চাকচিক্যময় করে প্রকাশ করেছে এবং আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে তাদেরকে ঐ সমস্ত বাতিল মাবুদের ইবাদাতে লিপ্ত করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের কাউকে হেদায়াত করেছেন। তাই তারা এককভাবে আল্লাহ্ তা‘আলার ইবাদত করেছে এবং তাঁর রসূলদের আনুগত্য করেছে। আর বনী আদমের কতক লোক পথহারা হয়ে আল্লাহর ইবাদাতে অন্যান্য বস্তুকে শরীক করেছে। রসূলগণ যেই হেদায়াত নিয়ে আগমণ করেছেন, তারা তা গ্রহণ করেনি। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

"তোমার রব এ ফায়ছালা দিয়েছেন যে তাকে ছাড়া তোমরা আর কারো ইবাদত করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো" *(সূরা আল ইসরা ১৭: ২৩)।*[৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। আর তার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না।" *(সূরা আন নিসা ৪:৩৬)*[৬]

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

"তোমার পূর্বে আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রদান করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত করো"। (সূরা আম্বীয়া ২১:২৫)

এই তাওহীদের জন্যই তাদেরকে (জিন-ইনসানকে) সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্যই তাদেরকে আহবান করা হয়েছে। এটিই হচ্ছে তাওহীদুল উলুহীয়াহ।

৫ এখানে قضى (ফায়ছালা প্রদান করেছেন) শব্দটি আদেশ দিয়েছেন অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহর বাণী: أن لاتعبدوا -এর মধ্যে রয়েছে لاإله -এর অর্থ। আর إلاإياه -এর মধ্যে রয়েছে إلا الله এর অর্থ। কালেমায়ে ইখলাস (لاإله إلاالله)-এর অর্থ এটিই। সুবহানাল্লাহ্! সুতরাং এই বিষয়টির (তাওহীদের) বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আসার পরও উম্মতের পরবর্তী যুগের লোকদের কাছে কিভাবে তা অস্পষ্ট থাকতে পারে?

৬ এই আয়াতে ঐ ইবাদাতের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে, যার জন্য জিন ও মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে বান্দাদের উপর ফরযকৃত ইবাদাতের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে ইবাদাতের মধ্যে শির্ক করা থেকে নিষেধ করেছেন। যেই শির্ককে তিনি হারাম করেছেন, তা হচ্ছে ঐ শির্ক, যা ইবাদাতের মধ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতটি প্রমাণ করে যে, শির্ক থেকে দূরে থাকাই বান্দার ইবাদত সঠিক হওয়ার প্রধান ও মূল শর্ত। শির্ক থেকে দূরে ও মুক্ত না থাকলে ইবাদত সঠিক হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"যদি তারা শির্ক করত, তাহলে তাদের আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যেত"। (সূরা আনআম: ৮৮)। আল্লাহ্ তা'আলা আরে বলেন:

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

"তুমি বল: এসো! আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার করো না" *(সূরা আল আন'আম: ১৫১)।*[৭]

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ﴾

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করো, তবে তোমার কর্ম নিস্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। বরং আল্লাহ্‌রই ইবাদত করো এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকো" (সূরা যুমার: ৬৫-৬৬)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

"আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি" (সূরা ফাতিহা: ৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ﴾

"বলো: আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, দ্বীনকে তাঁর জন্য নিবেদিত করে" (সূরা যুমার: ১১)।

মূলত দ্বীন ও ইবাদত এক বিষয়। যে সমস্ত কাজ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা এবং যে সকল বস্তু হতে নিষেধ করা হয়েছে, তা বর্জন করার নামই হচ্ছে ইবাদত।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: আদেশ ও নিষেধই হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন। আর এগুলো পালন করার পুরস্কার পাওয়া যাবে কিয়ামতের দিন।

৭. আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর শির্ক হারাম করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, "তোমরা তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না" এর মাধ্যমে তিনি শির্ক থেকে নিষেধও করেছেন। সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, বান্দা ছোট-বড় যত গুনাহ্-এর মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানী করে থাকে, তার মধ্যে শির্কই হচ্ছে সর্বাধিক বড় ও ভয়াবহ গুনাহ।

এই উম্মতের পরবর্তী যামানার অধিকাংশ লোক জাহেলিয়াতের লোকদের মতই এই সর্বাধিক ভয়াবহ হারাম কাজটিতে তথা শির্কে লিপ্ত হয়েছে। এরা কবর, গম্বুজ, বৃক্ষ, পাথর, শয়তান, জিন এবং মানুষের ইবাদত করছে। যেমন জাহেলিয়াতের লোকেরা ঐ সমস্ত লাত,

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصيةِ مُحَمَّدٍ – صلى الله عليه وسلم – الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} , إِلَى قَوْلِهِ: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ} الآية.

"যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মোহরাঙ্কিত অছীয়ত দেখতে চায়, সে যেন আল্লাহ তা'আলার এ বাণী পড়ে নেয়, "হে মুহাম্মদ বল, এসো! তোমাদের রব তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তা পড়ে শুনাই। আর তা হলো, তোমরা তার সাথে কাউকে শরীক করবে না ... আর এটাই হচ্ছে আমার সরল, সোজা পথ" *(সূরা আল আনআম: ১৫১-১৫৩)।*[৮]

মুআয বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

---

মানাত, উজ্জা, হুবল এবং অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা করত। এই শির্ককেই দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তাদেরকে যখন তাওহীদের দিকে আহবান করা হল, তখন তারা ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করল এবং তাদের কল্পিত মাবুদগুলোর পক্ষ অবলম্বন করে মুসলিমদের প্রতি ক্রোধান্বিত হল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন:

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

"যখন এককভাবে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন পরকালে অবিশ্বাসীদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠে"। (সূরা যুমার: ৪৫) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً﴾

"আর যখন তুমি কুরআনে একমাত্র তোমার পালনকর্তার কথা উল্লেখ করো, তখন অনীহা বশতঃ ওরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়"। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৪৬)। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾

"তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, তখন তারা দাম্ভিকতা প্রদর্শন করত এবং বলত: আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? (সূরা আস্ সাফ্‌ফাত: ৩৫-৩৬)

৮. সনদ যঈফ: সুনানে তিরমিযী হা/৩০৭০, ত্ববারানী আওসাত্ব ১১৮৬।

كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ لِي: «يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ؟ » , قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ؛ قَالَ: «حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشركُوا بِهِ شيئًا، وَحَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشركُ بِهِ شيئًا» , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا أُبَشر النَّاسَ؟ قَالَ: «لَا تُبَشرهُمْ فَيَتَّكِلُوا».

আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে একটি গাধার পিঠে বসে ছিলাম। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন: "হে মুআয, তুমি কি জানো, বান্দার উপর আল্লাহর কি হক্ব রয়েছে? আর আল্লাহর উপর বান্দার কি হক্ব আছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক্ব হচ্ছে তারা তারই ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক্ব হচ্ছে "যারা তার সাথে কাউকে শরীক করবে না, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।" আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি কি এ সুসংবাদ লোকদেরকে জানিয়ে দেব না? তিনি বললেন, তুমি তাদেরকে এ সুসংবাদ দিও না, তাহলে তারা ইবাদত ছেড়ে দিয়ে (আল্লাহর উপর ভরসা করে) হাত গুটিয়ে বসে থাকবে"।[৯]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়

১) জিন ও মানব জাতি সৃষ্টির রহস্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা গেল। আর তা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করা।

২) ইবাদতই হচ্ছে তাওহীদ। কারণ এটা নিয়েই বিরোধ।

৩) যার তাওহীদ ঠিক নেই, তার ইবাদতও ঠিক নেই। আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (আমি যার ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত করো না) এর অর্থও তাই।

৪) রসূল পাঠানোর অন্তর্নিহিত হিকমাত ও রহস্য।

---

৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮৫৬, ৫৯৬৭, ৬২৬৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩০।

৫) সকল উম্মাতই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাতের আওতাধীন ছিলেন অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির নিকট রসূল প্রেরিত হয়েছে।

৬) সকল নাবী-রসূলের দীন এক ও অভিন্ন, আর তা হচ্ছে ইসলাম।

৭) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ত্বগূতকে অস্বীকার করা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"যে ব্যক্তি 'ত্বগূতকে' অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল, যা বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন" *(সূরা আল বাকারা: ২৫৬)।*

৮) আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত অন্যান্য যে সব বস্তুর ইবাদত করা হয়, সেগুলোই ত্বগূত হিসাবে গণ্য।

৯) সালফে ছ্বলিহীনের কাছে সূরা আন'আমের উল্লেখিত তিনটি সুস্পষ্ট আয়াতের বিশেষ মর্যাদার কথা জানা যায়, যাতে দশটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। এর প্রথমটিই হচ্ছে; শির্কের প্রতিবাদ ও তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে।

১০) সূরা ইস্রায় কতগুলো সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে এবং তাতে আঠারোটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বিষয়গুলোর সূচনা করেছেন তার এ বাণী দ্বারা,

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا﴾

"আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে" *(সূরা আল ইসরা: ২২)।* আর এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন তার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা,

﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا﴾

"আর আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। তাহলে নিন্দিত ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে" *(সূরা আল ইসরা: ৩৯)।* আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴾

"এটা ঐ হিকমতের অন্তর্ভুক্ত, যা তোমার প্রতিপালক তোমাকে অহী মারফত দান করেছেন" দ্বারা এ বিষয়গুলোর সুমহান মর্যাদাকে উপলব্ধি করার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

১১) এ অধ্যায়ে সূরা আন নিসার ঐ আয়াতটি জানা গেল, যাতে দশটি হক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যার সূচনা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী দ্বারা,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো; তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না। আর পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো"।

১২) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তিম অসিয়তের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। আর তা হচ্ছে উম্মাতকে শিরক থেকে সতর্ক করা এবং তাতে লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধ করার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৩) আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার হক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা জরুরী।

১৪) বান্দা যখন আল্লাহর হক আদায় করবে, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর বান্দার হক কী? তা জানা গেল।

১৫) অধিকাংশ ছাহাবী এ বিষয়টি জানতেন না। কেননা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে মানুষের কাছে মাসআলাটি গোপন রাখার আদেশ দিয়েছিলেন। কারণ তা মানুষকে বলে দিলে তারা আল্লাহর সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহের উপর ভরসা করে আমল ছেড়ে দিতে পারে। তাই মুআয (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যুর সময়ই কেবল ইল্‌ম গোপন করার অপরাধে অপরাধী হওয়ার ভয়ে তা বলে দিয়েছেন। সুতরাং মুআয (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) জীবিত থাকা অবস্থায় এ বিষয়টি সম্পর্কে অধিকাংশ ছাহাবীরই জ্ঞান ছিল না।

১৬) কল্যাণের স্বার্থে ইল্‌ম গোপন রাখার বৈধতা রয়েছে।

১৭) আনন্দদায়ক বিষয়ে কোন মুসলিমকে সুখবর দেয়া মুস্তাহাব।

১৮) আল্লাহর অপরিসীম রহমতের উপর ভরসা করে আমল বাদ দেয়ার ভয়।

১৯) অজানা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির এ কথা বলা উচিত যে, الله ورسوله أعلم অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন।[১০]

২০) কাউকে বাদ রেখে অন্য কাউকে কোন বিষয়ে জ্ঞান দান করার বৈধতা সম্পর্কে জানা গেল।

২১) গাধার পিঠে আরোহন করার মধ্যে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিনয়-নম্রতার প্রমাণ মিলে। সে সাথে তার পিছনে মুআযকে বসার সুযোগ দেয়ার মধ্যে তার বিনয়ী হওয়ার বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট।

২২) একই পশুর পিঠে একজনের পিছনে অন্য ব্যক্তি আরোহনের বৈধতা সম্পর্কে জানা গেল।

২৩) মুআয বিন জাবাল (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর মর্যাদা প্রমাণিত হল।

২৪) তাওহীদের উচ্চ মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানা গেল।

অধ্যায়ঃ ১

তাওহীদের মর্যাদা এবং তাওহীদ যে সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দেয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

"যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত" *(সূরা আল আন'আম:*

১০. আল্লাহ এবং তার রসূলই অধিক জানেন -এ কথা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় বলা বৈধ ছিল। এখন শুধু আমরা বলবো, আল্লাহই ভাল জানেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর সালাফদেরকে এ কথা বলতে শুনা যেত না যে, الله ورسوله أعلم (আল্লাহ এবং তার রসূলই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)।

৮২)।[11]

উবাদা ইবনে সামেত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شريكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسى عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ, وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ»

“যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য প্রদান করল যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোন শরিক নেই এবং মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রসূল।[12] আরো সাক্ষ্য দিল যে, ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা

---

১১ এখানে যুলুম দ্বারা বড় শির্ক উদ্দেশ্য। মারফু সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং অন্যান্য ছাহাবীদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হলে ছাহাবীগণ বলতে লাগলেন: আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের নফসের উপর জুলুম করেনি? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: তোমরা এই আয়াতে জুলুম দ্বারা যা বুঝেছ, তা সঠিক নয়। এখানে জুলুম দ্বারা শির্ক উদ্দেশ্য। তোমরা কি আল্লাহর প্রিয় বান্দা লুকমান আ. এর কথা শুননি? তিনি তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন:

﴿ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

“হে প্রিয় বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা মহা যুলুম” (সূরা লুকমান: ১৩)।

১২ শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহর শর্তাবলী নিম্নরূপ:

(১) স্বীকারোক্তিসহ আন্তরিক ও বাহ্যিকভাবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাতকে বিশ্বাস করা।

(২) প্রকাশ্যে এ কালিমাটুকু মুখে উচ্চারণ করা।

(৩) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা। তিনি যে সত্য নিয়ে এসেছেন সে অনুযায়ী আমল করা। যে সকল বাতিল থেকে নিষেধ করেছেন তা হতে দূরে থাকা। (সূরা আল হাশর ৫৯:৭, সূরা আন নিসা ৪:৫৯)

(৪) তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের যে সকল অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তা সত্যায়ন করা।

(৫) নিজের জীবন, ধন-সম্পদ, সন্তানাদি, পিতা-মাতা এবং সকল মানুষ থেকেও রসূলকে বেশী ভালোবাসা। (ছ্বহীহ বুখারী হা/১৪, ১৫)।

ও রসূল, ঈসা আ. এমন এক কালিমা[১৩] যা তিনি মরিয়াম আ. এর প্রতি প্রেরণ করেছেন এবং তিনি তারই পক্ষ থেকে প্রেরিত রুহ বা আত্মা। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দান করবেন। তার আমল যাই হোক না কেন"।[১৪]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইতবান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

(৬) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথাকে সকলের কথার উপর প্রাধান্য দেয়া এবং তার সুন্নাত অনুযায়ী আমল করা। (সূরা আল হুজুরাত ৪৯:১-৩)।

১৩ এখানে কালিমার অর্থ হচ্ছে তাঁর বাণী كُنْ হয়ে যাও। আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা আ. কে তাঁর কালিমা كُنْ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

১৪ ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৩৫, মুসলিম হা/২৭। সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দান করবেন। তার আমল যাই হোক না কেন। অর্থাৎ তাঁর ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার সাথে উপরোক্ত বিষয়গুলোর ঘোষণা দেয়ার কারণে, সত্য বিষয়গুলোর সত্যায়ন করার কারণে, নাবী-রসূলদের প্রতি এবং তাদেরকে যেই নবুওয়াত ও রিসালাত দেয়া হয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনয়নের কারণে, খ্রিষ্টান ও ইয়াহূদীরা ঈসা আ. এর ব্যাপারে যেই বাড়াবাড়ি ও দুর্ব্যবহার করেছে তার প্রতিবাদ ও বিরোধীতা করার কারণে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে ঈসা আ. এর ব্যাপারে আরও দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেছে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতিও ঈমান আনয়ন করেছে। যার আমল ও অবস্থা এ রকম হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদিও সৎকর্ম সম্পাদনে তার ত্রুটি রয়েছে এবং তাঁর বেশ কিছু গুনাহ্ও রয়েছে। এই সৎআমলটি অর্থাৎ নির্ভেজাল তাওহীদের ঘোষণা অন্যান্য সকল গুনাহ্-এর তুলনায় ভারী হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি লা-ইলাহা পাঠ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, অনেক লোকই এই হাদীছটি বুঝতে ভুল করেছে। তারা মনে করে শুধু জবান দিয়ে এ বাক্যটি উচ্চারণ করাই জান্নাতে যাওয়ার জন্য এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যথেষ্ঠ। মূলত বিষয়টি এরূপ নয়। যারা এরূপ মনে করে, তারা বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত। তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর সঠিক মর্মার্থ বুঝতে পারেনি। না বুঝার কারণ হল, তারা এ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেনি। এ পবিত্র বাক্যটির সঠিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত সকল মাবুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই খাস (নির্ধারণ) করা। ইবাদতগুলো এমন পদ্ধতিতে করা, যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। এটিই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর হক্ব। যে ব্যক্তি এ হক্ব আদায় করবে না, কিংবা এর কিছু অংশ আদায় করবে, অতঃপর আল্লাহর সাথে অন্যান্য অলী-আওলীয়া ও সৎ লোকদের কাছে দু'আ করবে এবং তাদের জন্য নযর-মানত পেশ করবে, সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'এর শর্ত ভঙ্গকারী হিসাবে গণ্য হবে। সে এটি পাঠ করার দাবি করলেও তাতে কোন লাভ হবে না।

«فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ».

আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছেন।[১৫]

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেন,

«قَالَ مُوسى: يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شيئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ, قَالَ: قُلْ يَا مُوسى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ, قَالَ: يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا، قَالَ: يَا مُوسى لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ

১৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪২৫, ৫৪০১, মুসলিম হা/৩৩। এটি বুখারী ও মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীছের অংশ। লেখক তা থেকে শুধু ঐটুকুই বর্ণনা করেছেন, যা এই অধ্যায়ের জন্য প্রযোজ্য। কালেমায়ে তাইয়্যেবার এটিই প্রকৃত অর্থ। এই পবিত্র বাক্যটি ইবাদতের মধ্যে ইখলাসের দাবি জানায় এবং শির্ককে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। সিদ্‌ক (সত্যনিষ্ঠা) এবং ইখলাস (একনিষ্ঠতা) এই দু'টি বিষয় এমন, যার একটি অন্যটির সাথে জড়িত। এ দু'টির একটিকে অন্যটি ছাড়া কল্পনাও করা যায় না। বান্দা যদি ইবাদতের মধ্যে একনিষ্ঠ না হয়, তাহলে সে মুশরিক হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি সত্যবাদী না হয়, তাহলে মুনাফিক হিসাবে গণ্য হবে। মুখলিস হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে কালেমায়ে তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'কে জবান দিয়ে পাঠ করার সাথে সাথে খালেসভাবে কেবল আল্লাহর ইবাদত করে।

আলিমগণ এ কালিমার ৮টি শর্ত উল্লেখ করেছেন। যথা:

১। الْعلم আল ইল্‌ম (জ্ঞান)

২। الْيَقِين আল ইয়াক্বীন (দৃঢ় বিশ্বাস)

৩। الْإِخْلَاص আল ইখলাছ (একনিষ্ঠতা বা আন্তরিকতা)

৪। الصدْق আছ ছিদক্ব (সত্যায়ন)

৫। الْمحبَّة আল মাহাব্বা (ভালোবাসা)

৬। الانقياد আল ইনক্বিয়াদ (বশ্যতা স্বীকার করা বা মেনে নেয়া বা রাজী থাকা)

৭। الْقبُول আল ক্ববূল (গ্রহণ করা)

৮। الكفر আল কুফরু (অস্বীকার করা)। [গয়াতুল মুরীদ]

وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي, وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ, وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন: "হে আমার রব, আমাকে এমন জিনিস শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করব এবং আপনাকে ডাকব। আল্লাহ বললেন, 'হে মূসা! তুমি لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বল। মূসা আ. বললেন: "আপনার সব বান্দাই তো এটা বলে।" তিনি বললেন: "হে মূসা! আমি ব্যতীত সপ্তাকাশে যা কিছু আছে তা আর সাত তবক যমীন যদি এক পাল্লায় থাকে এবং আরেক পাল্লায় যদি শুধু لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ থাকে, তাহলে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ -এর পাল্লাই বেশী ভারী হবে"।[১৬]

আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشرِكُ بِي شيئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً».

আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"হে বনী আদম! তুমি যদি যমীন পরিপূর্ণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে আগমন কর এবং আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করে মিলিত হও, তাহলে যমীন পরিপূর্ণ ক্ষমাসহ আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবো।[১৭]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) আল্লাহ্ তা'আলার অসীম করুণা।

২) আল্লাহর নিকট তাওহীদের অপরিসীম ছাওয়াব।

---

১৬ যঈফ: ইবনে হিব্বান ও হাকিম। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। দেখুন: ছ্বহীহ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, হা/৯২৩।

১৭ হাসান: তিরমিযী হা//৩৫৪০, অধ্যায়: গুনাহ করার পর বান্দার জন্য আল্লাহর ক্ষমা। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: সিলসিলায়ে ছ্বহীহা, হা/১২৭।

৩) অপরিসীম ছাওয়াব দেয়ার সাথে সাথে তাওহীদ দ্বারা পাপসমূহও মোচন হয়।

৪) সূরা আন'আমের ৮২ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল। অর্থাৎ সেখানে যে যুলুমের বর্ণনা এসেছে, তা দ্বারা সাধারণ যুলুম উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শিরক।

৫) উবাদা বিন সামেতের হাদীছে বর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়া জরুরী।

৬) উবাদা বিন সামেত এবং ইতবানের হাদীছকে একত্র করলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং ধোঁকায় নিপতিত লোকদের ভুল সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

৭) ইতবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখিত শর্তের ব্যাপারে সতর্কীকরণ। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কালেমাটি পাঠ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এটি পাঠ করবে, সে অবশ্যই আমল করবে এবং তা কেবল আল্লাহর জন্যই করবে।

৮) 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ফযীলতের ব্যাপারে নাবীগণকেও সতর্ক করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৯) সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় এ কালিমার পাল্লা ভারী হওয়ার ব্যাপারে অবগতকরণ। যদিও এ কালেমার অনেক পাঠকের পাল্লা ইখলাসের সাথে পাঠ না করার কারণে হালকা হয়ে যাবে।

১০) সপ্তাকাশের মত সপ্ত যমীন বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া গেল।

১১) যমীনের মত আকাশেও বসবাসকারী রয়েছে।

১২) আল্লাহর ছিফাত বা গুণাবলীকে সাব্যস্ত করা জরুরী। আশ'আরী সম্প্রদায়ের লোকেরা এগুলোকে অস্বীকার বা এগুলোর অপব্যাখ্যা করে থাকে।

১৩) আপনি যখন ছাহাবী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীছটি বুঝতে সক্ষম হবেন তখন জানতে পারবেন যে, ইতবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছে বর্ণিত রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِى بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ

“আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে’। এর মর্মার্থ হচ্ছে শিরক বর্জন করা। শুধু মুখে বলা এর উদ্দেশ্য নয়।

১৪) আল্লাহর নাবী ঈসা (আলাইহিস সালাম) এবং মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ই আল্লাহর বান্দা এবং রসূল হওয়ার বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করা।

১৫) “কালিমাতুল্লাহ” বলে ঈসা আ. কে খাস করার বিষয়টি জানা গেল। এ দ্বারা বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৬) ঈসা আ. আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ হওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া গেল।

১৭) জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনার মর্যাদা।

১৮) তাওহীদপন্থী লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমল যাই হোক না কেন।

১৯) এ কথা জানা গেল যে, কিয়ামতের দিন মিজান (দাঁড়িপাল্লা) স্থাপন করা হবে। মিজানের দুটি পাল্লাও থাকবে।

২০) আরও জানা গেল যে, আল্লাহর অনেক ছিফাত রয়েছে। তার মধ্যে আল্লাহর চেহারা তার অন্যতম একটি ছিফাত।

অধ্যায়ঃ ২

যে ব্যক্তি তাওহীদের দাবি পূরণ করবে,[১৮] সে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে

১৮ তাওহীদের বাস্তবায়ন (তাওহীদের দাবি পূরণ করা): তাওহীদকে শিরক হতে মুক্ত রাখা। তিনটি বিষয় ছাড়া এটি অর্জন সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর হুকুম পালনকারী একটি উম্মাত এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" *(সূরা আন নাহাল: ১২০)*[১৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ﴾

নিশ্চয়ই যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে, আর যারা তাদের রবের সাথে শিরক করে না- (তারাই দ্রুত কল্যাণ অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী) *(সূরা মুমিনুন:*

১। ইলম (العلم)। সুতরাং ইলম অর্জন ব্যতীত কিছুই সম্ভব নয়।

২। আক্বীদা-বিশ্বাস (الاعتقاد)। যখন তুমি ইলম অর্জন করলে, কিন্তু বিশ্বাস না করে বরং অহংকার করলে, তাহলে তাওহীদ বাস্তবায়ন হল না।

৩। বশ্যতা স্বীকার করা-আনুগত্য (الانقياد)। যখন তুমি ইলম অর্জন করলে, বিশ্বাস স্থাপন করলে কিন্তু বশ্যতা স্বীকার (এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার শরী'আতের কাছে আত্মসমর্পণ করা) করলে না, তাহলে তাওহীদ বাস্তবায়ন হবে না।

১৯ ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের ইমাম ও রসূল ইবরাহীম খলীল আ. এর প্রশংসা করছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান-নাসারা এবং অগ্নিপূজকদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। এখানে উম্মত বলতে এমন নেতা উদ্দেশ্য যার অনুসরণ করা হয়। আয়াতে বর্ণিত قانت অর্থ হচ্ছে বিনয়ী এবং অনুগত। হানীফ অর্থ শির্ক বর্জন করে তাওহীদের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না"। প্রখ্যাত মুফাস্সির মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: ইবরাহীম একটি উম্মত ছিলেন- এ কথার অর্থ হচ্ছে, সে সময় তিনি একাই ছিলেন মুমিন এবং অন্যান্য সকল মানুষই ছিল কাফের-মুশরিক।

৫৭-৫৯)[২০]

হুসাইন বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ البَارِحَةَ؟ , فَقُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَا صَنَعْتَ؟ , قُلْتُ: ارْتَقَيْتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثنَاهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمْ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصيبِ أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ. قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَن انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – , عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – أَنَّهُ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ،إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسى وَقَوْمُهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ. وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بَغَيْرِ حِسَابٍ وَلا عَذَابٍ».ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله؟ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلَامِ فَلَمْ يُشركُوا بالله شيئًا. وَذَكَرُوا أَشياءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ, وَلَا يَكْتَوُونَ, وَلَا يَتَطَيَّرُونَ, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنهُمْ، فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» , ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنهُمْ، فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ».

“একবার আমি সাঈদ বিন জুবাইরের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, গতকাল রাত্রে যে নক্ষত্রটি ছিটকে পড়েছে তা তোমাদের মধ্য হতে কে দেখতে পেয়েছ? তখন বললাম, আমি। তবে আমি ছ্বলাত পড়ছিলাম না। তারপর বললাম, আমি বিষাক্ত প্রাণী কর্তৃক দংশিত হয়েছিলাম। তিনি বললেন:

---

২০ ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: নেক ও সৎ আমল করার পরও তারা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কের মধ্যে থাকে এবং আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ভীত থাকে। হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: মুমিন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে নেক আমল করার সাথে সাথে আল্লাহ্‌কে ভয় করে। আর মুনাফিক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে পাপ কাজ করে এবং নির্ভয়ে থাকে।

তখন তুমি কি চিকিৎসা করেছ? বললাম ঝাড় ফুঁক করেছি। তিনি বললেন, কিসে তোমাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? অর্থাৎ তুমি কেন এ কাজ করলে? বললাম: 'একটি হাদীছ' (আমাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে) যা শা'বী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, তিনি তোমাদেরকে কী বর্ণনা করেছেন? বললাম 'তিনি বুরাইদা বিন আল হুসাইব থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, বদ নযর এবং বিষাক্ত পোকার (কামড় ব্যতীত অন্য কোন রোগে ঝাড়-ফুঁক নেই)।[21] তিনি বললেন, 'সে ব্যক্তিই উত্তম কাজ করেছে, যে শ্রুত কথা অনুযায়ী আমল করাকেই যথেষ্ট মনে করেছে'। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমার সম্মুখে সমস্ত জাতিকে উপস্থাপন করা হল। তখন এমন নাবীকে দেখতে পেলাম, যার সাথে অল্প সংখ্যক লোক রয়েছে। এমন নাবীকেও দেখতে পেলাম, যার সাথে মাত্র একজন বা দু'জন লোক রয়েছে। আবার এমন নাবীকেও দেখতে পেলাম যার সাথে কোন লোকই নেই।[22] ঠিক এমন সময় আমার সামনে এক বিরাট জনগোষ্ঠী পেশ করা হল। তখন আমি ভাবলাম: এরা আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল, এরা হচ্ছে মূসা আ. এবং তার উম্মত। এরপর আরো একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর দিকে আমি তাকালাম। তখন আমাকে বলা হল, এরা আপনার উম্মাত। এদের মধ্যে সত্তর হাজার লোক রয়েছে, যারা বিনা হিসাবে এবং বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ কথা বলে তিনি উঠে বাড়ীর অভ্যন্তরে চলে গেলেন। এরপর লোকেরা ঐ সব ভাগ্যবান লোকদের ব্যাপারে বিতর্ক শুরু করে দিল। কেউ বলল: তারা বোধ হয় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচার্য লাভকারী ব্যক্তিগণ। আবার কেউ বলল: তারা বোধ হয় সেই সব লোক, যারা ইসলামী পরিবেশে তথা মুসলিম মাতা-পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, আর আল্লাহর সাথে তারা কাউকে শরীক করেনি। তারা এ ধরনের আরো অনেক কথা বলাবলি করল। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে উপস্থিত হলে বিষয়টি তাকে জানানো হল। তখন তিনি বললেন,

---

২১ এটি ছিল ইসলামের প্রথম দিকে। পরবর্তীতে অন্যান্য বিষয়েও ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দেয়া হয়, যদি তা কুরআনের আয়াত, ছ্বহীহ হাদীছ এবং শির্কমুক্ত দু'আ দ্বারা করা হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

২২ অর্থাৎ যেই জাতির কাছে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদের মধ্য হতে একজনও ঈমান আনয়ন করেনি।

«هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ, وَلَا يَكْتَوُونَ, وَلَا يَتَطَيَّرُونَ, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».

"তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা ঝাড়-ফুক করে না। পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করে না। শরীরে ছেঁকা বা দাগ দেয় না। আর তাদের রবের উপর তারা ভরসা করে"। এ কথা শুনে উক্কাশা বিন মিহসান দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের দলভুক্ত করে নেন। তিনি বললেন: "তুমি তাদের দলভুক্ত"। অতঃপর অন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল: আল্লাহর কাছে আমার জন্যও দু'আ করুন যেন তিনি আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি বললেন: "তোমার পূর্বেই উক্কাশা সে সুযোগ নিয়ে গেছে"[২৩]।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) তাওহীদের ব্যাপারে মানুষের বিভিন্ন স্তর থাকার কথা জানা গেল।

২) নাবী ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) মুশরিক ছিলেন না বলে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা।

৩) তাওহীদের দাবি পূর্ণ করার তাৎপর্য কী, তা জানা গেল।

৪) বড় বড় আওলীয়ায়ে কেরাম শিরক থেকে মুক্ত ছিলেন বলে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবানে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা।

৫) ঝাড়-ফুঁক থেকে বিরত থাকা এবং ছেঁকা গ্রহণ পরিত্যাগ করা তাওহীদপন্থী হওয়ার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

৬) আল্লাহর উপর ভরসাই বান্দার মধ্যে উল্লেখিত গুণাবলী ও স্বভাবসমূহের সমাবেশ ঘটায়।

৭) বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী সৌভাগ্যবান লোকেরা কোন আমল ব্যতীত উক্ত মর্যাদা লাভ করতে পারেনি, এটা জানার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের জ্ঞানের গভীরতা।

---

২৩ ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৭০৫, ৬৫৪১, মুসলিম, হা/২২০ অধ্যায়: এ উম্মতের একদল মুসলিমের বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ।

৮) মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতি তাদের অপরিসীম আগ্রহ।

৯) সংখ্যা ও গুণাবলীর দিক থেকে উম্মাতে মুহাম্মদীর ফযীলত সম্পর্কে জানা গেল।

১০) নাবী মূসা (আলাইহিস সালাম) এর উম্মতের মর্যাদা।

১১) সব উম্মাতকে তাদের নাবীসহ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।

১২) প্রত্যেক উম্মাতই নিজ নিজ নাবীর সাথে পৃথকভাবে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে।

১৩) খুব অল্প সংখ্যক লোকই নাবীগণের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল।

১৪) যে নাবীর দাওয়াত কেউ গ্রহণ করেনি তিনি একাই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবেন।

১৫) এ জ্ঞানের শিক্ষা হচ্ছে, সংখ্যাধিক্যের দ্বারা ধোকা না খাওয়া আবার সংখ্যাল্পতার কারণে অবহেলা না করা।

১৬) বদ-নযর লাগা এবং বিষাক্ত কীটপতঙ্গের বিষের চিকিৎসার জন্য ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি পাওয়া গেল।

১৭) সালফে ছ্বলিহীনের জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে জানা গেল। قد أحسن من انتهى إلى ما سمع "সেই ব্যক্তি ভাল কাজ করেছে, যে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা শুনেছে তাই আমল করেছে" -এ কথাই তার প্রমাণ। তাই প্রথম হাদীছ দ্বিতীয় হাদীছের বিরোধী নয়।

১৮) মানুষের মধ্যে যে গুণ নেই তার প্রশংসা থেকে সালফে ছ্বলিহীনগণ বিরত থাকতেন।

১৯) أنت منهم "তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত" -উক্কাশার ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই কথা তার নবুওয়াতেরই প্রমাণ বহন করে।

২০) উক্কাশা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মর্যাদা ও ফযীলত।

২১) কোন কথা সরাসরি না বলে হিকমত ও কৌশল অবলম্বন করা।

২২) ইঙ্গিতের মাধ্যমে কথা বলা জায়েয।

২৩) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তম চরিত্রের বর্ণনা।

অধ্যায়: ৩

শিরক হতে ভয়-ভীতি সম্পর্কে

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

"আল্লাহ তার সাথে শিরক করার গুনাহ মাফ করবেন না। শিরক ছাড়া (নিম্নস্তরের) অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন।" *(সূরা আন নিসা: ৪৮)*

ইবরাহীম খলীল আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার কাছে এ দু'আ করেছিলেন,

﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾

"আমাকে এবং আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করো" *(সূরা ইবরাহীম: ৩৫)*

হাদীছে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

«أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشركُ الأَصْغَرُ، فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: الرِّيَاءُ»

"আমি তোমাদের জন্য যে জিনিসের সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হচ্ছে শিরকে আসগর অর্থাৎ ছোট শিরক"। শিরকে আসগর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বললেন, ছোট শিরক হচ্ছে "রিয়া" অর্থাৎ মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করা।[২৪] ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

২৪. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ ৫/৪২৮-৪২৯, আছ-ছ্বহীহা, হা/৯৫১।

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অনুরূপ কাউকে আহবান করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"।[২৫]

ছ্বহীহ মুসলিমে জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشركُ بِهِ شيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشركُ بِهِ شيئًا دَخَلَ النَّارَ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"।[২৬]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) শিরককে ভয় করে চলতে হবে।

২) রিয়া শিরকের মধ্যে শামিল।

৩) রিয়া ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

৪) সৎ লোকদের জন্য ভয়ের বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাধিক ভীতিপ্রদ বিষয় হচ্ছে শিরকে আসগর তথা ছোট শির্ক।

৫) জান্নাত ও জাহান্নাম মানুষের একদম কাছাকাছি।

৬) জান্নাত ও জাহান্নাম নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি একই হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

৭) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করলে মৃত ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানিয়ে মৃত্যুবরণ করলে মৃত ব্যক্তি যত বড় ইবাদতকারীই হোক না কেন, সে জাহান্নামে যাবে।

---

২৫. ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪৪৯৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯২।

২৬. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৩।

৮) ইবরাহীম খলীল (আলাইহিস সালাম) এর দু'আর প্রধান বিষয় হচ্ছে, তাকে এবং তার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা তথা শিরক থেকে রক্ষা করা।

৯) "হে আমার রব! এ মূর্তিগুলো বহু লোককে গুমরাহ করেছে" এ কথা দ্বারা ইবরাহীম আ. বহু লোকের অবস্থা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করেছেন।

১০) এখানে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তাফসীর রয়েছে। যা ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন।

১১) শিরক মুক্ত ব্যক্তির মর্যাদা।

অধ্যায়: ৪

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্যদানের প্রতি আহবান

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"তুমি বলে দাও! এটিই আমার পথ। পূর্ণ প্রজ্ঞার সাথে আমি এবং আমার অনুসারীরা আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই"। *(সূরা ইউসুফ: ১০৮)*

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআয (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন তিনি বললেন,

«إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ, (وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ)، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ

افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ»

"তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব। সর্ব প্রথম যে জিনিসের দিকে তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে তা হচ্ছে, "লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ"এর সাক্ষ্য দান করা"। অন্য বর্ণনায় আছে, তুমি তাদেরকে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করার আহবান জানাবে। এ বিষয়ে তারা যদি তোমার আনুগত্য করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত ফরয করেছেন। এ ব্যাপারে তারা যদি তোমার কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা বিত্তশালীদের কাছ থেকে নিয়ে গরীবদেরকে দেয়া হবে। তারা যদি এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে তবে তাদের উৎকৃষ্ট মালের ব্যাপারে খুব সাবধান থাকবে। আর মযলুমের বদ দু'আকে পরিহার করে চলবে। কেননা মযলুমের ফরিয়াদ এবং আল্লাহ তা'আলার মাঝে কোনো পর্দা নেই"।[২৭]

ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমে সাহাল ইবনে সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের যুদ্ধের দিন বলেন,

«لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يفتحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ» , فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ » , فَقِيلَ: هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ».

"আগামীকাল এমন ব্যক্তিকে আমি ঝান্ডা প্রদান করব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তার রসূলও তাকে ভালোবাসেন। তার হাতে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন। কাকে ঝান্ডা প্রদান করা হবে এ উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার মধ্যে লোকজন রাত্রিযাপন করল। যখন সকাল

২৭. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৯৫, ১৪৫৮, ৪৩৪৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯।

হলো, তখন লোকজন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হল। তাদের প্রত্যেকেই আশা করছিল যে, ঝান্ডা তাকেই দেয়া হবে, তখন তিনি বললেন, আলী ইবনে আবি তালিব (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কোথায়? বলা হলো, তিনি চক্ষুর পীড়ায় আক্রান্ত। তাকে ডেকে পাঠানো হল। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উভয় চোখে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন। এতে তিনি এমন সুস্থ হলেন যে, মনে হচ্ছিল, তার চোখে কোনো অসুখই ছিল না। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাতে ঝান্ডা প্রদান করলেন এবং বললেনঃ তুমি ধীরস্থিরতার সাথে অগ্রসর হও। তুমি যখন তাদের আঙ্গিনায় অবতরণ করবে, তখন তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করবে। অতঃপর তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার যে হক্ব রয়েছে, সে সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা যদি তোমার মাধ্যমে একজন লোককেও হিদায়াত করেন তাহলে তোমার জন্য এটি হবে লাল উট অপেক্ষা উত্তম।[২৮]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অনুসরণকারীর নীতি ও পথ হচ্ছে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা।

২) ইখলাসের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। কেননা অনেক লোক হক্বের পথে মানুষকে আহ্বান জানালেও মূলত তারা নিজের নফস বা স্বার্থের দিকেই আহ্বান জানায়।

৩) তাওহীদের দাওয়াতের জন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকা অপরিহার্য।

৪) উত্তম তাওহীদের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি গাল-মন্দ আরোপ করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকা।

৫) আল্লাহ তা'আলার প্রতি গাল-মন্দ আরোপ করা নিকৃষ্ট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৬) তাওহীদই হচ্ছে সর্বপ্রথম ফরয।

---

২৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৯৪২, ৩৭০১, মুসলিম হা/২৪০৬।

৭) সর্বাগ্রে এমন কি ছ্বলাতেরও পূর্বে তাওহীদের প্রতি আহবান করতে হবে।

৮) আল্লাহর একত্বের ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য প্রদান করা। অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই" এ ঘোষণা দেয়া।

৯) একজন মানুষ আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে কিংবা তাওহীদের জ্ঞান থাকলেও সে অনুযায়ী আমল নাও করতে পারে।

১০) শিক্ষা দানের প্রতি পর্যায়ক্রমে গুরুত্বারোপ করা।

১১) সর্বপ্রথম অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়ে দাওয়াতী কাজ শুরু করা জরুরী।

১২) যাকাত প্রদানের খাত সম্পর্কে জানা গেল।

১৩) শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রের সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উন্মোচন করা বা নিরসন করা।

১৪) যাকাত আদায়ের সময় বেছে বেছে উৎকৃষ্ট মাল নেয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

১৫) মযলুমের বদ দু'আ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

১৬) মজলুমের বদ দু'আ এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকার সংবাদ।

১৭) সাইয়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং বড় বড় সৎ লোকদের উপর যেসব দুঃখ-কষ্ট এবং কঠিন বিপদাপদ আপতিত হয়েছে, তা তাওহীদেরই প্রমাণ পেশ করে।

১৮) "আমি আগামীকাল এমন একজনের হাতে পতাকা প্রদান করবো যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন।" রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ উক্তি নবুওয়াতের অন্যতম একটি নিদর্শন।

১৯) আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর চোখে থুথু প্রদানের মাধ্যমে চোখ ভালো হয়ে যাওয়াও নবুওয়াতের একটি নিদর্শন।

২০) আলী (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) এর মর্যাদা সম্পর্কে জানা গেল।

২১) আলী (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে পতাকা তুলে দেয়ার পূর্বে রাতে পতাকা পাওয়ার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের উদ্বেগ ও ব্যাকুলতার মধ্যে রাত্রি যাপন এবং বিজয়ের সুসংবাদে আশ্বস্ত থাকার মধ্যে তাদের মর্যাদা নিহিত আছে।

২২) বিনা প্রচেষ্টায় ইসলামের পতাকা তথা নেতৃত্ব লাভ করা আর চেষ্টা করেও তা লাভে ব্যর্থ হওয়া, উভয় অবস্থাতেই তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখা জরুরী।

২৩) "ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাও" রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উক্তির মধ্যে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দানের ইঙ্গিত রয়েছে।

২৪) যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা জরুরী।

২৫) ইতিপূর্বে যাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে তাদেরকেও যুদ্ধের আগে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে।

২৬) أخبرهم بمايجب عليهم রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই বাণী হিকমত ও কৌশলের সাথে দাওয়াত পেশ করার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

২৭) দীন ইসলামে আল্লাহর হক্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

২৮) আলী (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে একজন মানুষ হিদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার ছাওয়াব।

২৯) ফতোয়ার ব্যাপারে মুফতীর কসম করা জায়েয।

অধ্যায়: ৫

তাওহীদ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দানের ব্যাখ্যা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾

"এ সব লোকেরা যাদেরকে ডাকে তারা নিজেরাই তাদের রবের নৈকট্য লাভের আশায় উসীলা অনুসন্ধান করে, তাদের মধ্য হতে কে সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী? তারা তার রহমতের আশা করে এবং তার শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ"। *(সূরা আল ইসরা: ৫৭)* আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

"সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম তার পিতা ও গোত্রের লোকদেরকে বলেছিলেন, তোমরা যার ইবাদত কর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার সম্পর্ক কেবল তারই সাথেই, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এ কালিমাটিকে তিনি অক্ষয় বাণীরূপে তার সন্তানদের মধ্যে রেখে গেছেন, যাতে তারা এর দিকেই ফিরে আসে"। *(সূরা যুখরুফ: ২৬-২৮)*

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীগণকে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছে" *(সূরা আত তাওবা: ৩১)*[২৯]

---

২৯ এখানে আহবার দ্বারা আলেম উদ্দেশ্য এবং 'রুহবান' দ্বারা আবেদ তথা ইবাদতকারী উদ্দেশ্য। রসূল ﷺ আদী বিন হাতিমের জন্য এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। আদি বিন হাতিম যখন মুসলিম হয়ে রসূল ﷺ এর কাছে আগমণ করলেন, তখন তিনি আদীকে কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন। আদী বিন হাতিম رضي الله عنه বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! তারা তো তাদের ইবাদত করেনা। রসূল ﷺ বললেন: হ্যাঁ, তারা তাদের ইবাদতই করে। কেননা আহলে কিতাবদের আলেমরা যখন তাদের জন্য কোনো হালাল বস্তুকে হারাম করে এবং হারামকে হালাল করে, তখন তারা তাতে আলেমদের অনুসরণ করে। আর এটিই হচ্ছে তাদের ইবাদাতের নামান্তর। তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আল্লাহর অংশীদার বা সমতুল্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাদেরকে এমন ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত।" *(সূরা আল বাকারা: ১৬৫)*

ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَل».

"যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, আর আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য যেসব বস্তুর ইবাদত করা হয় তাকে অস্বীকার করবে, তার জান-মাল মুসলিমদের নিকট সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে এবং তার অন্তরে লুকায়িত বিষয়ের হিসাব আল্লাহর উপরই ন্যস্ত হবে"।[৩০] [ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৩, অধ্যায়: লা-ইলাহা পাঠ না করা পর্যন্ত লোকদের সাথে জিহাদ করার আদেশ।]

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এ অধ্যায়ের শিরোনামের ব্যাখ্যা রয়েছে।

ইমাম তিরমিযী, হাদীছটি বর্ণনা করার পর হাসান বলেছেন। আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন।

৩০. যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করবে এবং সেই সাথে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত বস্তুর ইবাদত করা হয়, সেগুলোর ইবাদতকে অস্বীকার করবে, তার জান ও মাল মুসলিমদের নিকট নিরাপদ হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করবে, কিন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য মাবুদের ইবাদত অস্বীকার করবেনা, তার জান ও মাল নিরাপদ হবে না।[৩০] কেননা সে শির্ককে প্রত্যাখ্যান করেনি এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' যা অস্বীকার করেছে, তাকে সে অস্বীকার করেনি।

অন্তরের হিসাব আল্লাহ্ তা'আলাই নিবেন। সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে বদলা স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতুন নাঈম প্রদান করবেন। আর যদি মুনাফেক হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। তবে দুনিয়াতে তার প্রকাশ্য অবস্থার উপর ভিত্তি করেই বিধান প্রয়োগ হবে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

এ অধ্যায়ে সর্বাধিক বড় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে তাওহীদ এবং শাহাদাতের ব্যাখ্যা। কয়েকটি সুস্পষ্ট বিষয়ের মাধ্যমে এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

(ক) তাতে রয়েছে সূরা বানী ইসরাঈলের আয়াত। এতে সেসব মুশরিকদের সমুচিত জওয়াব দেয়া হয়েছে যারা নেক বান্দাদেরকে ডাকে। আর এটা যে 'শিরকে আকবার' -বড় শিরক এ কথার বর্ণনাও এখানে রয়েছে।

(খ) তাতে রয়েছে সূরা আত তাওবার ঐ আয়াত যাতে বলা হয়েছে যে, ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও দরবেশ ব্যক্তিদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, অন্যায় কাজে আলিম ও দরবেশদের আনুগত্য করা যাবে না এবং বিপদে পড়ে তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না।

(গ) কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে ইবরাহীম খলীল (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾

"তোমরা যার ইবাদত করো তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আর আমার সম্পর্ক হচ্ছে কেবল তারই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাকে অচিরেই সৎপথ দেখাবেন। এর দ্বারা তিনি তার রবকে যাবতীয় বাতিল মা'বূদ থেকে আলাদা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আ. এর জবানীতে বর্ণনা করেছেন যে বাতিল মা'বূদ থেকে পবিত্র থাকা আর প্রকৃত মা'বূদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাই হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ব্যাখ্যা। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

"আর ইবরাহীম এ কথাটি পরবর্তীতে তার সন্তানের মধ্যে অমর বাণী হিসাবে রেখে গেছেন, যেন তারা এদিকেই ফিরে আসে"।

(ঘ) সূরা আল বাকারায় আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ "তারা কখনো জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।" আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন যে, মুশরিকরা তাদের শরীকদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতই ভালোবাসে। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা আল্লাহকে ভালোবাসে, কিন্তু এ ভালোবাসা তাদেরকে ইসলামে দাখিল করেনি। তাহলে আল্লাহর শরীককে যে ব্যক্তি আল্লাহর চেয়েও বেশী ভালোবাসে সে কিভাবে মুসলিম হতে পারে? আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র শরীককেই ভালোবাসে এবং আল্লাহর প্রতি যার কোন ভালোবাসা নেই, তার অবস্থা কেমন হবে?

(ঙ) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

«مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»

"যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ' বলবে আর আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয়, তাকে অস্বীকার করবে, তার জান-মাল হারাম।"

অর্থাৎ তার জান ও মাল মুসলমানের কাছে নিরাপদ। এ বাণী হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। কারণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মৌখিক উচ্চারণ, এর অর্থ জানা এবং এর স্বীকৃতি প্রদান করাই যথেষ্ট নয়। এমনকি আল্লাহকে ডাকলেও জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাথে গাইরুল্লাহর ইবাদতকে অস্বীকার করার বিষয়টি যুক্ত না করবে। এতে যদি কোনো প্রকার সন্দেহ, সংশয় কিংবা দ্বিধা-সংকোচ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে জান-মালের নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

কতইনা বিরাট এ মাসআলাটি! কতইনা সুস্পষ্ট বর্ণনা এটি! এটা প্রতিপক্ষের দলীলকে সম্পূর্ণরূপে রদ করে দিয়েছে।

অধ্যায়: ৬

রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে আংটি, তাগা, সূতা ইত্যাদি ব্যবহার করা শিরক

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾

"বলো: তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত প্রতিরোধ করতে পারবে? বলো: আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তারই উপর নির্ভর করে" *(সূরা আয যুমার: ৩৮)*

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে

أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالَ: مِنَ الوَاهِنَةِ، فَقَالَ: «انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا»

"নাবী কারীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে পিতলের একটি বালা দেখলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি?" লোকটি বলল, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি বললেন: এটা খুলে ফেল। কারণ এটা তোমার দুর্বলতাকেই শুধু বৃদ্ধি করবে। আর এটা তোমার সাথে থাকা অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে তুমি কখনো সফলকাম হতে পারবে না"।[৩১]

উকবা বিন আমের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি "মারফু" হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللَّهُ لَهُ»

---

৩১. যঈফ: ইবনে মাজাহ হা/৩০৩১। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। দেখুন: সিলসিলায়ে যঈফা, হা/২১৯৫।

"যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করেন। যে ব্যক্তি কড়ি, শঙ্খ বা শামুক পরিধান করে, আল্লাহ যেন তার রোগ ভাল না করেন (উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন)"।[৩২]

অপর একটি বর্ণনায় আছে, «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ» "যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলাল সে শিরক করল"।[৩৩]

ইবনে আবি হাতেম হুযাইফা থেকে বর্ণনা করেছেন, "জ্বর নিরাময়ের জন্য হাতে সূতা বা তাগা পরিহিত অবস্থায় একজন লোককে দেখতে পেয়ে তিনি সেটি কেটে ফেললেন এবং কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾

"আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী অধিকাংশ মানুষ শিরককারী"। *(সূরা ইউসুফ: ১০৬)*

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে আংটি, বালা ও সূতা ইত্যাদি পরিধান করার ব্যাপারে অত্যাধিক কঠোরতা।

২) ছাহাবীও যদি এ সব জিনিস পরিহিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে তিনিও সফলকাম হতে পারবেন না। এতে এ কথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ছোট শিরক কবিরা গুনাহর চেয়েও অধিক মারাত্মক।

৩) শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়।[৩৪]

---

৩২ যঈফ: আয-যঈফাহ হা/১২৬৬।

৩৩. হাসান: ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনার সনদ ছহীহ। কিন্তু প্রথম বর্ণনাটিতে দুর্বলতা রয়েছে। দেখুন: সিলসিলায়ে ছহীহা, হা/৪৯২।

৩৪. অজ্ঞতার অযুহাত গ্রহণযোগ্য হবে কি না- এ ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ রয়েছে। আমাদের সম্মানিত শাইখ আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব এবং অন্যান্য কতিপয় আলেমের মতে অজ্ঞতা বশত শিরক করলে শাস্তি হবে। অন্যান্যদের কথা হচ্ছে অন্যান্য পাপ কাজের ন্যায় অজ্ঞতা বশত: শিরকে লিপ্ত হলেও অজ্ঞতার অযুহাত গ্রহণযোগ্য হবে এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। (আল্লাহই অধিক জানেন)

৪) রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে রিং বা সূতা ব্যবহার করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, বরং তাতে অকল্যাণ আছে। কেননা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: لا تزيدك إلا وهنا ইহা তোমার দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবে না।

৫) যে ব্যক্তি উপরোক্ত কাজ করে তার কাজকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৬) এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি রোগ নিরাময়ের জন্য রিং বা সূতা শরীরে লটকাবে তাকে সেই বস্তুর দিকেই সোপর্দ করা হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তার দায়িত্ব নিবেন না। কেননা সে আল্লাহর রহমত ও করুণা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সর্বাধিক দুর্বল তথা একেবারেই শক্তিহীন উপকরণের উপর ভরসা করেছে। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর সাহায্য, দেখাশুনা ও পরিচর্যা লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

৭) এ কথাও সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে তাবিজ ব্যবহার করলো সে মূলত শির্ক করল।

৮) জ্বর নিরাময়ের জন্য সূতা পরিধান করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৯) ছাহাবী হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম শিরকে আসগরের দলীল হিসাবে ঐ আয়াতকেই পেশ করেছেন যে আয়াতে শিরকে আকবার বা বড় শিরকের কথা রয়েছে। যেমনটি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূরা আল বাকারার আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন।

১০) বদ নযর বা চোখ লাগা থেকে আরোগ্য লাভ করার জন্য শামুক, কড়ি, শঙ্খ ইত্যাদি লটকানো বা পরিধান করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

১১) যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করে, তার উপর বদ দোয়া করা হয়েছে, 'আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করেন' আর যে ব্যক্তি শামুক, কড়ি বা শঙ্খ লটকায় তাকে যেন আল্লাহ রক্ষা না করেন।

অধ্যায়: ৭

ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবচ

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ বাশীর আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ».

“কোন এক সফরে তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলেন। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সংবাদ বাহক পাঠিয়ে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, কোন উটের গলায় যেন কোন ধনুকের রশির মালা বা হাড় বাঁধা না থাকে, আর থাকলে যেন কেটে ফেলা হয়”।[৩৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, “আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِركٌ».

---

৩৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০০৫, মুসলিম হা/২১১৫। ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: বদ নযর ও তার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য মালা বা পশুর গলায় ঘন্টা লাগানো নিষেধ। কিন্তু শুধু সৌন্দর্যের জন্য হলে কোন অসুবিধা নেই।

"ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ ও যাদু-টোনা করা শিরক"।[৩৬]

আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম থেকে মারফু হাদীছে বর্ণিত আছে,

«مَنْ تَعَلَّقَ شيئًا وُكِلَ إِلَيْهِ».

"যে ব্যক্তি কোন জিনিস লটকায়, সে উক্ত জিনিসের দিকেই সমর্পিত হয়"। অর্থাৎ এর কুফল তার উপরই বর্তায়।[৩৭]

التمائم (তাবিজ-কবচ) হচ্ছে এমন জিনিস, যা চোখ লাগা বা কু-দৃষ্টি লাগা থেকে বাঁচার জন্য সন্তানদের গায়ে ঝুলানো হয়। ঝুলন্ত জিনিসটি যদি কুরআনের অংশ হয়, তাহলে সালফে ছ্বলিহীনের কেউ কেউ এর অনুমতি দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ অনুমতি দেননি বরং এটাকে শরী'আত কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় বলে গণ্য করেছেন। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ অভিমতের পক্ষে রয়েছেন।[৩৮]

---

৩৬. ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৩৮৮৩। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন, দেখুন: সিলসিলায়ে ছ্বহীহা, হা/৩৩১।

৩৭. হাসান: তিরমিযী হা/২০৭২, অধ্যায়: কোন কিছু ঝুলানোর ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে।

৩৮ আক্বীদাতুত তাওহীদ। তাবিজ-কবচ দু'প্রকার:

প্রথম প্রকার তাবিজ-কবচ:

যা কুরআন দ্বারা করা হয়। এর পদ্ধতি হলো: একটি কাগজে কুরআনের কোন আয়াত বা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী লিখে রোগ মুক্তির আশায় গলায় ঝুলানো হয়। এ প্রকার তাবিজের ক্ষেত্রে আলিমগণ দু'টি মত পোষণ করেছেন।

প্রথম মত: এ প্রকার তাবিজ ঝুলানো জায়েয। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর্ ইবনে আস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ মত পোষণ করেছেন। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার বাহ্যিকভাবও এ মতের পক্ষেই। আবূ জাফর আল্ বাক্বির এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) তার এক বর্ণনায় এমনই মত দিয়েছেন। আর যে সকল হাদীছে তাবিজ কবচ ব্যবহারে নিষেধ করা হয়েছে তা শিরক সম্বলিত বলে তারা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাদের নিকটে শিরক সম্বলিত তাবিজ ব্যবহার করা জায়েয নয়। যে তাবিজে শিরক নেই তা ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই এই হলো তাদের সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় মত: তাবিজ-কবচ ব্যবহার করা নাজায়েয। এ সিদ্ধান্ত হলো: আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস, হুযাইফাহ, উক্ববাহ্ ইবনে আমির, ইবনে উক্বাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), তাবিঈগণের একটি দল তাদের মধ্যে রয়েছেন: আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের সহচরবৃন্দ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) তার এক বর্ণনা মতে, (তার অনেক অনুসারী এ মতকে পছন্দ

করেছেন) এবং পরবর্তী উলামাগণের। তারা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ (مسند أحمد:٣٦١٥)

ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ এবং যাদু-টোনা ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শিরক। ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৩৫৩০, আবূ দাউদ হা/৩৮৮৩, মুসনাদে আহমাদ হা/৩৬১৫।

তিনটি কারণে দ্বিতীয় মতটি সঠিক ও বিশুদ্ধ:

১। তাবিজ-কবচ নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীছটি ব্যাপক। আর এ ব্যাপকতাকে খাস করে এর বিপরীতে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি।

২। অবৈধ তাবিজ-কবচ চালু হওয়ার পথ বন্ধ করতে দ্বিতীয় মতটি বড় সহায়ক।

৩। কুরআন দ্বারা তাবিজ-কবচ করা হলে যে ব্যক্তি তা ঝুলায় সে পেশাব-পায়খানাসহ অন্যান্য নাপাক স্থানে তা বহন করার ফলে কুরআনের অবমাননা করে। অথচ কুরআনের অবমাননা করা হারাম।

দ্বিতীয় প্রকার তাবিজ-কবচ:

কুরআন ছাড়া অন্য কিছু মানুষের কোন অংগে ঝুলানো। যেমন: দানা জাতীয় পুঁতি বা তাবিজ, হাড়, কড়ি, সুতা, জুতা, লোহার কাঁটা, শয়তান-জ্বিনদের নামসমূহ এবং বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র। এরূপ তাবিজ-কবচ সম্পূর্ণ হারাম ও শিরক। কারণ, এ ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ তা'আলা তার নাম ও গুণাবলী এবং আয়াত ব্যতীত অন্যের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ (سنن الترمذى:٢٠٧٢)

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন কিছু (তাবিজ-কবচ ইত্যাদি) লটকায় তাকে ঐ বস্তুর দিকে সোপর্দ করে দেওয়া হয়। হাসান: সুনানে তিরমিযী ২০৭২।

অর্থাৎ সে যা লটকায় আল্লাহ্ তাকে সে বস্তুর নিকটে সোপর্দ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতঃ তার নিকটে আশ্রয় নিয়ে নিজের সকল বিষয় তার দিকে সোপর্দ করে আল্লাহ্ তা'আলাই তার জন্য যথেষ্ট হবেন। সকল দূরবর্তী বিষয়কে তার কাছে করে দিবেন এবং কঠিন কাজকে তার জন্য সহজ সাধ্য করে দিবেন।

অপর দিকে যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন মাখলুক্ব, তাবিজ-কবচ, ঔষধ ও কবরের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে বা যোগাযোগ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ বস্তুর দিকে সোপর্দ করে দিবেন যা তার থেকে কোন কিছুকে বাধা দিতে পারবে না। ওটা তার কোন অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। ফলে এ ব্যক্তি তার আক্বীদাহ্ নষ্ট করতঃ স্বীয় রব্বের সাথে সম্পর্কেচ্ছেদ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করবেন।

اَلرُّقَى (রুকা) বা ঝাড়-ফুঁককে عزائم (আযায়েম) নামেও অভিহিত করা হয়। যে সব ঝাড়-ফুঁক শিরকমুক্ত, তা দলিলের মাধ্যমে খাস করা হয়েছে। তাই রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চোখের কু-দৃষ্টি লাগা এবং সাপ বিচ্ছুর বিষ দূর করার জন্য ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন।[৩৯]

ঈমান-আক্বীদাহ্ নষ্টকারী ও তাতে ত্রুটি নিয়ে আসে এমন বিষয়াবলী থেকে স্বীয় আক্বীদাহ্ ও বিশ্বাসকে হেফাযত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। তাই মুসলিম ব্যক্তি নাজায়িয কোন ঔষধ গ্রহণ করবে না। অপসংস্কৃতিতে বিশ্বাসী, ভেলকীবাজ গণকদের নিকটে রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যাবে না।

কারণ, তারা তার হৃদয় ও আক্বীদাকে রোগাগ্রস্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট হবেন।

কোন প্রকার শারীরিক ব্যাধি ছাড়াই অনেকে নিজের গায়ে এ সকল জিনিস ঝুলিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বদ নযর ও হিংসার ক্ষতির ভয় তাদের অন্তরে কাজ করে। অনেকে আবার এগুলো নিজের গাড়ি, বাহন, বাড়ীর দরজা অথবা দোকানে ঝুলিয়ে রাখে। এ সবই দুর্বল আক্বীদা (বিশ্বাস) ও আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা না করার পরিণাম। নিশ্চয় দুর্বল আক্বীদাহ্ বা বিশ্বাসই প্রকৃত রোগ বা ব্যাধি। তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব) ও সঠিক আক্বীদা জানার মাধ্যমে এব্যাধির চিকিৎসা করা ফরয।

৩৯ আক্বীদাতুত তাওহীদ। ঝাড়-ফুঁক দু'প্রকার:

প্রথম প্রকার: শিরকমুক্ত ঝাড়-ফুঁক।

যেমন: রোগীর উপর কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করা অথবা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহর নিকটে রোগ মুক্তি চাওয়া। এ প্রকার ঝাড়-ফুঁক জায়েয। কারণ রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ঝাড়-ফুঁক করেছেন, এর আদেশ দিয়েছেন এবং একে জায়েয বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আওফ ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»

জাহিলিয়াত যুগে আমরা ঝাড়-ফুঁক করতাম। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমাদের ঝাড়-ফুঁকগুলো আমার সামনে পেশ করো। যে ঝাড়-ফুঁকে শিরক নেই তা করতে কোন অসুবিধা নেই। ছহীহ মুসলিম হা/২২০০, ছহীহ: আবূ দাউদ হা/৩৮৮৬।

ইমাম সুয়ূত্বী রহি বলেন: তিনটি শর্তের ভিত্তিতে ঝাড়-ফুঁক জায়িয বলে উলামাগণ (রহিমাহুমুল্লাহ) ঐকমত্য পোষণ করেছেন। শর্তগুলো হলো:

التولة। (তিওয়ালা) অর্থাৎ কবচ এমন জিনিসকে বলা হয়, যা তারা তৈরী করত এবং ধারণা করতো এটি স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করবে।[৪০]

রুআইফি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন যে, একদা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুআইফিকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

«يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا, أَو اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ».

ক। ঝাড়-ফুঁক যেন আল্লাহর বাণী অথবা তার নাম ও গুণাবলী দ্বারা হয়।

খ। আরবী ভাষায় এবং এমন শব্দে হতে হবে যার অর্থ বুঝা যায় এবং

গ। এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ঝাড়-ফুঁকের নিজস্ব কোন প্রভাব নেই। বরং আরোগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। ফাতহুল মাজীদ ১৩৫ পৃষ্ঠা।

ঝাড়-ফুঁকের পদ্ধতি:

কুরআনের আয়াত অথবা দু'আ পড়ে রোগীকে ফুঁক দিতে হবে। অথবা দু'আ পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা রোগীকে পান করানো। যেমন, সাবিত ইবনে ক্বাইস এর হাদীছে এসেছে:

ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِنْ بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ (سنن أبى داود:৩৮৮৫)

অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুত্বহান নামক স্থানের কিছু মাটি নিয়ে একটা পাত্রে রেখে তাতে পানি মিশিয়ে ফুঁক দিলেন এবং তা সাবিত এর শরীরের উপর ঢেলে দিলেন। যঈফ: আবূ দাউদ হা/৩৮৮৫।

দ্বিতীয় প্রকার ঝাড়-ফুঁক: শিরকযুক্ত ঝাড়ফুঁক। এ প্রকার ঝাড়-ফুঁকে গাইরুল্লাহর (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের) সহযোগীতা নেওয়া হয়। গাইরুল্লাহর নিকটে প্রার্থনা, ফরিয়াদ ও আশ্রয় চাওয়া হয়। যেমন: জ্বিন, ফেরেশতা, নাবীগণ আলাইহিমুস্ সলাতু অস্সালাম এবং সৎ ব্যক্তিগণের নাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা। উল্লিখিত বিষয়গুলোতে গাইরুল্লাহকে আহ্বান করা হয় বিধায় তা শিরকে আকবার বা বড় শিরক। দ্বিতীয় প্রকার ঝাড়-ফুঁক অনেক সময় অনারবী ভাষা অথবা এমন শব্দাবলী দ্বারা করা হয় যার অর্থ বুঝা যায় না। এ প্রকার ঝাড়-ফুঁকে অজান্তে শিরক বা কুফরী প্রবেশের ভয় রয়েছে বিধায় তা নিষিদ্ধ।

৪০ এটা এমন কিছু যাদু-মন্ত্র বা তাবিজ-কবচ যা স্বামীর হৃদয়ে স্ত্রীর এবং স্ত্রীর হৃদয়ে স্বামীর ভালবাসা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরী ও ব্যবহার করা হয়।

“হে রুআইফি! তোমার হায়াত সম্ভবত দীর্ঘ হবে। তুমি লোকজনকে এই কথা জানিয়ে দিয়ো, “যে ব্যক্তি দাড়িতে গিরা লাগাবে অথবা গলায় তাবিজ-কবচ লটকাবে অথবা পশুর গোবর কিংবা হাড় দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে, মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত”।[৪১]

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন:

«مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ»

“যে ব্যক্তি কোনো মানুষের তাবিজ-কবচ ছিড়ে ফেলবে বা কেটে ফেলবে সে একটি গোলাম আযাদ করার মত কাজ করল”।[৪২]

ইবরাহীম নাখঈ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন,

«كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ».

তারা সব ধরনের তাবীজ-কবচ অপছন্দ করতেন। চাই তা কুরআন থেকে হোক বা অন্য কিছু থেকে হোক।[৪৩]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

৪১. ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৩৬, নাসাঈ হা/৫০৬৭।

৪২. মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা। ইমাম ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীছের সনদ দুর্বল।

৪৩ মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা। কুরআন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবীজ বানিয়ে ঝুলালে তা সম্পূর্ণরূপে হারাম-নিষিদ্ধ। আর কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবীজ তৈরী করে ঝুলানো হলে তিন কারণে তা নিষিদ্ধ।

(১) সকল প্রকার তাবীজ ঝুলাতে নিষেধ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা থেকে কোন কিছুই বাদ পরেনি। কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবীজ বানিয়ে ঝুলানো হলে তা জায়েয হবে এমন কোন কথা বলা হয়নি।

(২) কুরআন দিয়ে তাবীজ লটকানো জায়েয বলা হলে লোকেরা কুরআন ছাড়া অন্য বস্তু দিয়েও তাবীজ লটকানোর সুযোগ পেয়ে যাবে। ফলে তাদের প্রতিবাদ করা কঠিন হবে।

(৩) কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবীজ লটকালে কুরআনের মর্যাদা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা তাবীজ পরিধানকারী টয়লেটে এবং অন্যান্য অপবিত্র জায়গায় তাবীজসহ প্রবেশ করবে। এমন করা হলে অবশ্যই কুরআনের অবমাননা হবে।

১) ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজের ব্যাখ্যা জানা গেল।

২) تولة "তিওয়ালাহ"এর ব্যাখ্যাও জানা গেল।

৩) উপরোক্ত তিনটি বিষয় (তাবীজ, কবচ এবং ঝাড়-ফুঁক) শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর কোনোটিকেই শিরকের আওতামুক্ত রাখা হয়নি।

৪) তবে সত্যবাণী ও কুরআনের সাহায্যে বদ নযর এবং সাপ বিচ্ছুর বিষ নিরাময়ের জন্য ঝাড়–ফুঁক করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫) তাবিজ কুরআন থেকে হলে তা শির্ক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

৬) বদ নযর থেকে বাঁচার জন্য ধনুকের রশি বা অন্য কিছু ঝুলানো শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৭) যে ব্যক্তি ধনুকের রশি গলায় ঝুলায় তার ব্যাপারে রয়েছে কঠিন শাস্তির ধমকি।

৮) কোনো মানুষের গলায় বা শরীরের অন্য কোনো স্থানে ঝুলানো তাবিজ ছিড়ে ফেলা কিংবা কেটে ফেলার ফযীলত।

৯) কুরআন দিয়ে তাবীজ লটকানো বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইবরাহীম নাখঈর কথা পূর্বোক্ত মতভেদের বিরোধী নয়। কারণ এর দ্বারা আব্দুল্লাহর ছাত্রদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

অধ্যায়ঃ ৮

যে ব্যক্তি গাছ, পাথর ইত্যাদি দ্বারা বরকত হাসিল করতে চায়[৪৪]

---

৪৪ التبرك। অর্থ হলো বরকত অন্বেষণ করা, বরকত কামনা করা এবং উপরোক্ত জিনিসগুলোতে বরক আছে বলে বিশ্বাস করা। উপরোক্ত জিনিসগুলো থেকে বরকত অন্বেষণ করা বড় শিরক। কেননা এর মাধ্যমে বরকত হাসিলের জন্য আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য জিনিসের উপর ভরসা করা হয়ে থাকে। মূর্তিপূজকরা উপরোক্ত জিনিসগুলো থেকে বরকত অন্বেষণ করতো। সৎ লোকদের কবর থেকে বরকত হাসিল করাও বড় শিরক। যেমন লাত নামক মূর্তি থেকে বরকত লাভ করা, গাছ ও পাথর থেকে বরকত হাসিল করা এবং উয্যা ও

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى﴾

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উযযা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে?"[৪৫] *(সূরা আন নাজম: ১৯-২০)*

আবু ওয়াকিদ আল-লাইছী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله – صلى الله عليه وسلم – إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله؟ : «الله أَكْبَرُ، إِنَّهَا السَنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسرائِيلَ لِمُوسى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

"আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হুনাইন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম, আমরা তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি। এক স্থানে মুশরিকদের একটি কুলগাছ ছিল। যার চারপাশে তারা বসতো এবং তাদের সমরাস্ত্র সে গাছে ঝুলিয়ে রাখত। গাছটিকে তারা **ذَاتُ أَنْوَاطٍ** 'যাতু আনওয়াত' বা বরকতময় গাছ বলত। আমরা একদিন একটি কুলগাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! মুশরিকদের যেমন "যাতু আনওয়াত" বা বরকত ওয়ালা গাছ আছে আমাদের জন্যও অনুরূপ "যাতু আনওয়াত" গাছ নির্ধারণ করে দিন।

মানাত নামক মূর্তি থেকে বরকত লাভ করা সৎ লোকদের কবর থেকে বরকতের আশা করার মতোই। আল ইরশাদ-ছ্বহীহ আকবীদার দিশারী। মাকতাবাতুস সুন্নাহ হতে প্রকাশিত।

৪৫ লাত, মানাত এবং উয্যা এই তিনটি ছিল জাহেলী যুগের আরবদের সর্বাধিক বৃহৎ মূর্তি। লাত ছিল তায়েফের ছাকীফ এবং তার পার্শ্ববর্তী লোকদের মাবুদ, উয্যা ছিল কুরাইশ ও বনী কেননার লোকদের এবং মানাত ছিল বনী হেলালের লোকদের। ইবনে হিশাম বলেন: মানাত ছিল হুযাইল এবং খুযাআ গোত্রের।

তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “আল্লাহু আকবার! এটি পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি[৪৬] ছাড়া আর কিছুই নয়। যার হাতে আমার জীবন তার নামে শপথ! তোমরা এমন কথাই বলেছ, যা বনী ইসরাঈলের লোকেরা মূসা (আলাইহিস সালাম) কে বলেছিল। তারা বলেছিল, “হে মূসা! মুশরিকদের যেমন মা‘বূদ আছে আমাদের জন্য তেমন মা‘বূদ বানিয়ে দাও। মূসা আ. তখন বললেন: তোমরা মূর্খ লোকদের মত কথা বলছ। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতিই অবলম্বন করছো[৪৭]। [ছ্বহীহঃ তিরমিযী হা/২১৮০, যিলালুল জান্নাহ হা/৭৬, মিশকাত হা/৫৩৬৯ ।]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) সূরা নাজমের আয়াত أفرايتم اللات والعزى -এর তাফসীর জানা গেল।

২) ছাহাবীগণ যে বিষয়টি প্রার্থনা করেছিলেন, তার প্রকৃত অবস্থা জানা গেল।

---

৪৬ এখানে নাবী ﷺ ঐ সমস্ত পথ ও রীতিনীতির প্রতি ইংগিত করেছেন, যা মানব জাতির জন্য আল্লাহর নির্ধারিত দীনের পরিপন্থী।

৪৭ অর্থাৎ তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের অনুসরণ করবে। এ ব্যাপারে নাবী ﷺ যে সংবাদ দিয়েছেন, এই উম্মতের মধ্যে বাস্তবেও তাই হয়েছে। এই উম্মাতের লোকেরা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের আচার-আচরণ ও সভ্যতাকে নিজেদের পথ বানিয়েছে।

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حذو القذة بالقذة حَتَّى لَوْ دخلوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدخلتمُوهُ قالوا: يَا رسول الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. قَالَ: فَمَنْ؟»

“তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের পদে পদে অনুসরণ করবে। এমনকি তারা যদি দব্ব (সান্ডা) এর গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে। ছাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রসূল! পূর্ববর্তী উম্মাত দ্বারা আপনি কি ইয়াহূদ ও নাসারা বুঝাচ্ছেন? তিনি বললেন: তবে আর কারা? ছ্বহীহঃ বুখারী হা/৭৩২০, ৩৪৫৬, মুসলিম হা/২৬৬৯।

৩) আরো জানা গেল যে ছাহাবায়ে কেরামগণ শিরক করেননি।

৪) ছাহাবীগণ এই জন্য যাতু আনওয়াত বা বরকত ওয়ালা গাছ প্রার্থনা করেননি যে, তারা এর ইবাদত করবেন। বরং তারা এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চেয়েছিলেন এ কথা ভেবে যে, আল্লাহ তা পছন্দ করেন।

৫) ছাহাবায়ে কেরামগণই যদি এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকেন, তাহলে অন্য লোকেরা তো এ ব্যাপারে আরো বেশী অজ্ঞ থাকবে।

৬) ছাহাবায়ে কেরামের জন্য যে অধিক ছাওয়াব দান ও গুনাহ মাফের ওয়াদা রয়েছে, অন্যদের ব্যাপারে তা নেই।

৭) শিরকের ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামের অজ্ঞতার অযুহাত গ্রহণ করেননি[৪৮]। বরং তাদের কথার শক্ত জবাব এ কথার মাধ্যমে দিয়েছেন:

«اللَّهُ أَكْبَرُ إِنَّهَا السُّنَنُ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

---

৪৮. শিরকের ব্যাপারে অজ্ঞতার অযুহাত তথা না জেনে না বুঝে কেউ শিরকে লিপ্ত হলে অজ্ঞতার অযুহাত গ্রহণ করা হবে কি না? এ ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। গ্রন্থকারের বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, শিরকের ব্যাপারে অজ্ঞতার কোন অযুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। অপরপক্ষে সুবিখ্যাত আলেমে দীন মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীনসহ অন্যান্য আলিমের মতে অন্যান্য পাপ কাজের মতই শিরকের ব্যাপারে অজ্ঞতার অযুহাত গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ না জেনে না বুঝে কেউ শিরকে লিপ্ত হলে সে ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত। তারা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অজ্ঞতার অযুহাত গ্রহণ করেছেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি যদি তাদের অযুহাত গ্রহণ না করতেন, তাহলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতেন এবং মুরতাদ হিসাবে সাব্যস্ত করে তাওবা করার নির্দেশ দিতেন ও কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে নতুনভাবে ইসলামে প্রবেশ করার হুকুম করতেন।

তবে বিনা শর্তে এ বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যে সমাজে তাওহীদের শিক্ষা বিদ্যমান এবং যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেছে, তারা যদি শিরক করে, তাহলে তাদের কোন রক্ষা নেই। তাদের অজ্ঞতার অযুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। আর এ হাদীছে সে সমস্ত ছাহাবীর কথা বলা হয়েছে, তারা ছিলেন নব মুসলিম। তাই সম্ভবতঃ তাদের অজ্ঞতার অযুহাত গ্রহণ করা হয়েছে। তা ছাড়া তারা কেবল বরকত ওয়ালা গাছ নির্ধারণ করার আবেদন করেছিলেন। তা থেকে বরকত গ্রহণ করেছেন- এমনটি প্রমাণিত নয়।

"আল্লাহু আকবার! নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী লোকদের নীতি। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের নীতি অনুসরণ করছো।" উপরোক্ত তিনটি কথা দ্বারা বিষয়টি অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

৮) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ছাহাবায়ে কেরামের দাবি মূলত মূসা আলাইহিস সালামকে এর কাছে বনী ইসরাইলের লোকদের দাবির মতই ছিল। বনী ইসরাঈলের লোকেরা মূসা (আলাইহিস সালাম) কে বলেছিল: আমাদের জন্য একটি মা'বূদ বানিয়ে দাও।

৯) তাদের দাবি মুতাবেক বরকত গ্রহণের জন্য মা'বূদ নির্ধারণ না করে দেয়া "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মর্মার্থের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়টি অতিসূক্ষ্ম হওয়ার কারণে কতক ছাহাবীর নিকট তা অস্পষ্ট ছিল।

১০) বিনা প্রয়োজনে শপথ করা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তিনি বিশেষ প্রয়োজনে শপথ করতেন। এখানে তিনি ছাহাবীদের একটি আবেদনের জবাব দিতে গিয়ে শপথ করেছেন।

১১) শিরকের মধ্যে 'আকবার-বড়' ও 'আসগর-ছোট' রয়েছে। হুনাইনের পথে ছাহাবীগণ যে দাবি করেছিলেন, তা ছিল শিরকে আসগরের পর্যায়ভুক্ত। এ জন্যই তারা তাদের সেই কথার কারণে মুরতাদ হয়ে যাননি।

১২) "আমরা কুফরী যমানার খুব কাছাকাছি ছিলাম" অর্থাৎ আমরা সবেমাত্র মুসলমান হয়েছিলাম, এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন না।

১৩) আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যারা 'আল্লাহু আকবার' বলা পছন্দ করে না, এটা তাদের বিরুদ্ধে একটি দলীল।

১৪) শিরক ও পাপাচারের পথ বন্ধ করার গুরুত্ব জানা গেল।

১৫) জাহেলী যুগের লোকদের অনুসরণ ও সাদৃশ্য করা নিষেধ।

১৬) শিক্ষাদানের সময় প্রয়োজন বোধে রাগ করা জায়েয।

১৭) إنها السنن "এটা পূর্ববর্তী লোকদের নীতি" এ বাণী একটা সাধারণ নীতি।

১৮) রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সংবাদ দিয়েছেন, বাস্তবে তাই ঘটেছে। এটা নবুওয়াতের অন্যতম নিদর্শন।

১৯) কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের চরিত্র সম্পর্কে যেসব দোষ-ত্রুটির কথা বলেছেন, তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যই বলেছেন।

২০) ছাহাবীদের কাছে এই কথা সুসাব্যস্ত ছিল যে, আল্লাহ ও তার রসূলের নির্দেশের উপর ভিত্তি করেই ইবাদত করতে হবে। এখানে ঐ সমস্ত প্রশ্নের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা কবরের মধ্যে করা হবে। কবরে জিজ্ঞেস করা হবে,

(ক) তোমার প্রভু কে? এটি একটি সুস্পষ্ট প্রশ্ন।

(খ) তোমার নাবী কে? এই প্রশ্নগুলো ঐসব গায়েবের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে জানিয়েছেন। কেননা কবরে কী প্রশ্ন করা হবে এ কথা নাবী ছাড়া কেউ বলতে পারে না।

(গ) তোমার দীন কী ছিল? এ কথা তাদের إجعل لنا آلهة আমাদের জন্যও ইলাহ ঠিক করে দিন। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন করা হবে। অর্থাৎ তোমার দীন তো শিরক করার নির্দেশ দেয়নি তাহলে তোমাকে কোন দীন শিরকের নির্দেশ দিল?

২১) মুশরিকদের রীতি-নীতির মত আহলে কিতাবের অর্থাৎ আসমানী কিতাব প্রাপ্তদের রীতি-নীতিও দোষনীয়।

২২) বাতিল আক্বীদাহ ছেড়ে দেয়ার পরও পূর্বের বাতিল 'আক্বীদাহ'র কিছু ছাপ (কিছু শিরক-বিদ'আত) বাতিল পরিত্যাগকারীর অন্তরে থেকে যাওয়া অবাস্তব নয়। ونحن حدثاء عهد بكفر আমরা কুফরী যুগের খুব নিকটবর্তী ছিলাম বা নতুন মুসলমান ছিলাম, ছাহাবীদের এ কথার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

অধ্যায়: ৯

আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করার বিধান

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

"তুমি বলো, আমার ছ্বলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ, সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তার কোন শরীক নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম আনুগত্যশীল"।[৪৯] *(সূরা*

৪৯ হাফেয ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নাবী ﷺ কে আদেশ দিচ্ছেন, যেসব মুশরিক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে পশু যবাই করে, তিনি যেন তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, তিনি কেবল আল্লাহর জন্যই ইখলাসের সাথে স্বীয় ছ্বলাত আদায় ও কুরবানী করেন। অপর পক্ষে মুশরিকরা মূর্তি পূজা করে, মূর্তির জন্য যবেহ করে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবীকে মুশরিকদের বিপরীত করার আদেশ দিয়েছেন এবং মুশরিকদের শির্ক ও বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে আরো আদেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন খাঁটি নিয়্যাতে এবং ইখলাসের সাথে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করেন।

আন'আম: ১৬২-১৬৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

"তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে ছ্বলাত পড়ো এবং কুরবানী করো"।[৫০] *(সূরা কাউছার: ২)*

আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারটি বিষয়ে আমাকে অবহিত করেছেন:

তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়ার পর পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত হচ্ছে ইসলামের সর্ববৃহৎ ফরয ইবাদত।

আমার বেঁচে থাকা ও আমার মৃত্যু বরণ করা আল্লাহর জন্যই। অর্থাৎ জীবিত থাকা কালে আমি যেই সৎ আমল করি এবং যেই ঈমান ও আমল নিয়ে আমি মৃত্যু বরণ করবো, তার সবই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। খালেসভাবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই সম্পাদন করি। তাতে তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এই আদেশই করা হয়েছে। আর আমিই হচ্ছি সর্বপ্রথম মুসলিম। অর্থাৎ এই উম্মতের সর্বপ্রথম মুসলিম হলাম আমি। এটিই হচ্ছে মুফাসসিরীনে কেরামদের কথা।

মোটকথা, উপরের আয়াতটি প্রমাণ করে যে, বান্দার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল কথা ও কাজের কোনো অংশই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা বৈধ নয়। সে যেই হোক না কেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইবাদাতের কোন অংশ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য নির্ধারণ করল, সে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ শির্কেই লিপ্ত হল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ঠিকভাবে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সূরা ইউনূস: ১০৫)

সম্পূর্ণ কুরআনেই ইবাদাতের ক্ষেত্রে এই তাওহীদকে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তাতে তাওহীদের পূর্ণ বিবরণ পেশ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়; শির্ককে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে এবং শির্কের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

৫০ এ দু'টি এমন ইবাদত, যা বান্দাকে আল্লাহর নিকটে পৌঁছিয়ে দেয়, বান্দাকে বিনয়ী করে, আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী করে, আল্লাহ্ সম্পর্কে ভাল ধারণা করার প্রতি উৎসাহিত করে, বান্দার বিশ্বাসকে মজবুত করে এবং আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়নের আশ্বাসে বান্দার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। অহংকারী এবং আল্লাহর দ্বীন প্রত্যাখ্যানকারী ও তা থেকে বিমুখরা এর বিপরীত। তারা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য ছ্বলাত আদায়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না এবং দারিদ্রের ভয়ে তারা আল্লাহর জন্য কুরবানী করে না।

«لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ»

"যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করে তার উপর আল্লাহর লা'নত। যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত। যে ব্যক্তি কোনো বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহর লা'নত। যে ব্যক্তি যমীনের সীমানা পরিবর্তন করে, তার উপর আল্লাহর লা'নত"।[৫১]

তারিক ইবনে শিহাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«دَخَلَ الجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ» , قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ مَرَّ رَجُلانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شيئًا، فَقَالُوا لأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ، قالَ: لَيْسَ عَنْدِي شيءٌ أُقَرِّبُ، قَالُوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا، فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ. وَقَالُوا لِلآخَرِ: قَرِّبْ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقَرِّبَ لأَحَدٍ شيئًا دُونَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَضربُوا عُنُقَهُ، فَدَخَلَ الجَنَّةَ»

"এক ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। আর এক ব্যক্তি একটি মাছির কারণে জাহান্নামে গিয়েছে। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, এমনটি কিভাবে হলো? তিনি বললেন: দু'জন লোক এমন

---

৫১ ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৭৮, অধ্যায়: আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য পশু যবেহ করা হারাম। গাইরুল্লাহর নামে (আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে) যবেহ দুইভাগে বিভক্ত:

প্রথম প্রকার: নৈকট্যলাভ ও সম্মানের জন্য গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করা। এটা শিরকে আকবার (বড় শিরক), যা মিল্লাত (ইসলাম) থেকে মানুষকে বের করে দেয়।

দ্বিতীয় প্রকার: আনন্দ ও আপ্যায়নের কারণে গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করা। এটা যা মানুষকে মিল্লাত (ইসলাম) থেকে বের করে দেয় না। বরং এটা প্রচলিত রীতির অন্তর্ভুক্ত, যা কখনো কখনো কাংখিত বিষয়ও বটে। এ ব্যাপারে মূলকথা হচ্ছে তা বৈধ। যদি সুলতান দেশে প্রবেশ করে, তখন আমরা তাদের জন্য যবেহ করি। যদি তাতে নৈকট্য (সওয়াব) লাভ বা সম্মানের জন্য হয়ে থাকে, তবে তা শিরকে আকবার বা বড় শিরক। কিন্তু যদি আপ্যায়ন বা আতিথেয়তার জন্য করা হয়ে থাকে, এরপর রান্না করা হয় এবং খাওয়া হয় তবে তা হবে আপ্যায়নের মধ্যে বিবেচিত। আর এটি শিরক নয়। [আল ক্বওলুল মুফীদ ১/২১৪]।

একটি গোত্রের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, যাদের একটি মূর্তি ছিল। উক্ত মূর্তির জন্য কোন কিছু উৎসর্গ না করে কেউ সে স্থান অতিক্রম করতো না। উক্ত কওমের লোকেরা দু'জনের একজনকে বললো, 'মূর্তির জন্য তুমি কিছু নযরানা পেশ করো'। সে বললো, 'নযরানা দেয়ার মত আমার কাছে কিছুই নেই। তারা বলল, 'অন্ততঃ একটি মাছি হলেও নযরানা স্বরূপ দিয়ে যাও'। অতঃপর সে একটা মাছি মূর্তিকে উপহার দিল। তারা লোকটির পথ ছেড়ে দিল। এর ফলে সে জাহান্নামে গেল।[৫২] অপর ব্যক্তিকে তারা বললো, "মূর্তিকে তুমিও কিছু নযরানা দিয়ে যাও। সে বলল: 'একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নৈকট্য লাভের জন্য আমি কাউকে কোন নযরানা দেই না। এর ফলে তারা তার গর্দান উড়িয়ে দিল। এতে সে জান্নাতে প্রবেশ করল"।[৫৩]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়

১) قل إن صلاتي ونسكي -এর তাফসীর জানা গেল।

২) فصل لربك وانحر -এর তাফসীরও জানা গেল।

---

৫২ যে ব্যক্তি মূর্তির জন্য একটি মাছি কুরবানী করেছিল, তার পরিণতি যদি এমন হয়ে থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি উট, গরু এবং ছাগল মোটা তাজা বানায় এবং সেগুলোকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য বস্তু যেমন মৃত অথবা অনুপস্থিত অলী-আওলীয়া, কিংবা তাগুত, মাজার, গাছ, পাথর অথবা অনুরূপ বস্তুর ইবাদত করে এবং তার জন্য পশু যবেহ করে, তার পরিণতি কেমন হবে? অবশ্যই আরো অধিক ভয়াবহ হবে।

উম্মতে মুহাম্মাদীর আখেরী যামানায় মুসলিম পরিচয় ধারণকারী অনেক মুশরিক রয়েছে, যারা তাদের বাতিল মাবুদদের জন্য যবেহ করাকে ঈদুল আযহার দিন কুরবানীর চেয়ে অধিক উত্তম মনে করে। তাদের কেউ কেউ ঈদুল আযহায় কুরবানী যবেহ করার পরিবর্তে অলী-আওলীয়ার মাজার ও দরগায় পশু যবেহ করাকে যথেষ্ঠ মনে করে। তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য যে সব বস্তুর ইবাদত করে ঐ সকল বস্তুর প্রতি তাদের প্রবল আগ্রহ থাকার কারণে, সেগুলোকে অত্যাধিক সম্মান করার কারণে এবং তাদের কাছ থেকে কল্যাণ কামনার কারণেই তারা এরূপ করে থাকে। শুধু তাই নয়, এর চেয়ে অধিক ভয়াবহ শির্কও বর্তমানে ছড়িয়ে পড়েছে।

৫৩ ছ্বহীহ মওকুফ: মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ১০/৯৯, হা/৩৩৭০৯, বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান ৫/৪৮৫, আহমাদ ২/৭৫। হাদীছের এ অংশ থেকে জানা যাচ্ছে যে, ঈমানদারদের অন্তরে শির্কের ভয়াবহতা অত্যন্ত বড় ও বিপদজনক বলে অনুভূত হয় এবং তারা শির্ককে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে।

৩) অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছের শুরুতেই গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে পশু যবেহকারীর উপর লা'নত বর্ষণ করা হয়েছে।

৪) যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়, তার উপর আল্লাহর লা'নত। এর মধ্যে এ কথাও নিহিত আছে যে, তুমি কোন ব্যক্তির পিতা-মাতাকে অভিশাপ দিলে সেও তোমার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দিবে।

৫) যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে অথবা অপরাধীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহর লা'নত। বিদ'আতী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে দীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় আবিষ্কার কিংবা এমন কোন অপরাধ করে, যাতে আল্লাহর কোন নির্ধারিত শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যায়। এর ফলে সে এমন ব্যক্তির আশ্রয় চায়, যে তাকে উক্ত অপরাধের শাস্তি হতে রেহাই দিতে পারে।

৬) যে ব্যক্তি যমীনের সীমানা নির্ধারণের চিহ্ন (খুটি বা অন্য কোনো আলামত) পরিবর্তন করে, তার উপর আল্লাহর লা'নত। এটা এমন আলামত বা নিশানা, যা তোমার এবং তোমার প্রতিবেশীর যমীনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। এটা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে, তার নির্ধারিত স্থান থেকে সীমানা এগিয়ে আনা অথবা পিছনে নিয়ে যাওয়া।

৭) নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর লা'নত এবং সাধারণভাবে পাপীদের উপর লা'নতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

৮) এ অধ্যায়ে বর্ণিত বিরাট ঘটনাটি মাছির ঘটনা হিসাবে পরিচিত।

৯) মূর্তির (মাজারের বা দর্গার) উদ্দেশ্যে একটি মাছি নযরানা হিসাবে পেশ করার কারণে লোকটি জাহান্নামে প্রবেশ করল। অথচ মূর্তির সন্তুষ্টি কিংবা নৈকট্য অর্জনের ইচ্ছা ছিল না। মূর্তি বা মাজারের খাদেমদের অনিষ্ট হতে বাঁচার উদ্দেশ্যেই সে মাছিটি নযরানা হিসাবে মূর্তিকে দিয়ে শিরকী কাজটি করেছিল।

১০) এ অধ্যায়ে বর্ণিত মাছির ঘটনা থেকে জানা গেল যে, মুমিনের অন্তরে শিরক ও শিরকের ভয়াবহ পরিণামের কথা সদা জাগ্রত থাকে। এখান থেকে আরো জানা গেল যে, নিহত ব্যক্তি তাদের দাবির কাছে নতি স্বীকার না করে

নিহত হয়ে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। অথচ তারা তার কাছে কেবলমাত্র বাহ্যিক আমল ছাড়া আর কিছুই দাবি করেনি।[৫৪]

১১) মাছির কারণে যে ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে সে ছিল একজন মুসলিম। সে যদি কাফের হত তাহলে এ কথা বলা হত না যে, دخل النار في ذباب "একটি মাছির কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে"। অর্থাৎ মূর্তির উদ্দেশ্যে মাছি পেশ করার পূর্বে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য ছিল।

১২) এতে ঐ ছ্বহীহ হাদিছের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে, الجنة اقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك "তোমাদের কারো জুতার ফিতার চেয়েও জান্নাত অধিক নিকটবর্তী। জাহান্নামও তদ্রুপ নিকটবর্তী।"

১৩) এটা জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, অন্তরের আমলই মূল উদ্দেশ্য। এমনকি মূর্তি পূজারীদের কাছেও এ কথা স্বীকৃত।

অধ্যায়: ১০

যে স্থানে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা হয়, সে স্থানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা শরী'আত সম্মত নয়।[৫৫]

---

৫৪. শাইখ মুহাম্মদ বিন ছ্বলিহ আল উছাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: একটি তুচ্ছ অখাদ্য হওয়া সত্ত্বেও তা দ্বারা মূর্তির নৈকট্য লাভের নিয়্যাত করার কারণে সে মুশরিক হয়েছে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। দেখুন: আল কাউলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ

৫৫ বিপ্লবী সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রহিমাহুল্লাহ) এর তাওহীদী আন্দোলনের পূর্বে নজদ এবং অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা যে সমস্ত শির্কী কাজ-কর্মে লিপ্ত ছিল লেখক এখানে ঐ সমস্ত শির্কী কাজ-কর্মের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। নজদের লোকেরা তখন তাদের রোগীদের আরোগ্য লাভের জন্য জিনের জন্য পশু যবেহ করত। জিনদের জন্য পশু যবেহ করার জন্য তারা তাদের ঘরের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি স্থান নির্ধারণ করে রাখত। শাইখের দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা শির্কের মূলোৎপাটন করেছেন। দ্বীনের এই যুগশ্রেষ্ঠ দাঈ এককভাবে আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি যেই দাওয়াত দিয়েছেন, সেই দাওয়াতের বরকতে আরব ভূখন্ড থেকে শির্ক, বিদআত ও আকীদার বিভ্রান্তির অবসান ঘটেছে। এ জন্য আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি এবং তার কাছেই কৃতজ্ঞতা পেশ করছি।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾

"তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে তাক্বওয়ার উপর প্রথম দিন থেকেই, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতা অর্জন করাকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন"।[৫৬] *(সূরা আত তাওবা: ১০৮)*

---

৫৬ যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেই মসজিদটিতে ইবাদাতের জন্য দাঁড়ানোই তোমার পক্ষে অধিকতর সমীচীন। সেখানে এমন লোক আছে যারা পাক-পবিত্র থাকা পছন্দ করে এবং আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন। এটি হচ্ছে কুবা মসজিদ। নাবী ﷺ মক্কা হতে হিজরত করে মদীনায় পদার্পন করেই তাকওয়ার ভিত্তির উপর এই মসজিদটি নির্মাণ করেছেন।

তাবুক যুদ্ধে বের হওয়ার পূর্বে মুনাফেকরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য বাহ্যিকভাবে মসজিদে যিরার নির্মাণ করল। নাবী ﷺ যখন তাবুক যুদ্ধে বের হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, তখন মুনাফেকদের একটি দল তাঁর কাছে প্রস্তাব করল: হে আল্লাহর রসূল! বৃষ্টি ও শীতের রাতে আমাদের দূর্বল ও বৃদ্ধদের পক্ষে আপনার মসজিদে এসে ছ্বলাত আদায় করা কষ্টকর। তাই আমরা তাদের জন্য আমাদের মহল্লায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি গিয়ে সেখানে ছ্বলাত পড়ে মসজিদটি উদ্বোধন করে দিলেই সেটির বৈধতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। নাবী ﷺ তখন বললেন: আমি এখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত আছি। আল্লাহর ইচ্ছায় যখন ফেরত আসব, তখন যাবো। এভাবে মূলত তাদের সাথে একটা মৌখিক অঙ্গীকার হয়ে গেল।

তাবুকের পথে রওয়ানা হওয়ার পর এ মুনাফিকরা উক্ত মসজিদে নিজেদের জোট গড়ে তুলতে এবং ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগলো।

এমনকি তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, রোমানদের হাতে মুসলমানদের মুলোৎপাটনের সাথে সাথেই আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মাথায় রাজ মুকুট পরিয়ে দেবে। কিন্তু তাবুকে যা ঘটলো তাতে তাদের সে আশার গুড়ে বালি পড়লো। ফেরার পথে নাবী ﷺ যখন মদীনার নিকটবর্তী "যী আওয়ান" নামক স্থানে পৌছলেন এবং মদীনায় প্রবেশ করতে মাত্র একদিনের রাস্তা কিংবা তার চেয়েও কম রাস্তা বাকী থাকল, তখন মসজিদটির আসল খবরসহ অহী আগমণ করল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবীকে মসজিদটি নির্মাণের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। তিনি তখনই কয়েকজন লোককে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। তাদেরকে দায়িত্ব দিলেন, তিনি মদীনায় ফেরত আসার আগেই যেন তারা যিরার মসজিদটি ভেংগে ধুলিসাৎ করে দেন।

ছাবিত বিন যাহ্হাক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ » قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ » قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ؟ : «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»

এক ব্যক্তি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট কুরবানী করার মানত করল। তখন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, সেই স্থানে এমন কোনো মূর্তি ছিল কি, জাহেলী যুগে যার পূজা করা হতো? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, ‘না’। তিনি বললেন, সেই স্থানে কি তাদের কোন উৎসব বা মেলা অনুষ্ঠিত হতো? তারা বললেন, ‘না’ অর্থাৎ এমন কিছু হতো না তখন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তাহলে তুমি তোমার মানত পূর্ণ করো। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর নাফরমানী মূলক কাজে মানত পূর্ণ করা যাবে না। আদম সন্তান যা করতে সক্ষম নয় তেমন মানতও পূরণ করা আবশ্যক নয়”। [ছহীহ: সুনানে আবু দাউদ হা/৩৩১৩।]

এ অধ্যায় থেকে যে সব বিষয় জানা যায় তা নিম্নরূপ:

শিরোনামের সাথে সূরা তাওবার ১০৭ নং আয়াতের সামঞ্জস্য এভাবে করা হয়েছে যে, যে সমস্ত স্থান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করার জন্য এবং অন্যান্য শির্কী কাজ-কর্মের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, সে সমস্ত স্থানে আল্লাহর জন্য পশু যবেহ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। তেমনি মুনাফিকদের যিরার মসজিদটি যেহেতু আল্লাহর নাফরমানী এবং কুফরীর আড্ডা হিসাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, তাই সেটি আল্লাহর গযবের স্থানে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তাতে ছলাত পড়া বৈধ নয়। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নাবীকে সেখানে ছলাত পড়তে নিষেধ করেছেন। যদিও আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নাবীকে নির্দিষ্ট একটি স্থানে (যিরার মসজিদে) প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু নিষেধাজ্ঞার হুকুম আম তথা ব্যাপক। সে হিসাবে যে সমস্ত স্থান যেমন মাজার, দর্গা ইত্যাদি যিরার মসজিদের মত পাপ কাজের জন্য প্রস্তুত করা হবে, সেগুলোর হুকুম যিরার মসজিদের অনুরূপ। কেননা পাপকাজ সেই স্থানকে অপবিত্র বানিয়ে ফেলেছে এবং তাতে আল্লাহর ইবাদত করা হতেও বারণ করা হয়েছে।

১) সূরা আত তাওবার ১০৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানা গেল। যে সমস্ত স্থানে পাপ কাজ হয়, সেখানে আল্লাহর ইবাদতের জন্য দাঁড়ানো যাবে না।

২) যে যমীনে শিরক এবং অন্যান্য পাপের কাজ করা হয় সে যমীনে পাপ কাজের প্রভাব পড়তে পারে। তেমনি যে যমীনে আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করা হয় তাতেও ভাল কাজের প্রভাব পড়ে।

৩) দুর্বোধ্যতা দূর করার জন্য কঠিন বিষয়কে সুস্পষ্ট ও সহজ বিষয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত।

৪) প্রয়োজন বোধে মুফতী বিস্তারিত বিবরণ প্রশ্নকারীর কাছে চাইতে পারেন।

৫) মানতের মাধ্যমে কোনো স্থানকে খাস করা কোন দোষের বিষয় নয়, যদি তাতে শরী'আতের কোনো বাধা না থাকে।

৬) জাহেলী যুগের মূর্তি থাকলে তা দূর করার পরও সেখানে মানত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৭) কোনো স্থানে জাহেলী যুগের কোনো উৎসব বা মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে, তা বন্ধ করার পরও সেখানে মুসলমানদের মানত করা নিষিদ্ধ।

৮) এসব স্থানের মানত পূরণ করা জায়েয নয়। কেননা এটা পাপ কাজের মানত।

৯) মুশরিকদের উৎসব বা মেলার সাদৃশ্য করা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। যদিও তাদের অনুসরণ করার উদ্দেশ্য না থাকে।

১০) পাপের কাজে কোনো মানত করা যাবে না।

১১) যে জিনিস আদম সন্তানের মালিকানাধীন নয়, তা মানত করা সঠিক নয়।

অধ্যায়: ১১

আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে মানত (النذر) করা শিরক

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾

"তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূর প্রসারী"। *(সূরা আদ দাহার: ৭)* আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন:

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾

" যা কিছু তোমরা খরচ কর আর যা কিছু মানত কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন" *(সূরা আল বাকারা: ২৭০)*

ছ্বহীহ বুখারীতে আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ»

"যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে মানত করে, সে যেন তা পূরণ করার মাধ্যমে তার আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মানত করে সে যেন তার নাফরমানী না (মানত যেন পূরণ না করে) করে।"[৫৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৬৯৬।

---

৫৭ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: মানত যেহেতু একটি ইবাদত; তাই মূর্তি, চন্দ্র, সূর্য, কবর-মাজার এবং অনুরূপ বস্তুর জন্য তা করা শির্ক। তিনি আরো বলেন: যে ব্যক্তি কোনো কবর বা মাজারকে আলোকিত করার জন্য বাতি মানত করল এবং মুশরিকদের ন্যায় বলল যে অমুক কবর বা মাজার মানত কবুল করে, সকল উম্মতের ঐক্যমতে তার এই মানত পাপ কাজের মানতের অন্তর্ভুক্ত। এই মানত পূর্ণ করা জায়েয নয়। এমনি যে ব্যক্তি কবর ও মাজারের খাদেমদের জন্য কিংবা তাতে অবস্থানকারীদের জন্য টাকা-পয়সা মানত করল, সেও অন্যায় ও পাপের কাজ করল। কেননা কবর ও মাজারের খাদেমদের মধ্যে এবং লাত, মানাত ও উয্যার খাদেমদের মধ্যে এক বিরাট সাদৃশ্য রয়েছে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) নেক কাজের মানত পূরণ করা ওয়াজিব।

২) মানত যেহেতু আল্লাহর ইবাদত হিসাবে প্রমাণিত, তাই আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে মানত করা শিরক।

৩) আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজে মানত পূরণ করা জায়েয নয়।

১২তম অধ্যায়:

আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক।[৫৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

পূর্বযুগে লাত, মানাত ও উয্যার খাদেমরা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করতো এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখতো। এমনি বর্তমান কালের মাজারের খাদেমদের মধ্যে ঐ সমস্ত লোকদের সাদৃশ্য রয়েছে, যাদের ব্যাপারে ইবরাহীম আ. বলেছিলেন,

﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ﴾

"এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা ইবাদত করছ? তারা বলল: আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এদের ইবাদত করতে দেখেছি"। (সূরা আম্বীয়া: ৫২-৫৩)

সুতরাং কবর ও মাজারের খাদেম এবং তাতে অবস্থানকারীদের জন্য মানত করা গুনাহ্র কাজ। এমনি কবর ও মাজারের খাদেমদের জন্য মানত করা খ্রিষ্টানদের গীর্জার পরিচর্যাকারীদের এবং তথায় অবস্থানকারীদের জন্য মানত করার মতই।

৫৮. তবে সৃষ্টির নিকট ঐ সব বিপদে আশ্রয় কামনা করা জায়েয আছে, যে বিষয়ের উপর সে ক্ষমতাবান। এ ধরনের আশ্রয় গ্রহণ করা শিরক নয়। এ কথার দলীল হচ্ছে, নাবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিৎনার কথা উল্লেখ পূর্বক বললেন: সুতরাং যে ব্যক্তি তা হতে আশ্রয় স্থল পাবে সে যেন তার আশ্রয় গ্রহন করে। (বুখারী ও মুসলিম) যদি আমার নিকট কোন ডাকাত উপস্থিত হয় এবং আমি এমন কোন ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করি যে আমাকে তাদের হাত থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম তবে এতে কোনই দোষ নেই।

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾

"মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোক কতিপয় জিনের কাছে আশ্রয় চাচ্ছিল। এর ফলে তারা জিনদের অহমিকা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।" *(সূরা আল জিন: ৬)*

খাওলা বিনতে হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ لَمْ يَضرَّهُ شيءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো মঞ্জিলে যাত্রা বিরতি করে এ দু'আ পাঠ করবে:

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"আমি আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ কালামের মাধ্যমে তার সৃষ্টির সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ মঞ্জিল ত্যাগ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।[৫৯]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) সূরা জিনের ৬ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল।

৫৯. ছ্বহীহ: মুসলিম হা/২৭০৮, ইবনে মাজাহ হা/৩৫৪৭, তিরমিযী হা/৩৪৩৭, আবু দাউদ হা/৩৮৯৮, অধ্যায়: কিভাবে ঝাড়-ফুঁক করতে হবে। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: শাইখের তাহকীকসহ মিশকাতুল মাসাবীহ, হা/২৪২২।

২) আল্লাহ ব্যতীত অন্যের আশ্রয় চাওয়া শিরকের মধ্যে গণ্য।

৩) এ অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছের মাধ্যমে আলিমগণ এ বিষয়ের উপর দলীল পেশ করেছেন যে, কালিমাতুল্লাহ (আল্লাহর কালাম) মাখলুকের তথা সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং আল্লাহর কালাম আল্লাহর সিফাতের মধ্যে শামিল। তাই আলিমগণ বলেছেন: 'মাখলুকের কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক।

৪) সংক্ষিপ্ত হলেও উক্ত দু'আর ফযীলত অর্থাৎ

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

পাঠ করার আরো অনেক ফযীলত রয়েছে।

৫) কোন বস্তু দ্বারা পার্থিব উপকার হাসিল করা এবং কোন অনিষ্ট থেকে বেঁচে যাওয়া এ কথা প্রমাণ করে না যে, তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

অধ্যায়: ১৩

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে ফরিয়াদ করা অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দু'আ করা শিরক।[৬০]

আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউনূসের ১০৬ ও ১০৭ নং আয়াতে বলেন:

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

"আল্লাহ ছাড়া এমন কোন মা'বূদকে ডেকো না, যে তোমার কোন উপকার করতে পারবে না এবং ক্ষতিও করতে পারবে না। যদি এমন কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন, তাহলে একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করতে চান, তাহলে কেউ তার অনুগ্রহকে প্রতিহত করতে পারে না। স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান, তাকেই তিনি স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন; তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু"। *(সূরা ইউনূস: ১০৬ -১০৭)*

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন:

---

৬০. সৃষ্টির নিকট এমন বিষয়ে ফরিয়াদ করা এবং সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক, যে বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ করার ক্ষমতা রাখে না। আর তা এজন্য যে, যার নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা হয়েছে সে সম্ভবত মৃত্যুবরণ করেছে অথবা অনুপস্থিত রয়েছে। যেমন কেউ মৃত ব্যক্তির নিকট ফরিয়াদ করে এই উদ্দেশ্যে যে, সে তার বিপদ দূর করবে অথবা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ডাকে যাতে করে সে তাকে আরোগ্য দান করে। অথবা যে বিষয়ে অপরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা হয়েছে সে বিষয়ে মূলত আল্লাহ ব্যতীত অপর কেউ কোনো ক্ষমতা রাখে না। যেমন কেউ যদি উপস্থিত জীবিত ব্যক্তির নিকট বৃষ্টি বর্ষনের জন্য ফরিয়াদ করে। এগুলো সবই বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। তবে মাখলুকের নিকটে এমন বিষয়ে সাহায্য তলব এবং ফরিয়াদ করা বৈধ, যা করার ক্ষমতা সে রাখে। যেমন কোন ব্যক্তি স্বীয় সাথীদের সাহায্য গ্রহন করল কিংবা যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে শত্রুদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সাথীদের কাছে ফরিয়াদ করল এবং তাদের নিকট আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করল। এ সব বিষয় শিরক নয়। কারণ এ সকল ক্ষেত্রে মানুষ পরস্পর সাহায্য-সহযোগীতা করার ক্ষমতা রাখে।

﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾

"অতএব আল্লাহর কাছে রিযিক চাও এবং তারই ইবাদত করো"। *(সূরা আনকাবুত: ১৭)* আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেন,

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾

"তার চেয়ে অধিক ভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছাড়া এমন কাউকে ডাকে, যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না। তারা তো তাদের দু'আ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রুতে পরিণত হবে এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে"। *(সূরা আহকাফ: ৫-৬)* আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

বলো তো কে অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন ও তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন? সুতরাং আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর। বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তার অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তার অনেক উর্ধ্বে। *(সূরা আন নামল: ৬২)*

ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – مُنَافِقٌ يُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ؟ : «إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ باللهِ».

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে এমন একজন মুনাফিক ছিল, যে মুমিনদেরকে কষ্ট দিত। তখন ছাহাবীদের কেউ কেউ বলতে

লাগলেন, চল! আমরা এ মুনাফিকের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আশ্রয় চাই। নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন,

«إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ»

"আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে হবে"।"[৬১]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১) প্রথমে দু'আ উল্লেখ করার পর ইস্তেগাছা (ফরিয়াদ) উল্লেখ করা عام কে (সাধারণ বস্তুকে) خاص এর (নির্দিষ্ট বস্তুর) পূর্বে উল্লেখ করার অন্তর্ভুক্ত।

২) ﴿ولا وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ "আল্লাহ ছাড়া এমন কোন মা'বূদকে ডেকো না, যে তোমার কোন উপকার করতে পারবে না এবং ক্ষতিও করতে পারবে না" -আল্লাহর এ বাণীর তাফসীর জানা গেল।

৩) আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে ফরিয়াদ করা বা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকা 'শিরকে আকবার বা বড় শিরক।'

৪) সব চেয়ে নেককার বান্দাও যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ কিংবা ফরিয়াদ করে, তাহলেও সে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫) এর পরবর্তী আয়াত অর্থাৎ ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ এর তাফসীর জানা গেল।

৬) আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ করা কুফরী কাজ হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়াতে এর কোন উপকারিতা নেই। অর্থাৎ কুফরী কাজে কোন সময়

---

৬১. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় মুসনাদে ৫/৩১৭ এবং ইমাম তাবারানী (রহিমাহুল্লাহ) আল-মুজামুল কবীরে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। সনদে ইবনে লাহীয়া থাকার কারণে মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন, তবে অর্থ ছ্বহীহ। দেখুনঃ গইয়াতুল মুরীদ, ড. আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল আযীয আল-আক্বল।

দুনিয়াতে কিছু বৈষয়িক উপকারিতা পাওয়া যায়, কিন্তু গাইরুল্লাহর কাছে দু'আ করার মধ্যে দুনিয়ার উপকারও নেই।

৭) ৩য় আয়াত অর্থাৎ ﴿ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ ﴾-এর তাফসীরও জানা গেল।

৮) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে রিযিক চাওয়া উচিত নয়। যেমনিভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে জান্নাত চাওয়া উচিত নয়।

৯) ৪র্থ আয়াত ﴿وَمَنْ أَضَلُّ﴾ এর তাফসীর জানা গেল।

১০) যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ করে, তার চেয়ে অধিক বড় পথভ্রষ্ট আর কেউ নেই।

১১) আল্লাহ ব্যতীত যার কাছে দু'আ করা হয়, সে দু'আকারীর দু'আ সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না।

১২) مدعو মাদউ' অর্থাৎ যাকে ডাকা হয় কিংবা যার কাছে দু'আ করা হয়, সে দু'আকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে এবং দু'আকারীর জন্য শত্রুতে পরিণত হয়।

১৩) আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ করা তার ইবাদত করার নামান্তর।

১৪) مدعو অর্থাৎ যাকে আহবান করা হয় কিংবা যার কাছে দু'আ করা হয়, ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি তার জন্য সম্পাদিত ইবাদতকে অস্বীকার করবে।

১৫) আর এই বিষয়গুলো অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ করা দু'আকারীর পথভ্রষ্ট হওয়ার সর্বাধিক বড় কারণ।

১৬) পঞ্চম আয়াত أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ এর তাফসীর জানা গেল।

১৭) বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, মূর্তি পূজারীরাও একথা স্বীকার করে যে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাড়া দিতে পারে না। এ কারণেই তারা যখন কঠিন মুছীবতে পতিত হয় তখন ইখলাস বা আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকেই ডাকে।

১৮) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাওহীদের সংরক্ষণ এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে আদব-কায়দা রক্ষা করে চলার বিষয়টি জানা গেল।

অধ্যায়: ১৪
অক্ষমকে আহ্বান করা শিরক

আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾

"তারা কি আল্লাহর সাথে এমন সব বস্তুকে শরীক করে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না? বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট হয়। আর তারা না তাদেরকে কোন

রকম সাহায্য করতে পারে, না নিজেদের সাহায্য করতে পারে"।[৬২] *(সূরা আরাফ: ১৯১-১৯২)*

আল্লাহ তা'আলা নিম্নের বাণী দ্বারা আয়াতগুলোর সূচনা করেছেন,

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾

"তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। রাজত্ব তারই। তার পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা খেজুরের আঁটির উপর যে পাতলা আবরণ থাকে তারও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। ক্বিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। আর আল্লাহর ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না"। *(সূরা ফাতির: ১৩-১৪)*

ছ্বহীহ মুসলিমে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

شُجَّ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – يَوْمَ أُحُدٍ، وَكُسرتْ رَبَاعِيَتُهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟» فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: ١٢٨].

উহুদ যুদ্ধে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঘাত প্রাপ্ত হলেন এবং তার সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুঃখ করে বললেন: সে জাতি কেমন করে সাফল্য লাভ করবে, যারা তাদের

---

৬২ যাদেরকে আহবান করা হচ্ছে, তারা নিজেরাই যেহেতু নিজেদের সাহায্য করতে পারে না, তাই অন্যদেরকে সাহায্য করার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের কাছে মুশরিকদের সাহায্য কামনা করা সম্পূর্ণ বাতিল। যাদেরকে মুশরিকরা সাহায্যের জন্য আহবান করছে, তারা তো আল্লাহর বান্দা ও অনুগত গোলাম, তিনি তাদেরকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর বান্দা কখনই মাবুদ হতে পারে না।

যাদেরকে আল্লাহর শরীক মনে করা হচ্ছে, তারা নিজেরাই নিজেদের কল্যাণ ও সাহায্য করতে সক্ষম নয়। সুতরাং অন্যদেরকে তারা সাহায্য করতে পারবে! কিভাবে এ আশা করা যেতে পারে?

নাবীকে আহত করে। তখন {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} এই আয়াত নাযিল হল। যার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর এ ফায়ছালার ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই"।[৬৩]

ছ্বহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا» بَعْدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ, فَأَنْزَلَ اللهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}.وَفِي رِوَايَةٍ: يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ, وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو, وَالحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ, فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}.

তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ফজরের ছ্বলাতের শেষ রুকু হতে মাথা উঠিয়ে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ বলার পর এ কথা বলতে শুনেছেন «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا» "হে আল্লাহ! তুমি অমুক, অমুক ব্যক্তির উপর তোমার লা'নত নাযিল কর"। তখন এ আয়াত নাযিল হয়, {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} "এ বিষয়ে তোমার কোন এখতিয়ার নেই।" আরেক বর্ণনায় আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা এবং সুহাইল বিন আমর এবং হারিছ বিন হিশামের উপর বদ দু'আ করেন, তখন এ আয়াত {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} নাযিল হয়েছে।[৬৪]

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যখন وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ নাযিল হল, তখন তিনি বললেন,

«يَا مَعْشر قُرَيْشٍ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شيئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شيئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ الله – صلى الله عليه وسلم – لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شيئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا

৬৩. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৯১।

৬৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/ ৪০৬৯, মুসলিম হা/১৭৯১।

شِئْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا».

"হে কুরাইশ বংশের লোকেরা! অথবা এরূপ অন্য কোনো কথা বলেন। তোমরা তোমাদের জীবনকে খরিদ করে নাও। আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারবো না। হে আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি আপনার জন্য কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সাফিয়্যাহ! আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি আপনার কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা, আমার সম্পদ থেকে যা খুশী চাও। কিন্তু আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোনো উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই"।[৬৫]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) এ অধ্যায়ে উল্লেখিত দু'টি আয়াতের তাফসীর জানা গেল।

২) উহুদ যুদ্ধের কাহিনী জানা গেল।

৩) ছ্বলাতে সাইয়্যেদুল মুরসালীন এর "দু'আয় কুনূত" পাঠ করা এবং ছাহাবায়ে কেরামের আমীন বলার কথা জানা গেল।

৪) যাদের উপর বদ দু'আ করা হয়েছে তারা ছিল কাফির।

৫) মক্কার কাফিররা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এমন আচরণ করেছিল, যা অতীতের অধিকাংশ কাফিররাই তাদের নাবীদের সাথে করেনি। যেমন তারা তাদের নাবীকে আঘাত করেছিল, তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং একই বংশের লোক হওয়া সত্ত্বেও তারা উহুদ যুদ্ধের শহীদদেরকে বিকলাঙ্গ করেছিল অর্থাৎ হাত-পা, নাক-কান ইত্যাদি কেটে ফেলেছিল।

---

৬৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭৫৩, মুসলিম হা/২০৬।

৬) উপরোক্ত মুছীবত আপতিত হওয়ার পর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর আল্লাহর বাণী: ﴿ ليس لك من الأمرشيئ ﴾ "এ বিষয়ে তোমার কিছুই করার নেই", -এই আয়াতাংশটি নাযিল হয়।

৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই বাণী নাযিল করলেন: ﴿ أو يتوب عليهم أو يعذبهم ﴾ অথবা ইচ্ছা করলে তিনি তাদেরকে তাওবা করার তাওফীক দিবেন, ফলে তারা তাওবা করবে অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অনুগ্রহ করলেন। তারা তাওবা করল। আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করলেন, আর তারাও আল্লাহর উপর ঈমান আনল।

৮) বালা-মুছীবতের সময় দু'আ-কুনূত পড়া।

৯) যাদের উপর বদ দু'আ করা হয়, ছ্বলাতে মধ্যে তাদের নাম এবং তাদের পিতার নাম উল্লেখ করে বদ দু'আ করা বৈধ।

১০) "কুনূতে নাযেলায়" নির্দিষ্ট করে লা'নত করা।[৬৬]

১১) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যখন

﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين﴾

অর্থাৎ তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করো- এ আয়াত নাযিল হল, তখন তিনি তার আত্মীয় স্বজনদের মধ্য হতে একজন একজন করে ডেকে সতর্ক করেছেন।

১২) তাওহীদের দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এতে তাকে পাগল বলা হয়েছে। এমনি বর্তমানেও কেউ যদি তাওহীদের দাওয়াত দেয়, তার সাথেও একই আচরণ করা হবে।

১৩) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দূরবর্তী এবং নিকটাত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে বলেছেন,

لا أغني عنك من الله شيئا

---

৬৬. নির্দিষ্টভাবে কারো উপর লা'নত করতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করতে নিষেধ করেছেন। ক্বওলুল মুফিদ আলা কিতাবিত তাওহীদ, শাইখ ছ্বালিহ আল উছাইমীন।

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি তোমাকে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারবো না।

এমনকি তিনি স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا

"হে ফাতেমা! আমি আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোন উপকার করতে সক্ষম নই"।

তিনি নাবীগণের নেতা হওয়া সত্ত্বেও নারীকুল শিরোমণির জন্য কোন উপকার করতে না পারার ঘোষণা দিয়েছেন। আর মানুষ যখন এটা বিশ্বাস করে নিবে যে, তিনি সত্য ছাড়া কিছুই বলেন না।

অতঃপর যে ব্যক্তি বর্তমান সময়ের সাধারণ মানুষ, আলিম ও বিশেষ ব্যক্তিদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করবে, তার কাছে সঠিক তাওহীদ সুস্পষ্ট হবে এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষার অপ্রতুলতার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

অধ্যায়: ১৫

ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহর অহি অবতরণের ভীতি

আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

"যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়, তখন তারা পরস্পর বলাবলি করে, তোমাদের প্রতিপালক কী বললেন? তারা বলে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনিই সবার উচ্চে ও সর্বমহান। *(সূরা সাবা: ২৩)*

ছ্বহীহ বুখারীতে আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضربَتِ المَلائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ}. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، (وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ، فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِه)، فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا, وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ. فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ».

“যখন আল্লাহ তা‘আলা আকাশে কোনো বিষয়ের ফায়ছালা করেন, তখন তার কথার সমর্থনে বিনয়াবনত হয়ে ফেরেশতারা তাদের ডানাগুলো নাড়াতে থাকে। ডানা নাড়ানোর আওয়াজ যেন ঠিক পাথরের উপর শিকল পতিত হওয়ার আওয়াজের মতই। তাদের অবস্থা এভাবেই চলতে থাকে। যখন তাদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়, তখন তারা বলে, তোমাদের রব তোমাদেরকে কী বলেছেন? তারা জবাবে বলে, আল্লাহ হক্ব কথাই বলেছেন। বস্তুতঃ তিনিই হচ্ছেন মহান ও শ্রেষ্ঠ। এমতাবস্থায় চুরি করে কথা শ্রবণকারীরা উক্ত কথা শুনে ফেলে। আর এসব চোর এভাবে উপর নিচ হয়ে অবস্থান করতে থাকে। এ হাদীছের বর্ণনাকারী সুফিয়ান বিন উয়াইনা চুরি করে কথা শ্রবণকারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হাতের তালু দ্বারা এর ধরণ বর্ণনা করেছেন এবং হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে তাদের অবস্থা বুঝিয়েছেন। অতঃপর চুপিসারে শ্রবণকারী কথাগুলো শুনে তার নিচের চোরের কাছে পৌঁছে দেয়। অতঃপর সে তার নিচের চোরের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত এ কথা একজন যাদুকর কিংবা গণকের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। কোন কোন সময় গণক বা যাদুকরের কাছে উক্ত কথা পৌঁছানোর পূর্বেই শ্রবণকারীর উপর অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হয়। আবার কোন কোন সময় অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই সে কথা দুনিয়াতে পৌঁছে যায়। ঐ সত্য কথাটির সাথে একশত মিথ্যা যোগ করে। অতঃপর শত মিথ্যার সাথে মিশ্রিত সত্য কথাটি যখন বাস্তবে রূপ লাভ করে তখন বলা হয়, অমুক দিন কি গণক তোমাদেরকে এই কথা

বলেননি? মূলত আকাশে শ্রুত একটি সত্য কথার কারণেই গণকের একশ মিথ্যা মিশ্রিত কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়।[৬৭]

নাওয়াস ইবনে সামআন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالأَمْرِ، تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَخَذَتِ السَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ، (أَوْ قَالَ: رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ)، خَوْفًا مِنَ الله – عز وجل –، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهَلُ السَّمَوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا لله سُجَّدًا، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأسَهُ جِبْرِيلُ، فَيُكَلِّمَهُ اللهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى المَلائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلائِكَتُهَا: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ: قَالَ الحَقَّ، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ، فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ، فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ – عز وجل –». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.

"আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বিষয়ে অহী করতে চান এবং অহীর মাধ্যমে কথা বলেন তখন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের ভয়ে সমস্ত আকাশ মন্ডলী কেঁপে উঠে অথবা বিকট আওয়াজ হয়। আকাশের ফেরেশতাগণ এ বিকট আওয়াজ শুনে বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে সর্বপ্রথম যিনি মাথা উঠান, তিনি হচ্ছেন জিবরীল আ.। তারপর আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন অহীর মাধ্যমে জিবরীলের সাথে সে ব্যাপারে কথা বলেন। এরপর জিবরীল অন্যান্য ফেরেশতাদের পাশ দিয়ে যেতে থাকেন। জিবরীল যতবারই কোনো আকাশ অতিক্রম করেন ততবারই উক্ত আকাশের ফেরেশতারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে জিবরীল! আমাদের রব কি বলেছেন? জিবরীল উত্তরে বলেন, 'আল্লাহ হক্ব কথাই বলেছেন, তিনিই সুউচ্চ ও সুমহান। এ কথা শুনে তারা সবাই জিবরীল যা বলেছেন, তাই বলে। তারপর আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে যেখানে অহী নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন তিনি সে দিকে চলে যান"।[৬৮] ইবনে আবী হাতিম।

---

৬৭ ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৮০০, অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: যখন তাদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়।

৬৮. যঈফ: ইবনে খুযাইমা তাওহীদে ১/৩৪৮, ইবনে আবী আসিম সুন্নাতে হা/৫১৫, তাবারী এবং বায়হাকী। আল্লামা আলবানী হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। দেখুন: যিলালুল জান্নাত, (১/২৬৭)।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) সূরা সাবার ২৩ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল।

২) সূরা সাবার ২৩ নং আয়াতে এমন অকাট্য দলীল রয়েছে, যা সকল প্রকার শিরককে বাতিল করে দেয়। বিশেষ করে ছ্বলিহীন তথা সৎ লোকদেরকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত শিরক সংঘটিত হয়ে থাকে, এখানে সেই শিরককে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এটি সেই আয়াত, যাকে অন্তর থেকে শিরক বৃক্ষের 'শিকড় কর্তনকারী' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৩) ﴿ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ -এর তাফসীরও জানা গেল।

৪) হক্ব সম্পর্কে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসার কারণ।

৫) ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসার পর জিবরীল তাদের জবাব প্রদান করেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা এই এই কথা বলেছেন।

৬) সিজদারত অবস্থা থেকে সর্বপ্রথম জিবরীল কর্তৃক মাথা উঠানো।

৭) সমস্ত আকাশবাসীর উদ্দেশ্যে জিবরীলই কথা বলেন। কারণ তাঁর কাছেই তারা কথা জিজ্ঞেস করে।

৮) আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হওয়ার শব্দ শুনে সকল আকাশবাসীই বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

৯) আল্লাহর কালামের প্রভাবে সমস্ত আকাশ প্রকম্পিত হওয়া।

১০) জিবরীলকে আল্লাহ তা'আলা যেখানে বা যার নিকট অহী নিয়ে যাওয়ার আদেশ করেন, তিনি সেখানেই নিয়ে যান।

১১) শয়তানেরা চুরি করে আকাশের কথা শ্রবণ করার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে।

১২) শয়তানদের একজন অন্যজনের উপর আরোহন করার ধরণ জানা গেল।

১৩) শয়তানদের উপর অগ্নিশিখা নিক্ষেপিত হয়।

১৪) কখনো কখনো আকাশের কথা যমীন পর্যন্ত নিয়ে আসার আগেই অগ্নিশিখা শয়তানকে জ্বালিয়ে দেয়। আবার কখনও অগ্নিশিখা তাকে ধরে ফেলার পূর্বেই শয়তান মানুষকে আকাশের কথা শুনাতে সক্ষম হয়।

১৫) কখনো কখনো গণকের কথা সত্য হয়।

১৬) গণক একটি কথা ঠিক বললেও তার সাথে শতটি মিথ্যা কথা বলে।

১৭) আকাশ থেকে একটি শ্রুত কথা সত্য হওয়ার কারণেই গণকের অন্যান্য মিথ্যা কথাকেও সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়।

১৮) মনুষ্য প্রবৃত্তি দ্রুত বাতিল ও মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে নেয়। গণকের একটি কথা সত্য হওয়ার কারণে বিনা বিচারে কিভাবে তারা একশটি মিথ্যা কথাকে গ্রহণ করে? সত্যিই ভাবার বিষয়!

১৯) সেই একটি সত্য কথাকে শয়তানদের একজন অন্যজনের কাছ থেকে শিখে নেয় এবং মুখস্থ করে রাখে। এরপর তারা এটির দ্বারা শত মিথ্যাকে সত্য বানানোর চেষ্টা করে।

২০) এই অধ্যায় থেকে আল্লাহর ছিফাত তথা গুণাবলী থাকার কথা জানা গেল। আশ'আরী সম্প্রদায় আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করার বিরোধী।

২১) আল্লাহর ভয়েই আকাশ কেঁপে উঠে এবং ফেরেশতাগণ অচেতন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

২২) ফেরেশতারাও আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হয়।

অধ্যায়: ১৬
শাফা'আত বা সুপারিশ (الشفاعة)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

"তুমি কুরআনের মাধ্যমে সে সব লোকদের সতর্ক করো, যারা তাদের রবের সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে। সেদিন তাদের অবস্থা এমন হবে যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো সাহায্যকারী বন্ধু এবং কোন শাফা'আতকারী থাকবে না, যাতে তারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে"। *(সূরা আল আন'আম: ৫১)*

আল্লাহ তা'আলা সূরা যুমারের ৪৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾

" বলো, সমস্ত শাফা'আত কেবল আল্লাহরই ইখতিয়ারভুক্ত"।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

"তার অনুমতি ব্যতীত তার দরবারে কে শাফা'আত করতে পারে?" *(সূরা আল বাকারা: ২৫৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾

“আকাশমণ্ডলে এমন অনেক ফেরেশতা রয়েছে, যাদের শাফা'আত কোনো কাজেই আসবে না, তবে আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় যাকে খুশী তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিলে সে কথা ভিন্ন।[৬৯] *(সূরা আন নাজম: ২৬)*

---

৬৯ শারহুল আক্বীদা আল-ওয়াসেত্বীয়া হতে: **অনুসন্ধানের পর মোট আট প্রকার শাফা'আতের কথা জানা যায়।** এগুলোর মধ্য হতে কতিপয় শাফা'আত নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে খাছ্ব-নির্দিষ্ট এবং আরো কিছু শাফা'আতের কথা জানা যায়, যা তার জন্য এবং অন্যদের জন্যও সাব্যস্ত।

১) **الشفاعة العظمى শাফা'আতে উয্মা: وهي المقام المحمود** এ শাফা'আত হবে মাকামে মাহমুদে। হাশরের মাঠে লোকদের দীর্ঘ অবস্থানের পর এবং আদম থেকে শুরু করে ঈসা (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত সবার কাছে সুপারিশের জন্য গমন করার পর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দাদের মাঝে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার আবেদন করবেন। সকল নাবীই যখন আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে অপারগতা প্রকাশ করবেন, তখন নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রভুর অনুমতি নিয়ে শাফা'আত করবেন।

২) **شفاعته . صلى الله عليه وسلم . في دخول أهل الجنة بعد الفراغ من الحساب জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর শাফা'আত:** হিসাবের পর জান্নাতীদেরকে দ্রুত জান্নাতে প্রবেশের অনুমতির জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট শাফা'আত করবেন।

৩) **شفاعته . صلى الله عليه وسلم . في عمه أبي طالب চাচা আবু তালেবের জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আত:** নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়ামতের দিন তার চাচা আবু তালেবের শাস্তি হালকা করার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। এ শাফা'আত তার সাথেই খাস। কেননা আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, কাফিরদের জন্য সুপারিশকারীদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, তার শাফা'আত কেবল তাওহীদপন্থীদের জন্যই নির্দিষ্ট। সুতরাং তার কাফির চাচা আবু তালেবের জন্য যেই শাফা'আত তিনি করবেন, তা কেবল তার সাথেই এবং আবু তালেবের জন্যই খাস। উপরের তিন প্রকার শাফা'আত কেবল আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্যই নির্দিষ্ট।

৪) **شفاعته فيمن استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلها তাওহীদপন্থীদের মধ্য হতে যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে, তাদেরকে তথায় না পাঠানোর শাফা'আত:** যেসব গুনাহগারদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে, তাদেরকে জাহান্নামে না পাঠানোর জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশ করবেন।

---

৫) شفاعته ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها **তাওহীদপন্থী মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার সুপারিশ:** জাহান্নামে প্রবেশকারী তাওহীদপন্থী একদল পাপী লোককে তা থেকে বের করার জন্য তিনি শাফা'আত করবেন।

৬) شفاعته ـ صلى الله عليه وسلم ـ في رفع درجات بعض أهل الجنة **জান্নাতের ভিতরে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ:** জান্নাতবাসী কিছু লোকের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাফা'আত করবেন।

৭) شفاعته ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيمن استوت حسناتهم وسيئاتهم **যাদের গুনাহর পাল্লা এবং নেকীর পাল্লা সমান সমান হবে, তাদের জন্য সুপারিশ:** ক্বিয়ামতের দিন যাদের গুনাহর পাল্লা এবং নেকীর পাল্লা সমান সমান হবে, তাদের জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাফা'আত করবেন যে, তাদেরকে যেন জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। আলেমদের এক মত অনুযায়ী তারা হলেন আরাফবাসী।

৮) شفاعته ـ صلى الله عليه وسلم ـ في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب **বিনা হিসাবে এবং বিনা আযাবে এক শ্রেণীর লোককে জান্নাতে প্রবেশ করানোর শাফা'আত:** যেমন উক্কাশা ইবনে মিহসানের ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আত। উক্কাশা যখন শুনলেন, এই উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে যাবে, তখন তিনি আবেদন করলেন: হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার জন্য দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে সেই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত করেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন উক্কাশার জন্য উক্ত সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার দু'আ করলেন। ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২০, ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৭৫২।

এ শেষোক্ত পাঁচ প্রকারের শাফা'আত করার মধ্যে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আরো অনেকেই শরীক থাকবে। যেমন অন্যান্য নাবীগণ, ফেরেশতাগণ, সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উপরোক্ত সকল প্রকার শাফা'আতেই বিশ্বাস করে। কেননা ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত অনেক দলীল দ্বারা তা প্রমাণিত। তবে দু'টি শর্ত ছাড়া শাফা'আত হবে না।

প্রথম শর্ত: শাফা'আতকারীকে শাফা'আত করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শাফা'আতের অনুমতি লাভ করতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

কে আছে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তার কাছে সুপারিশ করবে?" *(সূরা আল বাকারা ২:২৫৫)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ﴾

"কোন শাফা'আতকারী এমন নেই, যে তার অনুমতি ছাড়া শাফা'আত করতে পারে

(সূরা ইউনুস ১০:৩)।

দ্বিতীয় শর্ত: যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَ﴾

"তারা কেবল তাদের জন্যই সুপারিশ করবেন, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট আছেন"। *(সূরা আম্বীয়া ২১:২৮)* এ দু'টি শর্ত সূরা নাজমের ২৬ নং আয়াতে একসাথে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ﴾

"আসমানে অনেক ফেরেশতা আছে, যাদের সুপারিশও কোন কাজে আসবেনা। যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় যাকে খুশী তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করেন"।

কাবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেসব মুমিন মৃত্যুবরণ করবে তাদের কেউ জাহান্নামের হকদার হলে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ না করানোর জন্য শাফা'আতের ব্যাপারে মু'তাযিলা সম্প্রদায় লোকেরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতা করেছে। সেই সাথে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, সেখান থেকে তাদের বের হওয়ার ব্যাপারেও শাফা'আত হওয়াকে মু'তাযিলারা অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ তারা শাফা'আতের উপরোক্ত প্রকারসমূহ থেকে পঞ্চম ও ষষ্ট প্রকার শাফা'আতকেও তারা অস্বীকার করেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾

"সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কাজে আসবে না *(সূরা মুদ্দাসসির ৭৪:৪৮)।*

তাদের কথার জবাব হলো, আয়াতটি কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। সুপারিশকারীদের সুপারিশ কাফিরদের কোন কাজে আসবে না। তবে মুমিনদের ব্যাপারে কথা হচ্ছে কতিপয় শর্তসাপেক্ষ সুপারিশ তাদের উপকার করবে। মোটকথা শাফা'আতের ব্যাপারে লোকেরা তিনভাগে বিভক্ত:

(১) এক শ্রেণীর লোক শাফা'আতকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করেছে। নাসারা, মুশরিক, সীমালঙ্ঘনকারী সুফী এবং কবর পূজারীরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরা যাদেরকে তা'যীম করে, আল্লাহ তা'আলার নিকটে তাদের শাফা'আতকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের নিকট পরিচিত শাফা'আতের মতোই মনে করে থাকে। সুতরাং তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে শাফা'আত প্রার্থনা করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, মুশরিকদের জন্য সুপারিশকারীদের সুপারিশ কাজে আসবে না।

(২) মু'তাযিলা ও খারিজীরা শাফা'আতকে একদম অস্বীকার করেও সীমালঙ্ঘন করেছে। তারা কবীরা গুনাহকারীদের জন্য নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যদের শাফা'আতকে অস্বীকার করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾

"বলো, তোমরা তোমাদের সেসব মা'বূদদেরকে ডেকে দেখো, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের মা'বূদ মনে করেছ, তারা না আকাশের, না যমীনের এক অনু পরিমাণ জিনিসের মালিক"। *(সূরা সাবা: ২২)*

আবুল আব্বাস ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: মুশরিকরা আল্লাহ ছাড়া যার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তার সবই আল্লাহ তা'আলা অস্বীকার করেছেন। আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য রাজত্ব অথবা আল্লাহর ক্ষমতায় গাইরুল্লাহর অংশীদারিত্ব অথবা আল্লাহর জন্য কোনো সাহায্যকারী হওয়ার বিষয়কে তিনি অস্বীকার করেছেন। বাকী থাকল শুধু শাফা'আতের বিষয়টি। এ ব্যাপারে কথা এই যে, "আল্লাহ তা'আলা যাকে শাফা'আত করার অনুমতি দিবেন, তার শাফা'আত ছাড়া অন্য কারো শাফা'আত কোনো কাজে আসবে না"। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ "তিনি যার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবেন, কেবল তার পক্ষেই তারা শাফাআত করবে"। *(সূরা আম্বিয়া: ২৮)*

মুশরিকরা যে শাফা'আতের আশা করে, ক্বিয়ামতের দিন তার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। কুরআনে কারীমও এধরনের শাফা'আতকে অস্বীকার করেছে।

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন, "তিনি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। অতঃপর তার রবের উদ্দেশ্যে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন এবং আল্লাহর প্রশংসায় মগ্ন হবেন। প্রথমেই তিনি শাফা'আত বা সুপারিশ করা শুরু করবেন না। অতঃপর তাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! তোমার মাথা উঠাও। তুমি তোমার কথা বলতে থাক, তোমার কথা শ্রবণ করা

---

(৩) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কুরআনের আয়াত এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত শাফা'আতকে সাব্যস্ত করে। সুতরাং তারা শর্তসাপেক্ষ শাফা'আতকে সাব্যস্ত করে।

হবে। তুমি চাইতে থাক, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ করতে থাক, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।”[৭০]

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার শাফা'আত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে? তিনি জবাবে বললেন, যে ব্যক্তি খালেস দিলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, সে আমার শাফাআত পাওয়ার সর্বাধিক হকদার হবে।[৭১]

এ হাদীছে উল্লেখিত শাফা'আত আল্লাহ তা'আলার অনুমতিপ্রাপ্ত এবং নেককার মুখলিস বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহর সাথে যে ব্যক্তি কাউকে শরিক করবে, তার ভাগ্যে এ শাফা'আত জুটবে না।

এ আলোচনার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুখলিস বান্দাগণের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং শাফা'আতের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রার্থনায় তাদেরকে ক্ষমা করবেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, শাফা'আতকারীকে সম্মানিত করা এবং তাকে মাকামে মাহমূদ তথা প্রশংসিত স্থান দান করা।

কুরআনে কারীম যে শাফা'আতকে অস্বীকার করেছে, তাতে শিরক বিদ্যমান রয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলার অনুমতি সাপেক্ষে শাফা'আত এর স্বীকৃতির কথা কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, শাফা'আত একমাত্র তাওহীদপন্থী নিষ্ঠাবানদের জন্যই নির্দিষ্ট।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো জানা যায়ঃ

১) এই অধ্যায়ে বর্ণিত আয়াতসমূহের তাফসীর জানা গেল।

২) কুরআনে যে শাফা'আতকে অস্বীকার করা হয়েছে তার প্রকৃতি ও গুণাগুণ জানা গেল।

৩) আর যে প্রকার শাফা'আতকে কুরআন স্বীকৃতি দিয়েছে তার গুণাগুণ জানা গেল।

---

৭০. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৫১০, ছ্বহীহ মুসলিম ১৯৩, কিতাবুল ঈমান।

৭১. ছ্বহীহ বুখারী হা/৯৯।

৪) সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ শাফা‘আতের উল্লেখ। আর তা হচ্ছে মাকামে মাহমুদ।

৫) ক্বিয়ামতের দিন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করবেন তার বর্ণনা। অর্থাৎ তিনি প্রথমেই শাফা‘আতের কথা বলবেন না; বরং তিনি সিজদায় পড়ে যাবেন। তাকে অনুমতি প্রদান করা হলেই তিনি শাফা‘আত করতে পারবেন।

৬) শাফা‘আতের মাধ্যমে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে জানা গেল।

৭) আল্লাহর সাথে শিরককারীর জন্য কোনো শাফা‘আত গৃহীত হবে না।

৮) শাফা‘আতের স্বরূপ জানা গেল।

অধ্যায়: ১৭
হিদায়াত দানকারী একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা

আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾

“তুমি যাকে পছন্দ করো, তাকে হিদায়াত করতে পারবে না।[৭২] *(সূরা কাসাস: ৫৭)*

৭২. এখানে বুঝানো হয়েছে, কেউ কাউকে সুপারিশ এর মাধ্যমে উপকার করতে সক্ষম নয় এবং আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তিদানের ক্ষমতা রাখে না। তেমনি কেউ কাউকে হিদায়াত দানেরও ক্ষমতা রাখে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা‘আলার অনুমতি হয়। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হিদায়াতের মালিক নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে, তা হচ্ছে

ছ্বহীহ বুখারীতে ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহিমাহুল্লাহ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

« لما حضرتْ أَبَا طَالِبٍ الوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – وَعِنْدَهُ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ, فَقَالَ لَهُ: يَا عَمِّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ الله» , فَقَالَا لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ؟ ، فَأَعَادَا، فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ؟ : «لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ». فَأَنْزَلَ اللهُ – عز وجل –: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} الآية، وَأَنْزَلَ اللهُ فِي أَبِي طَالِبٍ: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}.

"যখন আবু তালিবের মৃত্যু উপস্থিত হল তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে আসলেন। আবদুল্লাহ বিন আবি উমাইয়্যাহ এবং আবু জাহেল আবু তালিবের পাশেই উপস্থিত ছিল। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

হিদায়াতের তাওফীক দেয়া। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ এ প্রকার হিদায়াতের মালিক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

"আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউই ঈমান আনতে পারে না"। *(সূরা ইউনূস: ১০০)*

নূহ (আলাইহিস সালাম) তার পুত্রকে হিদায়াত করতে পারেননি, স্ত্রীকেও সৎ পথে আনতে পারেননি। ইবরাহীম খলীল (আলাইহিস সালাম) তার পিতাকে দীনের পথে আনয়ন করার চেষ্টা করেও সফল হননি। লুত (আলাইহিস সালাম) এর ক্ষেত্রেও একই কথা। তার স্ত্রীকে সুপথে আনতে পারেননি। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম ও ইসহাক (আলাইহিমাস সালাম)এর ব্যাপারে বলেন,

﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾

"তাকে (ইবরাহীমকে) এবং ইসহাককে আমি বরকত দান করেছি। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মী এবং কতক নিজেদের উপর স্পষ্ট যুলুমকারী। *(সূরা সাফফাত: ১১৩)*

আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে প্রকার হিদায়াত করতে সক্ষম বলে কুরআন সাক্ষ্য দিয়েছে, তা হচ্ছে হিদায়াতের পথ দেখানো। তিনি এবং সকল নাবী-রসূলই মানুষকে হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা শুরার ৫২ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ "নিশ্চয় আপনি সরল পথপ্রদর্শন করেন"।

সাল্লাম তাকে বললেন, 'চাচা, আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন। এটি এমন একটি কালিমা, আপনি যদি তা পাঠ করেন, তাহলে এর দ্বারা আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য বিতর্ক করবো, তখন তারা দু'জন তাকে বলল: তুমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কালিমা পড়ার কথা আরেকবার বললেন। তারা দু'জনও আবু তালিবের উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত কথা আরেকবার বলল। আবু তালিবের সর্বশেষ অবস্থা ছিল, সে আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরই অটল ছিল এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকার করেছিল। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আপনার ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে নিষেধ না করা হবে ততক্ষণ আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকবো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন:

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾

"মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা নাবী এবং মুমিনদের জন্য শোভনীয় নয়।" *(সূরা আত তাওবা: ১১৩)* আল্লাহ তা'আলা আবু তালিবের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল করেন,

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

"তুমি যাকে পছন্দ করো, তাকে হিদায়াত করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হিদায়াত করেন।" *(সূরা আল-কাসাস: ৫৬)*

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো জানা যায়:

১) ﴿أنك لا تهدى من أحببت﴾ "তুমি যাকে পছন্দ করো, তাকে হিদায়াত করতে পারবে না"। এ আয়াতের তাফসীর জানা গেল।

২) সূরা তাওবার **১১৩** নং আয়াত অর্থাৎ

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾

"নাবী ও মুমিনদের উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য মাগফেরাত কামনা করবে, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়, এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামী"-এর তাফসীরও জানা গেল।

৩) একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জানা গেল। আর সেটি হচ্ছে, **قل لا إله إلا الله** "আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন" রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কথার ব্যাখ্যা। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা এক শ্রেণীর তথা কথিত জ্ঞানের দাবিদারদের বিপরীত। তারা দাবি করে থাকে যে, অর্থ না বুঝেই এবং ইখলাস ব্যতীত শুধু জবান দিয়ে এটি পাঠ করলেই নাজাত পাওয়া যাবে। তাদের দাবি সম্পূর্ণ অবাস্তব।

৪) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুপথ যাত্রী আবু তালিবের ঘরে প্রবেশ করে যখন বললেন, চাচা, আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন, এ কথার দ্বারা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কী উদ্দেশ্য ছিল তা আবু জাহেল এবং তার সঙ্গীরা ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির অমঙ্গল করুন! যে ইসলামের মূলনীতি কালেমা তায়্যেবার অর্থ সম্পর্কে আবু জাহেলের চেয়েও অধিক অজ্ঞ।[৭৩]

৫) আপন চাচার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীব্র আকাঙ্খা ও প্রাণপন চেষ্টা করেছেন।

৬) যারা আবদুল মুত্তালিব এবং তার পূর্বসূরীদেরকে মুসলিম হওয়ার দাবি করে, এখানে তাদের দাবি খণ্ডন করা হয়েছে।

---

৭৩. এখানে সম্মানিত লেখক ঐ সমস্ত অজ্ঞ মুসলিমদেরকে বুঝিয়েছেন, যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে, কিন্তু ইসলামের মূল বাণী তথা কালিমা তায়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অর্থ বুঝে না। অর্থ না বুঝার কারণে তারা এর মর্মার্থের বিপরীত কর্মকান্ডে যেমন পীর, কবর ও মাজার পূজায় লিপ্ত হয়।

৭) রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় চাচা আবু তালেবের জন্য মাগফিরাত চাইলেও তার গুনাহ মাফ হয়নি, বরং তার মাগফিরাত চাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

৮) মানুষের উপর খারাপ বন্ধুদের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে।

৯) পূর্বপুরুষ এবং সৎ লোকদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শনের কারণেই মানুষ গোমরাহ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১০) আবু জাহেল কর্তৃক পূর্ব পুরুষদের প্রতি অন্ধ ভক্তির যুক্তি প্রদর্শনের কারণে বাতিল পন্থীদের অন্তরে সংশয়ের সৃষ্টি হয়।

১১) সর্বশেষ আমলের শুভাশুভ পরিণতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কেননা আবু তালিব যদি শেষ মুহূর্তেও কালিমা পড়ত তাহলে তার বিরাট উপকার হত।

১২) এ বিষয়টিতে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, গোমরাহীতে নিমজ্জিত লোকদের অন্তরে বাপ-দাদাদের রসম-রেওয়াজের প্রতি চরম ভক্তি ও ভালোবাসা রয়েছে। কেননা আবু তালেবের ঘটনায় যা বর্ণিত হয়েছে, তা হলো রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ঈমান আনার কথা বারবার বলার পরও কাফির মুশরিকরা তাদের পূর্ব পুরুষদের মিল্লাতের অনুসরণকেই যুক্তি হিসাবে পেশ করেছে। তাদের অন্তরে বাপ-দাদাদের ধর্মের প্রতি সম্মান থাকার কারণে এবং সেটি তাদের নিকট সুস্পষ্ট হওয়ার কারণেই তারা মাত্র একটি দলীলকে যথেষ্ট বলে মনে করেছে।

অধ্যায়ঃ ১৮

সৎ লোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাই বনী আদমের কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার এবং তাদের সঠিক দীন বর্জন করার কারণ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾

"হে আহলে কিতাব, তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে সীমালংঘন করো না"। *(সূরা আন নিসা: ১৭১)*[৭৪]

ছ্বহীহ বুখারীতে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

---

৭৪ ক্বওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদঃ আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন কেননা, বাড়াবাড়ির কারণে বিভিন্ন রকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপঃ

১. যাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তা প্রশংসনীয় হলে তার মর্যাদা উন্নত হবে। আর নিন্দনীয় হলে মর্যাদাক্ষুন্ন হবে।

২. যাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়, তার ইবাদত করার প্রতি মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়, যা সীমালজ্ঘনকারীদের মাধ্যমে ঘটে।

৩. এ বাড়াবাড়ি আল্লাহকে সম্মান প্রদর্শনে বাধা দান করে। কেননা, মানুষ হক্ব-সত্য অথবা বাতিল-মিথ্যার সাথে নিয়োজিত হয়। তাই সৃষ্টির অতিশয় প্রশংসা ও সম্মান নিয়ে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হলে মানুষ এর সাথেই সম্পৃক্ত থাকে এবং আল্লাহ যা ওয়াজীব করেছেন তা ভুলে যায়।

৪. উপস্থিত ব্যক্তিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হলে ঐ ব্যক্তি অহংবোধে মেতে উঠে এবং নিজেকে সম্মানিত মনে করে বিস্ময় প্রকাশ করে। আর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা হলে তা ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর। ফলে অতিশয় প্রশংসা ও অধিক নিন্দায় শত্রুতা, বিদ্বেষ, সংঘাত ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি অনিবার্য হয়।

"কাফিররা বলল: 'তোমরা নিজেদের মা'বূদগুলোকে পরিত্যাগ করো না। বিশেষ করে 'ওয়াদ', 'সুআ', 'ইয়াগুছ' 'ইয়াঊক' এবং 'নসর'কে কখনো পরিত্যাগ করো না। *(সূরা নূহ: ২৩)* -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এগুলো হচ্ছে নূহ আ. -এর গোত্রের কতিপয় সৎ ব্যক্তির নাম। তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের কওমকে বুঝিয়ে বলল, যেসব জায়গায় তাদের মজলিস বসত সেসব জায়গাতে তাদের মূর্তি স্থাপন করো এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের নামেই মূর্তিগুলোর নামকরণ করো। তখন তারা তাই করল। তাদের জীবদ্দশায় মূর্তিগুলোর পূজা করা হয়নি ঠিকই; কিন্তু মূর্তি স্থাপনকারীরা যখন মৃত্যুবরণ করল এবং পরবর্তীতে আগমনকারী লোকেরা মূর্তি স্থাপনের ইতিহাস ভুলে গেল, তখনই মূর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হল।[৭৫]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, একাধিক আলেম বলেছেন, 'যখন সৎ ব্যক্তিগণ মৃত্যুবরণ করলেন, তখন তাদের গোত্রের লোকেরা তাদের কবরের উপর অবস্থান করা শুরু করল। এরপর তারা তাদের প্রতিকৃতি তৈরী করল। এভাবে বহুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা তাদের ইবাদতে লেগে গেল।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»

"তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না। যেমন প্রশংসা করেছিল খ্রিষ্টানরা মারইয়াম তনয় ঈসা আ. এর। আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা মাত্র। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং তারই রসূল বলবে"।[৭৬] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন,

«إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الغُلُوُّ»

---

৭৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৯২০।

৭৬. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫।

“তোমরা দীনের ব্যাপারে غلو (গুলু) তথা বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রম করা থেকে সাবধান থাকো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো দীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করার ফলেই ধ্বংস হয়েছে”।[৭৭]

ছ্বহীহ মুসলিমে (হা/২৬৭০) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلاَثًا

“দীনের ব্যাপারে সীমা লংঘনকারীরা ধ্বংস হয়েছে।” এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন।[৭৮]

---

৭৭. ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৩০২৯।

৭৮ ক্বওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ: এ হাদীছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতকে সীমালঙ্ঘন করা হতে সাবধান করেছেন এবং তিনি প্রমাণ পেশ করেছেন যে, বাড়াবাড়ি করা ধ্বংসের কারণ। কেননা তা শরী‘আত বিরোধী (مخالف) বিষয়। আর পূর্ববর্তী উম্মতগণ এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হতে জানা গেল বাড়াবাড়ি দু’টি কারণে হারাম :

প্রথম : (বাড়াবাড়ি সম্পর্কে) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সতর্কীকরণ। কোন বিষয়ে সতর্ক করা তা নিষিদ্ধ বুঝায়।

দ্বিতীয় : সীমালঙ্ঘন জাতির ধ্বংসের কারণ। যেমন পূর্ববর্তী উম্মতগণ এ কারণে ধ্বংস হয়েছে। আর যার কারণে মানুষ ধ্বংস হয় তা হারাম।

ইবাদত করার দিক থেকে মানুষের শ্রেণী বিভাগ:

ইবাদতের দিক থেকে মানুষ দু’শ্রেণীতে বিভক্ত। আরো একটি শ্রেণী হচ্ছে মধ্যমপন্থী।

(ক) তাদের মাঝে কতিপয় চরম সীমালঙ্ঘনকারী।

(খ) কতিপয় শিথিলপন্থী। এবং কতেক রয়েছে মধ্যমপন্থী।

আর উভয়ের মাঝে মধ্যমপন্থা হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন। যারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে তারা এটা বাদ দিয়ে কোন দিকেই ধাবিত হয় না। তাই মধ্যম পন্থাই ওয়াজীব। সুতরাং দ্বীনের ব্যাপারে কঠোরতা, অতিরঞ্জন, শিথিলতা প্রদর্শন এবং মনোযোগী না হওয়া জায়েয নয়। বরং উভয় অবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে।

আর সীমালঙ্ঘনের রয়েছে বিভিন্ন প্রকার। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো :

১. আক্বীদায় সীমালঙ্ঘন করা।

২. ইবাদতে সীমালঙ্ঘন করা।

৩. লেনদেনে সীমালঙ্ঘন করা।

উদাহরণসহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. আক্বীদার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা বলতে যা বুঝায় : কালামপন্থীরা (ধর্মতাত্ত্বিক) আল্লাহর গুণাবলী প্রমাণ করতে বড় বড় কথা বলে। আল্লাহর গুণাবলী প্রমাণ করতে তারা বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং গভীর চিন্তা-ভাবনা করে। এভাবে তারা নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। অবশেষে তাদের এ গভীর চিন্তা-চেতনা তাদেরকে দু'টি বিষয়ের কোন একটির দিকে পৌঁছিয়ে দেয়, তা হচ্ছেঃ

১. التمثيل। (সাদৃশ্য স্থাপন করা)

২. التعطيل। সিফাত-গুণহীন মনে করা। কেননা তারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে তার সাদৃশ্য স্থাপন করে বলে, এটাই হচ্ছে আল্লাহর সিফাত-গুণাবলী প্রমাণ করার অর্থ। এভাবে তারা আল্লাহর সিফাত প্রমাণ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে এমনকি আল্লাহ নিজের জন্য যা কিছু প্রত্যাখ্যান করেছেন তারা তা সাব্যস্ত করে। অথবা তারা আল্লাহকে গুণহীন মনে করে বলে যে, এটাই হলো সৃষ্টির সাদৃশ্য হওয়া থেকে তাকে পবিত্র মনে করার অর্থ।

তারা ধারণা করে যে, আল্লাহর সিফাত-গুণ সাব্যস্ত করলে তার সাথে (সৃষ্টির) সাদৃশ্য স্থাপন করা হয়। তাই আল্লাহ যেসব গুণাবলী নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে।

তবে মধ্যমপন্থী উম্মত এ ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে। আল্লাহর গুণাবলী সাব্যস্তকরণ, তা প্রত্যাখ্যান করা এবং তাকে পবিত্র মনে করার ব্যাপারে তারা গভির চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন থাকে না। বরং শব্দগত বাহ্যিক অর্থই তারা গ্রহণ করে বলে এসব ব্যাপারে অতিরিক্ত কোন কিছু চিন্তা করা আমাদের জন্য শোভণীয় নয়। ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয় না। বরং তারা সঠিক পথে অবিচল থাকে।

পারসিক ও রোমক এবং অন্যান্যরা দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করে এসব বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা, তর্ক-বিতর্ক এবং প্রতিযোগিতা করতে শুরু করে যা শেষ হচ্ছে না। অবশেষে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। উম্মতের পরবর্তীগণ (نص) নছ-মূল বিধানের উপর ভিত্তি করে এমন সববিষয় উদ্ভাবন করেছে, যা ছাহাবীগণ উদ্ভাবন করেননি। অথচ তারা ছিলেন মধ্যমপন্থী উম্মত।

২. ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার অর্থ : ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা বলতে কঠোরতা আরোপ করা।

যেমন ইবাদতের কোন অংশ ছুটে যাওয়াকে কুফরী ও ইসলাম থেকে বহিষ্কার মনে করা। এরূপ খারেজী ও মু'তাজিলা সম্প্রদায় বাড়াবাড়ি করতঃ বলে, যে ব্যক্তি কাবীরাহ গুনাহ হতে কোন একটি গুনাহ করে, সে ইসলাম হতে বের হয়ে যায়, তাকে হত্যা করা ও তার সম্পদ হরণ বৈধ। আর নেতার বিরোধিতা করা ও রক্তপাত ঘটানোকেও তারা বৈধ মনে করে।

এরূপই মু'তাজিলা সম্প্রদায় বলে, যে ব্যক্তি কাবীরাহ গুনাহ করে সে ঈমান ও কুফরী উভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকে। আর এটাই কঠোরতা যা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে।

অপরদিকে এরূপ কঠোরতাকে মুরজিয়ারা সহজভাবে গ্রহণ করে বলে, মানুষ হত্যা, যিনা-ব্যভিচার, চুরি, মদপান এ জাতীয় কাবীরাহ গুনাহ মানুষকে ঈমানহীন করে না। এসবের দ্বারা ঈমানের কোন অংশের কমতিও হয় না। ঈমানের জন্য কেবল স্বীকৃতিই যথেষ্ট। আর কাবীরাহ গুনাহকারীর ঈমান জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতই। কেননা, ঈমানগত বিষয়ে মানুষের মাঝে কোন তারতম্য নেই (সকলের ঈমান সমান)। এমনকি তারা বলে, ইবলীসও মু'মিন কারণ সে আল্লাহকে স্বীকার করে। যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে (ইবলীসকে) কাফের আখ্যা দিয়েছেন? তখন জবাবে তারা বলে, তার স্বীকারোক্তি সত্য নয় বরং সে মিথ্যাবাদী। আজকাল ঐসব (মুরজিয়ারা) বাস্তবে অনেক মানুষকে সংশোধন করতে চায়। আর এসব ব্যাপারে সহজ করাকে উৎকৃষ্ট মনে করে।

অপরদিকে প্রথম দল (খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়) এসব ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করাই উৎকৃষ্ট মনে করে।

আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মত হচ্ছে ঈমান বৃদ্ধি পায় ও কমে। পাপাচারীর ঈমান তার পাপ অনুযায়ী কমে। ঈমান থেকে সে বহিস্কার হবে না। যতক্ষণ না কুফরীর ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল প্রমাণ না পাওয়া যায়।

৩. المعاملات (লেনদেনের) ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার অর্থ:

কোন বিষয়ের সবকিছু হারাম মনে করে কঠোরতা আরোপ করা এমনকি যদিও তা কোন কিছুর মাধ্যম হয়ে থাকে। মানুষের জাগতিক জীবনে আবশ্যকীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছু করা জায়েয নয়।

যারা সূফীবাদী তারাই এ পন্থা গ্রহণ করেছে। যেমন তারা বলে, যে ব্যক্তি দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে পরকাল কামনা করে না। আরো বলে, তোমার জরুরী প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছু ক্রয় করা জায়েয নয়। এধরণের আরো অনেক কথা তারা বলে।

এ কঠোরতা অবলম্বনকারীর বিপরীতে শিথিলপন্থীরা বলে, সকল কিছু হালাল হওয়ার কারণে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক দিক শক্তিশালী হয়। এমনকি সূদ খাওয়া ও প্রতারণা করাকেও তারা বৈধ মনে করে। নাউযুবিল্লাহ। তারাই শিথিলতাকে উৎকৃষ্ট মনে করে ব্যবসায়ী পণ্যের দাম ও গুণাগুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে এসব লোককে মিথ্যা বলতে দেখা যায়। সব ক্ষেত্রেই (দুনিয়াবী স্বার্থে) দু'এক টাকা উপার্জনের জন্য তারা মিথ্যা কথা বলে থাকে। নিঃসন্দেহে এটাই হচ্ছে শিথিলতাকে উৎকৃষ্ট মনে করা।

আর এক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা হচ্ছে দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি সাপেক্ষে সবধরণের লেনদেন ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে বৈধ করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন। (*সূরা আল-বাক্বারা ২:২৭৫*)।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়

১) যে ব্যক্তি এ অধ্যায়সহ পরবর্তী দু'টি অধ্যায় বুঝতে সক্ষম হবে, ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে মানুষ কতটুকু অজ্ঞ, তার কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সে সাথে আল্লাহ তা'আলার কুদরত এবং মানুষের অন্তর পরিবর্তন হওয়ার ক্ষেত্রে এমন আশ্চর্যজনক বস্তু দেখতে পাবে, যা মানুষের বিবেককে হার মানায়।

২) এ কথা জানা গেল যে, সৎ ব্যক্তিদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শিরকের উৎপত্তি হয়েছে।[৭৯]

৩) যে বিষয়ের মাধ্যমে নাবীগণের দীনে সর্বপ্রথম পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তাও জানা গেল। এর কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সাথে সাথে এ

সুতরাং সকল কিছু হারাম নয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ক্রয়-বিক্রয় করেছেন। ছাহাবীগণও ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন, যা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মতি দেন।

৩. العادات অভ্যাসগত বিষয়ে বাড়াবাড়ি করার অর্থ : যদি এ (বদ) অভ্যাস ত্যাগ করে ইবাদতের দিকে মানুষের ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে তাহলে এধরণের অভ্যাস দোষণীয় নয় বরং তা আঁকড়ে ধরবে। তবে অন্য কোন নতুন অভ্যাস গ্রহণ করবে না। পক্ষান্তরে অভ্যাসের সীমালঙ্ঘন বলতে যা উত্তম ও উপকারী কোন বিষয়ের দিকে ফিরে আসতে বাধা সৃষ্টি করে। এ ধরণের অভ্যাসই বাড়াবাড়ি যা নিষিদ্ধ। যদি কেউ তার আগের অভ্যাসের চেয়ে নতুন অভ্যাসে অভ্যস্ত হয় যা উত্তম, তাহলে আমরা বলবো, বাস্তবতা এ ধরণের অভ্যাস গ্রহণযোগ্য ও উৎকৃষ্ট বলে গণ্য হবে।

যদি কোন অভ্যাস জনস্বার্থে মানুষের মাঝে তৈরি হয় এবং এ আশঙ্কা থাকে যে, এই অভ্যাস পরিত্যাগ করে এমন কিছু অভ্যাস বা নিয়ম নীতি তারা গ্রহণ করতে পারে যা মানসম্মান কিংবা দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর, তাহলে এ ধরণের নতুন আচার-আচরণের দিকে ফিরে আসা অনুচিত।

৭৯ ক্বওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ: পৃথিবীতে সংঘটিত প্রথম শিরকের পরিচয় ও সংঘটনের কারণ: তা হলো, নূহ আলাইহিস সালাম এর সম্প্রদায় যে সবমূর্তি পূজা করতো, তা ছিল নেককারলোকদের মূর্তি। তাদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করতো। তাই সৎলোকদের নিয়ে বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়।

কথাও জেনে নেয়া যে, আল্লাহ তা'আলাই নাবীদেরকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঠিয়েছেন।[৮০]

৪) 'শরী'আতে ইলাহী' এবং অপরিবর্তিত স্বভাব' 'বিদ'আতকে' প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও লোকদের মধ্যে বিদ'আতকেই কবুল করে নেয়ার প্রবণতা রয়েছে।

৫) উপরোক্ত সকল গোমরাহীর কারণ হচ্ছে, হক্বের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ। সৎ লোকদেরকে মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসার মাধ্যমেই এর সূচনা হয়। অতঃপর কতিপয় আহলে ইলম তথা জ্ঞানী ও দীনদার ব্যক্তি সৎ নিয়্যাতে কিছু কাজ করেন। পরবর্তীতে লোকেরা মনে করে উক্ত কাজে আলিম ও সৎ লোকদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। অর্থাৎ প্রথমে সৎ লোকদের মূর্তি ও ছবি এ নিয়্যাতে বানানো হয় যে, তাদের ছবি দেখলে আল্লাহর ইবাদতে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু পরবর্তীতে আগমনকারী লোকেরা মনে করে তাদের পূর্ব পুরুষগণ এ মূর্তিগুলোর উসীলা দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করত অথবা মনে করত এরাই মা'বূদ কিংবা আল্লাহর শরীক কিংবা আল্লাহর দরবারে সুপারিশকারী। সুতরাং এরা মানুষের ইবাদত পাওয়ার হক্বদার।[৮১]

---

৮০ ক্বওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ: সর্বপ্রথম যার মাধ্যমে নাবীগণের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটে তা হচ্ছে শিরক। আর সৎলোকদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করাই ছিল এর মূল কারণ।

৮১ উপরোক্ত সকল গোমরাহীর কারণ হচ্ছে হক্বের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ, আর লেখক এখানে উল্লেখ করতে চান, যে, হক্বের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ হয়ে থাকে দু'টি কারণে :

প্রথম কারণ : নেকলোকদের প্রতি (মাত্রাতিরিক্ত) ভালবাসা। এ জন্য নেক লোকদের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ মানুষ তাদের প্রতিমূর্তি তৈরি করে। আর বুজুর্গদের সাথে সাক্ষাত লাভ করতে উৎসাহী হয়।

দ্বিতীয় কারণ : কতিপয় জ্ঞানী ধার্মিক ঐ অতিরিক্ত ভালবাসার মাধ্যমে কল্যাণ লাভের ইচ্ছা করে। আর মানুষ ঐসব নেকলোকদের ইবাদতে আগ্রহী হয়। কিন্তু তাদের পর তারা মূলতঃ অকল্যাণই করে এ আলোচনা হতে বুঝতে হবে যে, যারা দ্বীনকে বিদ'আতের মাধ্যমে শক্তিশালী করতে চায়, তার উপকারের চেয়ে মারাত্মক ক্ষতি সাধন হয়। উদাহরণ স্বরূপ যারা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, তার জন্মদিন পালন করতঃ এর মাধ্যমে কল্যাণের ইচ্ছা করে। এ বিদ'আতী কর্মের মাধ্যমে তারা কল্যাণ লাভের ইচ্ছা করলেও উপকারের চেয়ে মারাত্মক ক্ষতি সাধন হয়। কেননা, তা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শরী'আতহীন কর্মে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর বছরের অবশিষ্ট দিন গুলোতে (বিদ'আতীদের মাঝে) শরী'আতহীন শৈথিল্যতা দেখা যায়। এজন্য যারা এসব বিদ'আতী কর্মের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করে, তারা স্পষ্ট শরী'আত সম্মত কাজে শৈথিল্যতা প্রদর্শন করে থাকে। তারা অন্যদের (ধার্মিকদের) মত উদ্যমী নয়।

আর বিদ'আত মানুষের অন্তরে দারুন ভাবে প্রভাব ফেলে এটাই প্রমাণিত।

মানুষ বিদ'আতকে যতই সৌন্দর্য ও চাকচিক্যময় করুক না কেন? এর মাধ্যমে কেবল মানুষের ভ্রষ্টতাই বৃদ্ধি পায়। কেননা, নাবী বলেছেন **كل بدعة ضلالة** (শরী'আতে) প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।

(হাদীছটি জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। ছ্বহীহ মুসলিম-কিতাবুল জুমু'আহ্, তাখফীফিস ছ্বলাত ওয়াল খুৎবাহ্:২/৫৯২)।

যদি বলা হয় যে, মীলাদুন্নাবীর অনুষ্ঠান পালনের ব্যাপারে হাদীছ দ্বারা দলীল-প্রমাণ রয়েছে, আর তা হচ্ছে, হাদীছে বর্ণনা করা হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোমবারের দিন ছ্বিয়াম পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, সোমবার এমন একটি দিন যে দিন আমি জন্ম লাভ করেছি এবং সেদিনই আমাকে নবুয়ত প্রদান করা হয়েছে অথবা আমার প্রতি কুরআন নাযিল করা হয়েছে।

(হাদীছটি ক্বতাদা হতে বর্ণিত হয়েছে। ছ্বহীহ মুসলিম-কিতাবুস ছ্বিয়াম, বাবুল ইসতিহবা-বু ছ্বিয়ামু ছালাছাতু আইয়্যাম মিন কুল্লি সাহরিন অধ্যায়:২/৮১৯)।

আর সোমবার ও বৃহস্পতিবারে তিনি ছ্বিয়াম পালন করতেন। তিনি বলেন, এ দু'টি এমন দিন, যে দিনে আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দার আমল সমূহ উপস্থাপন করা হয়। সুতরাং আমার আমল সমূহ ছ্বিয়ামরত অবস্থায় তার কাছে উঠানো হোক এটা আমি পছন্দ করি। (হাদীছটি আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী-কিতাবুস সওম, সোমবার ও বৃহস্পতিবারে ছ্বিয়াম রাখা অধ্যায়:৩/৯৪, (ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি হাসান ও গরিব) ছ্বহীহ মুসলিম:৪/১৯৮৭, আবূ দাঊদ:২৪৩৬, নাসায়ী:২৩৬০, ইব্নু মাজাহ্:১৭৩৮)।

কয়েক ভাবে এর জবাব হতে পারে:

১. সোমবারে ছ্বিয়াম পালন মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান কেন্দ্রীক নয়, যেমন ঐসব বিদ'আতীরা অনুষ্ঠান হিসাবে পালন করে থাকে। বরং যাবতীয় অশ্লীল-মন্দ, কথা-কর্ম হতে বিরত থাকার জন্য সোমবারে ছ্বিয়াম পালন করা হয়। পক্ষান্তরে, যারা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বার্ষিকীর অনুষ্ঠান পালন করে, তা হাদীছ বিরোধী কর্ম হিসাবে গণ্য। এখানে অর্থ হচ্ছে, মানুষ এ দিনে ছ্বিয়াম পালন করলে, তা বরকতময় কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে, যার প্রতিদান সে পাবে। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, আমরা এ দিন অনুষ্ঠান কিংবা জন্ম বার্ষিকী পালন করবো?

২. যদি এটাকে দলীল হিসাবে ধরে নেয়া হয় তথাপি তা পালন করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কেননা, ইবাদতের বিষয়সমূহ হলো **توقيفية** বা নির্ধারিত। বর্তমানে মীলাদুন্নাবী নামক যে অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে তা যদি শরী'আত সম্মত হতো তাহলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা কিংবা কর্ম কিংবা সম্মতি দ্বারা বিষয়টি বর্ণনা করতেন।

৩. বর্তমানে এ মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান পালন করে, তারা সোমবারের দিন নির্দিষ্ট করতঃ তা পালন করে না। বরং তাদের ধারণা অনুসারে যে দিনে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম লাভ করেছেন সেই দিনে তারা অনুষ্ঠান পালন করে। আর তাদের ধারণা হচ্ছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম তারিখ ১২ই রবিউল আওয়াল। অথচ

৬) সূরা নূহের ২৩ নং আয়াতের তাফসীর।

৭) মানুষের প্রকৃত অবস্থা এই যে, তাদের অন্তর হক্বের প্রতি খুব কমই আগ্রহী থাকে এবং তারা দিন দিন হক্ব থেকে পিছিয়ে যায়। সে তুলনায় বাতিলের প্রতি তাদের অন্তর ক্রমান্বয়ে বেশী অগ্রসর হয়।

৮) এ অধ্যায়ে সালফে ছ্বলিহীন থেকে বর্ণিত উক্তির দলীল পাওয়া যায়। তা হচ্ছে বিদ'আত কুফরীর কারণ।[৮২]

ঐতিহাসিক সূত্রে এ তারিখ প্রমাণিত নয়। অবশ্য পরবর্তী জ্যোতির্বিদগণ বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, আল্লাহর নাবীর জন্ম তারিখ ৯ই রবিউল আওয়াল, ১২ই রবিউল আওয়াল নয়।

৪. প্রচলিত পদ্ধতিতে মীলাদুন্নাবী অনুষ্ঠান পালন করা স্পষ্ট বিদ'আত। কেননা, উক্ত অনুষ্ঠান নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার ছাহাবীদের যুগে প্রচলিত ছিল না। অথচ এ অনুষ্ঠান পালনে তারাই বেশী দাবিদার ছিলেন এবং তাতে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না।

সন্তান-সন্ততির জন্ম উৎসব পালনের হুকুম বা বিধান

প্রাসঙ্গিকতা : যে সব অনুষ্ঠান উৎসব হিসাবে প্রত্যেক সপ্তাহ কিংবা বছরে বছরে পালন করা হয়, যা শরী'আত সম্মত নয়, তা বিদ'আত। এ প্রসঙ্গে দলীল হচ্ছে শরী'আত প্রণেতা নবজাতকের আক্বীকার বিধান ধার্য করেছেন। এছাড়া আর কোন অনুষ্ঠান নির্ধারণ করেননি। তাদের এসব অনুষ্ঠান পুনঃপুন প্রত্যেক সপ্তাহে কিংবা বছরে উৎসব হিসাবে পালন করলে ইসলামী উৎসবের সাথে তা সাদৃশ্য হয়ে যায়, যা বৈধ নয় হারাম। আর ইসলামী শরী'আতে তিনটি উৎসব যথা- ঈদুল ফিত্‌র, ঈদুল আযহা ও সাপ্তাহিক উৎসব তথা জুমু'আর দিন ছাড়া অন্য কোন উৎসব নেই।

আর এ তিনটি উৎসব কোন অভ্যাসগত বিষয় নয়, কেননা তা বারবার আসে। মহানাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন আনছারদেরকে দু'টি ঈদ অনুষ্ঠান হিসাবে পালন করতে দেখে বলেন,

إن الله أبدلكما بخير منهما: عيد الأضحى، وعيد الفطر

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এ দু'দিনের পরিবর্তে শ্রেষ্ঠ দু'দিন প্রদান করেছেন। তা'হলো ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্‌র। (হাদীছটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদের আহমাদ:৩/১০৩, আবূ দাঊদ-কিতাবুস ছ্বলাত, দুই ঈদের ছ্বলাত অনুচ্ছেদ:১১৩৪, নাসায়ী:৩/১৭৯, হাকীম:১/২৯৪, বায়হাক্বী:৩/২৭৭) ইসনাদ ছ্বহীহ।

অথচ উক্ত অনুষ্ঠান পালন করা তাদের অভ্যাসগত চিরাচরিত বিষয় ছিল।

৮২. তা ছাড়া ইবলিস অন্যান্য পাপের চেয়ে বিদ'আতকেই বেশী পছন্দ করে। কারণ পাপ থেকে তাওবা করা সহজ হলেও বিদ'আত থেকে তাওবা করা সহজ নয়। কারণ বিদ'আত

৯) বিদ'আতের পরিণতি কত ভয়াবহ, -শয়তান ভাল করেই তা জানে। যদিও বিদ'আতকারীর নিয়্যাত ভাল হয়। এ জন্যই শয়তান আমলকারীকে বিদ'আতের দিকে নিয়ে যায়

১০) "দীনের ব্যাপারে সীমালংঘন করা নিষেধ" এ সাধারণ নীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সীমা লংঘনের পরিণতি সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞান লাভ করা জরুরী।

১১) সৎ কাজের নিয়্যাতে কবরের পাশে অবস্থান করার ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হওয়া গেল।[৮৩]

১২) মূর্তি বানানো বা স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা এবং তা অপসারণের হিকমত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

১৩) শিরক কাকে বলে তা বুঝতে হলে নূহ আ. এর জাতির সৎ লোকদের ঘটনা জানা জরুরী। এ ঘটনা জানার অপরিসীম গুরুত্ব থাকার পরও লোকেরা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর।

১৪) সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, বিদ'আতীরা তাফসীর ও হাদীছের কিতাবগুলোতে ঐ ঘটনা পড়ছে এবং তার অর্থও ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরের উপর পর্দা ঢেলে দেয়ার কারণে তারা বিশ্বাস করে যে, নূহ আ. এর কওমের লোকদের কাজই ছিল শ্রেষ্ঠ ইবাদত। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিষেধ করেছিলেন সেটা ছিল, কেবল এমন কুফরী, যার ফলে জান-মাল বৈধ হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যায়।

১৫) এটা সুস্পষ্ট যে, 'নূহ' আ. এর জাতির লোকেরা তাদের কাজ দ্বারা সুপারিশ ছাড়া আর কিছুই চায়নি।

তো ছাওয়াবের কাজ মনে করে করা হয়। তাই এতে পাপের অনুভূতি থাকে না। তাই তাওবারও প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

৮৩ কবরকে আঁকড়ে ধরার ক্ষতি হচ্ছে, তা কবরপূজার দিকে ধাবিত করে। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ হলো : কোন সৎলোকের কবরের নিকটে কুরআন তিলাওয়াত কিংবা দান-ছদাক্বাহ করে যদি কেউ এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, এসবের কারণেই কারো মঙ্গল হয় তাহলে এটা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। যা কখনো কখনো বিদ'আতীকে কবরপূজার দিকে আকৃষ্ট করে।

১৬) তাদের ভুল ধারণা এটাই ছিল, যেসব পণ্ডিত সৎ লোকদের ছবি বা মুর্তি তৈরী করেছিল, তারাও শাফা'আত লাভের আশা পোষণ করত।

১৭) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তার নিম্নোক্ত বাণীর মধ্যে এই কথার প্রমাণ মিলে। তিনি বলেছেন: "তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না যেমন খ্রিষ্টানরা মারইয়াম তনয়ের মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করত।" সে নাবীর প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, যিনি সুস্পষ্ট করে সত্যের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

১৮) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, দীনের ব্যাপারে সীমা লংঘনকারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

১৯) 'নূহ' (আলাইহিস সালাম) -এর জাতির ঘটনার মধ্যে এ কথা সুস্পষ্ট যে, ইলমে দীন উঠে যাওয়ার পূর্বে এবং জ্ঞানীদের মৃত্যুবরণ করার পূর্বে সৎ লোকদের ছবি বা মূর্তিগুলোর পূজার সূচনা হয়নি। এর দ্বারা ইলমে দীন থাকার মর্যাদা আর না থাকার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানা গেল।[৮৪]

২০) আরো জানা গেল যে, আলিমগণের মৃত্যুবরণের মাধ্যমেই ইলমে দীন উঠে যায়।[৮৫]

---

৮৪ ক্বওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ: এটা স্পষ্ট ভাবে জানা গেলো যে, ঐসব মূর্তিপূজা ততক্ষণ পর্যন্ত শুরু করা হয়নি যতক্ষণ না জ্ঞান-উপদেশ ভুলে গেছে। অর্থাৎ জ্ঞান বিলীন হওয়ার পর এসব মূর্তির ইবাদত শুরু করা হয়েছে। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মাঝে ইলম-জ্ঞান থাকলেই তার মর্যাদা রয়েছে। উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর ইলম-জ্ঞান অর্জন জরুরী। যখন তা উঠে যাবে তখন মূর্খতা প্রকাশ পাবে। আর মূর্খতা প্রকাশ পেলে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা যাবে না। কিভাবে আল্লাহর ইবাদত ও নৈকট্য অর্জন করতে হয়, তা অচিরেই তারা জানতে পারবে না।

৮৫ ক্বওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ: আলিমগণের মৃত্যু এ বিদ্যা উঠিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। তাই আলিম-উলামা মৃত্যু বরণ করলে শুধু জাহিল-মূর্খরা বেঁচে থাকবে, তারা জ্ঞান ছাড়াই ফাতওয়া দিবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। তবে বিদ্যা উঠে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো, আলিম-উলামাদের উদাসীনতা এবং পার্থিব বিষয় নিয়েই ব্যস্ত থাকা। ইলম-জ্ঞান অর্জনে মনোযোগী না হওয়া। কখনো অবস্থা এমন হবে যে, বিদ্যা থেকেও যেন নেই। আলিম-ক্বারীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এ অবস্থা সৃষ্টি হবে, তারা ইলম-জ্ঞান অনুযায়ী আমল করবে না। আমলকারী বিদ্বানগণের সংখ্যা কমে যাবে। এমতবস্থায় ইলম দ্বারা কোন উপকার লাভ হবে না। ইলম-জ্ঞান থেকেও না থাকার মতই হবে। বরং ইলম চর্চা থাকতেও উম্মতের জন্য তা ক্ষতির কারণ বলে গণ্য হবে।

অধ্যায়: ১৯

সৎ লোকের কবরের পাশে আল্লাহর ইবাদতকারীর ব্যাপারে যেখানে কঠোর শাস্তির ঘোষণা রয়েছে, সেখানে ঐ সৎ লোকের উদ্দেশ্যে ইবাদতকারীর ব্যাপারে কী হুকুম আসতে পারে?

ছ্বহীহ বুখারীতে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, উম্মে সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হাবাশায় যে গীর্জাটি দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাতে তিনি যে সব প্রতিকৃতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি বললেন,

«أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"তারা এমন লোক, তাদের মধ্যে যখন কোন নেককার ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করত, তখন তারা তার কবরের উপর মসজিদ তৈরী করত এবং মসজিদে ঐগুলো স্থাপন করত। এরাই হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক। তারা দু'টি ফিতনাকে একত্র করেছে। একটি হচ্ছে কবর পূজার ফিতনা। অপরটি হচ্ছে প্রতিকৃতি পূজার ফিতনা।

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে আরো একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, যখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি নিজের মুখমণ্ডলকে স্বীয় চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলতেন। আবার অস্বস্তিবোধ করলে তা চেহারা থেকে সরিয়ে ফেলতেন। এমন অবস্থায়ই তিনি বললেন,

«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا لَوْلاَ ذَلِكَ لأُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»

কেননা, সাধারণ মানুষ যখন লক্ষ করবে যে, কথিত ইলম অনুযায়ী বিদ্বান আমল করছে না, তখন তাদের এ ধারণা সৃষ্টি হবে যে, মানুষ যা করছে তা সঠিক। তাই যে জ্ঞান দ্বারা মানুষের উপকার হয় না তার ক্ষতি মূর্খতার ক্ষতির চেয়েও বেশী মারাত্মক। কারণ মূর্খতা প্রকাশ পেলে মানুষ জ্ঞান অন্বেষণ করবে।

“ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের প্রতি আল্লাহর লা’নত। তারা তাদের নাবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে। ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের শিরকী কাজ থেকে মুমিনদেরকে সতর্ক করাই ছিল এ কথার উদ্দেশ্য।[৮৬] ছ্বহীহ: বুখারী হা/৪৩৫, মুসলিম হা/৫৩১ অধ্যায়: কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা নিষেধ।

---

৮৬. ক্বওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ: **একটি প্রশ্ন ও তার জবাব :** যদি কেউ প্রশ্ন করে, বর্তমানে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর মাসজিদে নববীর মাঝে অবস্থিত হওয়ায় আমরা কবর কেন্দ্রীক সমস্যার সম্মুখিন হই, এর উত্তর কি? আমরা বলবো, এর কয়েকটি কারণ রয়েছে :

১. কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা হয়নি বরং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে (তার মৃত্যুর আগেই) মাসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

২. নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাসজিদের মধ্যে দাফন করা হয়নি বরং তার বাড়ির ভিতরে তাকে দাফন করা হয়েছে। মাসজিদে দাফন করলে লোকেরা বলতো যে, নেককার ব্যক্তিদেরকে মাসজিদে দাফন করার এটি একটি প্রমাণ।

৩. রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাড়ির ভিতর আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর ঘরও রয়েছে, মাসজিদের সাথে তার বাড়ি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে ছাহাবীগণের ঐকমত্যে হয়নি। বরং অধিকাংশ ছাহাবীগণের মৃত্যুর পর মাত্রকয়েকজন ছাহাবী বেঁচে ছিলেন। সে সময় ৯৪ হিজরী সনে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাড়ি মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুতরাং উক্ত কাজ ছাহাবীগণ জায়েয করেননি কিংবা তাদের ঐকমত্য উক্ত কাজ সম্পন্ন হয়নি।

এমন কি কোন কোন তাবেয়ী এর বিরোধিতা করেছেন। তাদের মধ্যে সাইদ বিন মুসাইব অন্যতম। তিনি এ কাজ সমর্থন করেননি।

৪. কবরটি মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনকি কবরকে মাসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অনেক পরে। কেননা, কবরটি মাসজিদ হতে আলাদা একটি কক্ষে অবস্থিত। সুতরাং মাসজিদ কবরের উপর নির্মাণ করা হয়নি। এ জন্য স্থানটি তিনটি প্রাচিরের মাঝে ঘেরাও করে সংরক্ষন করা হয়েছে। আর প্রাচিরকে কিবলা থেকে সরিয়ে এক কোনে ত্রিভূজ আকৃতি করে তৈরী করা হয়েছে। আর রোকন (ইয়ামানী) এর অবস্থান উত্তর পার্শ্বে।

মাসজিদ এমন করে নির্মাণ করা হয়েছে যে, মানুষ ছালাত আদায়ের সময় কবরের মুখোমুখি হবে না। স্থান হতে কবর একপার্শ্বে অবস্থিত। সুতরাং কবরপূজারীরা এ কবরকে যে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে তা খণ্ডন করা হলো। কবর পূজারীরা আরো বলে, এটা তাবেয়ীগণের যুগ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত চালু রয়েছে। মুসলিমগণ এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এটাকে কেউ অস্বীকার করেনি।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করার আশঙ্কা না থাকলে তার কবরকে উঁচু স্থানে ও উন্মুক্ত রাখা হত। কিন্তু তিনি আশঙ্কা করলেন যে, তার কবরকে মসজিদে পরিণত করা হতে পারে"।

জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তার ইন্তেকালের পূর্বে এ কথা বলতে শুনেছি,

«إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ قَد اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».

"তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা থেকে আমি আল্লাহর কাছে দায় মুক্তি ঘোষণা করছি। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাকে খলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যেমনি তিনি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে খলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আর আমি যদি আমার উম্মাত হতে কাউকে খলীল হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে খলীল হিসাবে গ্রহণ করতাম। সাবধান, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের নাবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান, তোমরা কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করছি"।[৮৭]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জীবনের শেষ মুহূর্তেও কবরকে মসজিদে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন। আর এ কাজ যারা করেছে তাদেরকে তিনি লা'নত করেছেন। কবরের পাশে মসজিদ নির্মিত না হলেও সেখানে যারা ছ্বলাত পড়বে, তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লা'নত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করার আশঙ্কা না থাকলে তার কবরকে উন্মুক্ত রাখা হত, -আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ বাণী দ্বারা এ

আমরা বলবো, তাবেয়ীদের যুগ হতে উক্ত কাজের অস্বীকৃতি এবং অপবাদ লক্ষ করা যায়। আর এটা কোন ইজমার বিষয়ও নয়। আর যদিও মেনে নেয়া হয় যে, ইজমা হয়েছিল। তথাপি চার ধরণের মত পার্থক্য হয়েছিল যা আমরা উপরে উল্লেখ করলাম।

৮৭. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩২, অধ্যায়: কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা নিষেধ।

কথাই বুঝানো হয়েছে। ছাহাবায়ে কেরাম নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের পাশে মসজিদ বানানোর মত লোক ছিলেন না। যে স্থানকে ছ্বলাত পড়ার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছে সে স্থানকেই মসজিদ হিসাবে গণ্য করা হয়। বরং এমন প্রত্যেক স্থানকেই মসজিদ বলা হয়, যেখানে ছ্বলাত আদায় করা হয়। যেমন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

جُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

"পৃথিবীর সব স্থানকেই আমার জন্য মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র করে দেয়া হয়েছে"।[৮৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

«إِنَّ مِنْ شرارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ»

"জীবন্ত অবস্থায় যাদের উপর দিয়ে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, আর যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে, তারাই হচ্ছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।[৮৯]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) যে ব্যক্তি কোনো সৎ লোকের কবরের পাশে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মসজিদ বানায়, তার ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কঠোর হুঁশিয়ারী রয়েছে। যদিও ইবাদতকারীর নিয়্যাত বিশুদ্ধ হয়।

২) মূর্তি বানানোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং এ ব্যাপারে কঠোর ধমকি এসেছে।

---

৮৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৩৮, মুসলিম হা/৫৩১। অধ্যায়: পৃথিবার সব স্থানকেই আমার জন্য মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

৮৯. হাসান: মুসনাদে আহমাদ ১/৪০৫। ইবনে খুজাইমা হা/৭৮৯, মুসনাদে শাফেঈ হা/৫২৮।

৩) কবরকে মসজিদ বানানো থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রথমে তিনি সুস্পষ্ট করে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তিনি তা বারবার বলেছেন। অতঃপর যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল তখন তিনি পূর্বের বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করেননি। বরং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আবারও সতর্ক করেছেন।

৪) নিজ কবরের অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই তার কবরের পাশে এসব কাজ অর্থাৎ কবর পূজা থেকে নিষেধ করেছেন।

৫) নাবীদের কবর পূজা করা বা কবরকে ইবাদতখানায় পরিণত করা ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের রীতি।

৬) এ জাতীয় কাজ যারা করে তাদের উপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অভিসম্পাত।

৭) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সতর্ক করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার কবরকে মাসজিদ বানানো থেকে আমাদেরকে সাবধান করে দেয়া।

৮) তার কবরকে উন্মুক্ত না রাখার কারণ এ হাদীছে সুস্পষ্ট।

৯) এই অধ্যায়ে কবরকে মসজিদ বানানোর মর্মার্থ ব্যক্ত করা হয়েছে।

১০) যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে এবং যাদের উপর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, -এ দু'ধরনের লোকের কথা একই সাথে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরক সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই এমন কিছু বিষয়ের বর্ণনা করেছেন, যা মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়। সেই সাথে তিনি শিরকের শেষ পরিণামও বর্ণনা করেছেন।

১১) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ইন্তেকালের পাঁচ দিন পূর্বে স্বীয় খুতবায় কবরের উপর মসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন। এখানে বিদ'আতী লোকদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দু'টি দলের প্রতিবাদ রয়েছে। কিছু সংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তি এ বিদ'আতীদেরকে মুসলামানদের ৭২ দলের বাইরে বলে মনে করেন।[৯০] এসব বিদ'আতী হচ্ছে রাফেজী ও জাহমীয়া। এই রাফেযী

---

৯০. অর্থাৎ তাদের বিদ'আত এতই মারাত্মক ও ক্ষতিকর, যার কারণে তারা মুসলমানদের অন্যান্য গোমরাহ ফির্কার অন্তর্ভুক্ত হওয়ারও উপযুক্ত নয়। তাই কোন কোন আলিম তাদেরকে নিরেট কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অনেকে বইও লিখেছেন- কবর পূজারীরা কাফির।

দলের কারণেই শিরক এবং কবর পূজা শুরু হয়েছে। সর্বপ্রথম কবরের উপর তারাই মসজিদ নির্মাণ করেছে।

১২) এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছ থেকে জানা গেল যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরও মৃত্যু যন্ত্রণা হয়েছিল।

১৩) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহ তা'আলা খলীল বানিয়ে সম্মানিত করেছেন।

১৪) খুল্লাতের স্তর মুহাব্বত ও ভালবাসার স্তরের চেয়েও অধিক উর্ধ্বে।

১৫) সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, ছাহাবীদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

১৬) এ হাদীছে আবুবকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

অধ্যায়: ২০

সৎ লোকদের কবরের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন তাকে মূর্তিতে পরিণত করে এবং আল্লাহ ব্যতীত তার ইবাদতও করা হয়

ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করেছেন,

«اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

“হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করো না, যার ইবাদত করা হবে। ঐ জাতির উপর আল্লাহর লা'নত, যারা তাদের নাবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে।[৯১]

ইবনে জারীর সুফিয়ান হতে, তিনি মানসূর হতে এবং তিনি মুজাহিদ হতে أفرأيتم اللات والعزى এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, লাত এমন একজন সৎ লোক ছিলেন, যিনি হাজীদেরকে ছাতু খাওয়াতেন। অতঃপর যখন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, তখন লোকেরা তার কবরের পাশে অবস্থান করতে লাগল। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আবুল জাওযা একই কথা বর্ণনা করে বলেন, ‘লাত’ হাজীদেরকে ছাতু খাওয়াতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ»

“রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারতকারিণী মহিলাদেরকে এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে ও যারা কবরে বাতি জ্বালায় তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন”।[৯২]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১। মূর্তি বা প্রতিমার ব্যাখ্যা জানা গেল। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হোক না কেন, সেটিই মূর্তি সমতুল্য।

২) ইবাদতের ব্যাখ্যা জানা গেল। অর্থাৎ কবরকে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান করা কবরবাসীর ইবাদতের নামান্তর।

---

৯১. হাসান: মুআত্তা ইমাম মালেক হা/৮৫। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন: শাইখের তাহকীকসহ মিশকাত, হা/৭৫০।

৯২. যঈফ: আবু দাউদ হা/৩২৩৬, অধ্যায়: মহিলাদের কবর যিয়ারত। ইমাম আলবানী এ হাদীছকে যঈফ বলেছেন। দেখুন: সিলসিলায়ে যঈফা, হা/২২৫। মুসনাদে আহমাদ, শুয়া'ইব আর নাউত্ব (রহিমাহুল্লাহ) ছ্বহীহ বলেছেন।

৩) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা করেছেন একমাত্র তা থেকেই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন।

৪) নাবীদের কবরকে মসজিদ বানানোর বিষয়টিকে মূর্তি পূজার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

৫) যারা কবরকে মসজিদ বানায় তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কঠিন গযব নাযিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬) এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সর্ববৃহৎ মূর্তি "লাতের" ইবাদতের সূচনা কিভাবে হয়েছে, তা জানা গেল।

৭) লাত নামক মূর্তির স্থানটি মূলত একজন নেককার লোকের কবর।

৮) লাত প্রকৃতপক্ষে কবরস্থ ব্যক্তির নাম। মূর্তির নামেই কবরের নামকরণ করা হয়েছে।

৯) কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদের প্রতি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভিসম্পাত।

১০) যারা কবরে বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভিশাপ।

অধ্যায়: ২১

নাবী মুস্তাফা ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাওহীদের হিফাযত করণ এবং শির্কের সকল পথ বন্ধকরণে তার আপ্রাণ চেষ্টা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ বলেন:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

"তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের হিদায়াতের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়"। *(সূরা আত তাওবা: ১২৮)*

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

«لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ».

"তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না, আর আমার কবরকে ঈদ-উৎসবের স্থানে পরিণত করো না।[৯৩] আমার উপর তোমরা দরুদ পড়ো।

৯৩ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: কোন আলেম ছ্বলাত আদায় ও দু'আ করার জন্য কবরের নিকট যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। কেননা এ জন্য কবরের নিকট যাওয়া কবরকে এক প্রকার ঈদ বানানোর মতই। এতে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যখন কোনো ব্যক্তি নামাযের জন্য মসজিদে নববীতে প্রবেশ করবে, তখন সালাম দেয়ার নিয়তে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের নিকট যাওয়া নিষিদ্ধ। কেননা এটি বৈধ হওয়ার জন্য কোন দলীল পাওয়া যায়না।

ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) মদীনাবাসীদের জন্য অপছন্দ করতেন যে, তাদের কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের পাশে যাবে। কেননা সালফে সালেহীনগণ এরূপ করতেন না। তিনি আরো বলেন: এই উম্মতের আখেরী যামানার লোকদেরকে ঐ বিষয়ই সংশোধন করতে পারে, যা তাদের প্রথম যামানার লোকদেরকে সংশোধন করেছিল। অর্থাৎ ছ্বহীহ সুন্নাতের অনুসরণ ব্যতীত তাদের সংশোধনের কোন সুযোগ নেই।

ছাহাবী এবং তাবেয়ীগণ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মসজিদে আগমণ করতেন এবং ছ্বলাত আদায় করতেন। ছ্বলাত আদায় করে তারা মসজিদে বসতেন অথবা বের হয়ে যেতেন। কিন্তু সালাম দেয়ার উদ্দেশ্যে কবরের নিকট যেতেন না।[৯৩] কেননা তারা জানতেন যে, মসজিদে প্রবেশের সময়ই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ পাঠ করা এবং সালাম দেয়া সুন্নাত।

দুরূদ পাঠ, সালাম দেয়া কিংবা ছ্বলাত আদায় এবং দু'আ করার নিয়তে কবরের নিকট যেতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ছাহাবীদেরকে অনুমতি দেননি; বরং তিনি তা থেকে ছাহাবীদেরকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছে যায়। ইমাম আবূ দাউদ হাসান সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাদীছের সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য"। ছ্বহীহঃ আবু দাউদ হা/২০৪২, অধ্যায়ঃ কবর যিয়ারত।

আলী ইবনুল হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে,

«لا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ»

"তোমরা আমার কবরকে ঈদে বা মেলায় পরিণত করোনা আর তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করোনা। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌছে যায়"। তিনি এতে বর্ণনা করেছেন যে, দূর থেকে সালাম দিলেও তাঁর কাছে সালাত ও সালাম পৌঁছে যায়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সমস্ত লোকদের উপর লা'নত করেছেন, যারা তাদের নাবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানায়।

ছাহাবীদের যামানায় দরজা দিয়ে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার হুজরাতে প্রবেশ করা হত। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জীবিত থাকা অবস্থায় এবং তাঁর মৃতুর পরও এরূপ করা হত। পরবর্তীতে যখন অন্য একটি প্রাচীর দিয়ে হুজরা শরীফকে ঘিরে দেয়া হল, তখনো তাতে দরজা দিয়েই প্রবেশের সুযোগ ছিল। এত সব সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ছাহাবীগণ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ পেশ করার জন্য কিংবা তাকে সালাম দেয়ার জন্য, কিংবা নিজেদের জন্য বা অন্যদের জন্য দু'আ করার নিয়তে কিংবা কোন হাদীছ বা কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য কবরের নিকট যেতেন না। এমন কি শয়তানের জন্যও এই সুযোগ রাখা হয়নি যে, সে ছাহাবীদেরকে কোনো কথা শুনাবে অথবা সালাম শুনাবে, যাতে তারা মনে করতে পারেন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই তাদের সাথে কথা বলছেন, তাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন কিংবা তাদের জন্য হাদীছ বর্ণনা করছেন। শয়তানের জন্য এই সুযোগও রাখা হয়নি যে, সে এমন আওয়াজে সালামের জবাব দিবে, যাতে বাহির থেকে তা শুনা যায়। কিন্তু শয়তান ছাহাবীগণ ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে সুযোগ পেয়ে গেছে। সে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের পাশে এবং অন্যদের কবরের পাশেও মুসলিমদেরকে গোমরাহ করেছে। কবরের পাশে শয়তান আওয়াজ করেছে। সেই আওয়াজ শুনে শ্রবণকারীগণ ধারণা করেছে যে, কবরবাসীই তাদেরকে হুকুম করছে, নিষেধ করছে এবং বাহ্যিকভাবেই তাদের সাথে কথাও বলছে। শয়তান তাদেরকে আরো ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি কবর থেকে বের হয় এবং লোকেরা তাকে বের হতে দেখে। লোকেরা আরো ধারণা করে যে, মৃতরা স্বশরীরে কবর থেকে বের হয় এবং লোকদের সাথে কথা বলে। এমনকি মৃতদের দেহের সাথে তাদের রূহগুলোও দেখা যায়।

মোট কথা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের পাশে উপস্থিত হয়ে সালাত ও সালাম পেশ করা ছাহাবীদের অভ্যাস ছিল না। যেমনটি করে থাকে ছাহাবীদের পরের যুগের মুসলিমরা।

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجِيءُ إِلى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو، فَنَهَاهُ وَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ الله – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ».

তিনি একজন লোককে দেখতে পেলেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের পাশে একটি ছিদ্রপথে প্রবেশ করে সেখানে দু‘আ করছে। তখন তিনি ঐ লোকটিকে এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করলেন। তাকে আরো বললেন, আমি কি তোমার কাছে সে হাদীছটি বর্ণনা করব না, যা আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি এবং তিনি শুনেছেন আমার দাদার কাছ থেকে, আর আমার দাদা শুনেছেন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে? রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: “তোমরা আমার কবরকে ঈদে পরিণত করো না আর তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌঁছে যায়।[৯৪] ইমাম যিয়াউদ্দীন আল-মাকদেসী এই হাদীছটি মুখতারায় বর্ণনা করেছেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) সূরা আত তাওবার ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ﴾ আয়াতের তাফসীর জানা গেল।

২) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতকে কবর পূজা তথা শির্ক থেকে বহুদূরে রাখতে চেয়েছেন।

৩) আমাদের হিদায়াতের জন্য রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগ্রহ, আমাদের প্রতি তার দয়া ও করুণার কথা জানা গেল।

---

৯৪ ছ্বহীহ: মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা/৭৫৪২, বায্যার হা/৫০৯।

৪) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর যিয়ারত উত্তম নেক কাজ হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ পদ্ধতিতে তার কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ যিয়ারতের জন্য বারবার তার কবরের নিকটবর্তী হতে এবং দূর দেশ হতে ভ্রমণ করে কবরের নিকটে এসে দু'আ করতে নিষেধ করেছেন।

৫) অধিক যিয়ারত নিষিদ্ধ করেছেন।

৬) ঘরে নফল ছ্বলাত আদায় করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন।

৭) সালফে ছ্বলিহীনের নিকট এ কথাটি প্রমাণিত ছিল যে, কবরস্থানে ছ্বলাত পড়া যাবে না”

৮) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরস্থানে ছ্বলাত কিংবা দরুদ না পড়ার কারণ হচ্ছে, তার উপর পঠিত দরুদ ও সালাম দূরে অবস্থান করে পড়লেও তার কাছে পৌঁছানো হয়। তাই নৈকট্য লাভের আশায় কবরস্থানে দরুদ পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

৯) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর জগতে রয়েছেন। তার উম্মত যেসমস্ত আমল করে তা থেকে দরুদ ও সালাম তার কাছে পেশ করা হয়।

অধ্যায়: ২২

মুসলিম উম্মাহর কিছু সংখ্যক লোক মূর্তি পূজা করবে

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾

“তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা ‘জিবত’ এবং ‘ত্বগূত’কে বিশ্বাস করে। *(সূরা আন নিসা: ৫১)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

"বলো: আমি কি সে সব লোকদের কথা জানিয়ে দেব? যাদের পরিণতি আল্লাহর কাছে এর চেয়ে খারাপ। তারা এমন লোক যাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেছেন এবং যাদের উপর আল্লাহর গযব নিপতিত হয়েছে। যাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে তিনি বানর ও শুকর বানিয়ে দিয়েছেন। তারা ত্বগূতের পূজা করেছে। তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে। *(সূরা আল মায়িদা: ৬০)*

আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন:

﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾

"যারা তাদের ব্যাপারে বিজয়ী হলো তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের কবরের উপর মসজিদ তৈরী করবো" *(সূরা কাহাফ: ২১)*

ছাহাবী আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

«لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَذْوَ القُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ؟ ».

"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের অভ্যাস ও রীতি-নীতির ঠিক ঐ রকম অনুসরণ করবে, যেমন এক তীরের ফলা অন্য এক তীরের ফলার সমান হয়। অর্থাৎ তোমরা পদে পদে তাদের অনুসরণ করে চলবে। এমনকি তারা যদি দব্ব (মরুভূমিতে বসবাসকারী গুই সাপের ন্যায় এক ধরণের জন্তু বিশেষ) এর গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে। ছাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রসূল! পূর্ববর্তী উম্মাত দ্বারা আপনি কি ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বুঝাচ্ছেন? তিনি বললেন: তবে আর কারা?[৯৫]

---

৯৫ ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৫৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৬৯, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৯৪।

ছ্বহীহ মুসলিমে ছাহাবী ছাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سيبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِيَ مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِم عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضيتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ, وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

"আল্লাহ তা'আলা গোটা যমীনকে একত্রিত করে আমার সামনে পেশ করলেন। তখন আমি যমীনের পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত দেখতে পেলাম। পৃথিবীর যতটুকু স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে আমার উম্মাতের শাসন বা রাজত্ব সেই স্থান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে। লাল ও সাদা দু'টি ধনভাণ্ডার আমাকে দেয়া হল। আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মাতের জন্য এ আরজ করলাম, তিনি যেন আমার উম্মাতকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস না করেন এবং তাদের নিজেদেরকে ব্যতীত বাহিরের কোন শত্রুকে তাদের উপর বিজয়ী বা ক্ষমতাসীন করে না দেন। যার ফলে সেই শত্রু তাদের সব কিছুকে (রাজত্ব ও সম্পদকে) নিজেদের জন্য হালাল মনে করবে। আমার রব আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি যখন কোন বিষয়ে ফায়ছালা করি, তখন তার কোনো ব্যতিক্রম হয় না। আমি তোমাকে তোমার উম্মাতের জন্য এ অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস করবো না এবং তাদের নিজেদেরকে ছাড়া যদি সারা বিশ্বও তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয় তবুও এমন কোনো শত্রুকে তাদের উপর ক্ষমতাবান করবো না যে তাদের জান, মাল ও রাজত্ব এমনকি সবকিছুই বৈধ মনে করে লুটে নিবে। তবে তোমার উম্মাতের লোকেরাই পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে একে অপরকে হত্যা করবে এবং একে অপরকে বন্দী করবে"। ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৮৯, অধ্যায়: এই উম্মতের কতক লোক কতকের হাতে ধ্বংস হওয়া, তিরমিযী হা/২১৭৬।

ইমাম বারকানী (রহিমাহুল্লাহ) তার ছ্বহীহ হাদীছগ্রন্থে উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত বর্ণনায় নিম্নোক্ত কথাগুলো অতিরিক্ত এসেছে,

«وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ المُضِلِّينَ،وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِم السيفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ،وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَق حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالمشركِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ،وَإِنَّهُ سيكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِي بَعْدِي، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ مَنْصُورَةً، لَا يَضرهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

"আমি আমার উম্মাতের জন্য ভ্রষ্টকারী ইমামদের[৯৬] ব্যাপারে বেশী আশঙ্কা বোধ করছি এবং তাদের উপর একবার তলোয়ার চালানো হলে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে তলোয়ার উঠানো হবে না[৯৭]। আর ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমার একদল উম্মাত মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং যতক্ষণ না আমার উম্মাতের একটি শ্রেণী মূর্তি পূজা করবে। আমার উম্মাতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আগমন ঘটবে। প্রত্যেকেই নিজেকে নাবী বলে দাবি করবে। অথচ আমিই সর্বশেষ নাবী। আমার পর আর কোনো নাবী নেই। ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের মধ্যে এমন একটি সাহায্য প্রাপ্ত দল থাকবে। যারা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তা'আলার ফায়ছালা আসার পূর্ব পর্যন্ত তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[৯৮]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

---

৯৬ ভ্রষ্টকারী/বিভ্রান্তকারী ইমামগণ: আইম্মাহ (الأئمة): শব্দটি ইমাম (إمام) শব্দের বহুবচন। আর সে হচ্ছে কোন সম্প্রদায়ের এমন প্রধান (নেতা) যে তাদেরকে কোন কথা, কাজ বা বিশ্বাসের প্রতি আহবান জানায় আর তারা তাকে অনুসরণ করে, হোক সে হিদায়াতপ্রাপ্ত অথবা পথভ্রষ্ট। এখানে তাদের (বিভ্রান্তকারী ইমামগণ) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: এমন আমীরগণ, আলিমগণ এবং ধার্মিক ব্যক্তি যারা পাপাচার, অন্যায়, ভ্রষ্টতা বা বিদ'আতের দিকে আহবানকারী। দেখুন: গয়াতুল মুরীদ।

৯৭ আর যখন তাদের উপরে তলোয়ার এসে পড়বে তখন কিয়ামাতের আগ পর্যন্ত আর তা উঠানো হবে না: অর্থ্যাৎ যখন যুদ্ধ, ফিতনা ও পারস্পরিক দ্বন্দ তাদের মধ্যে প্রকাশ পাবে, তখন তা কিয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আর উসমান রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহুকে হত্যার মাধ্যমে সেই তলোয়ার আপতিত হয়েছে, এখন পর্যন্ত তা চলমান রয়েছে, তাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়নি। দেখুন: গয়াতুল মুরীদ।

৯৮. হাসান-ছ্বহীহ: আবূদাউদ হা/৪২৫২, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৫২।

১) সূরা আন নিসার ৫১নং আয়াতের তাফসীর।

২) সূরা আল মায়িদার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর।

৩) সূরা আল কাহাফের ২১ নং আয়াতের তাফসীর।

৪) এই অধ্যায়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এখানে জিবত এবং ত্বগূতের প্রতি ঈমানের অর্থ কী? এটা কি শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম? নাকি জিবত ও ত্বগূতের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা এবং বাতিল বলে জানা সত্ত্বেও এর পূজারীদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করা বুঝায়? ইত্যাদি বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৫) ইয়াহূদীদের কথা হচ্ছে, কাফিরদের কুফরী সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তারা মুমিনদের চেয়ে অধিক সত্য পথের অধিকারী।

৬) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই উম্মতের মধ্যে অবশ্যই মূর্তি পূজারীদের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে। আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছে এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে।

৭) এ রকম সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুস্পষ্ট ঘোষণা অর্থাৎ এ উম্মতের অনেক লোকের মধ্যে মূর্তিপূজা পাওয়া যাবে।

৮) সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যারা নবুওয়াতের দাবি করবে। যেমন দাবি করেছিল "মুখতার ছাকাফী"। অথচ সে আল্লাহর তাওহীদ ও মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাতকে স্বীকার করত। সে নিজেকে উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত বলেও ঘোষণা করত, সে আরও ঘোষণা দিত যে, রসূল সত্য, কুরআন সত্য এবং মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নাবী হিসেবে স্বীকৃত। এগুলোর স্বীকৃতি প্রদান সত্ত্বেও তার মধ্যে উপরোক্ত স্বীকৃতির সুস্পষ্ট বিপরীত ও পরিপন্থী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ভন্ড মুর্খ ছাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে আবির্ভূত হয়েছিল এবং অনেক লোক তার অনুসারীও হয়েছিল।

৯) সু-খবর হচ্ছে, অতীতের মত হক্ব সম্পূর্ণরূপে কখনো বিলুপ্ত হবে না বরং একটি দল হক্বের উপর চিরদিনই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

১০) এর সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে, সংখ্যায় কম হলেও যারা তাদেরকে বর্জন করবে এবং তাদের বিরোধীতা করবে, তারা এই হকপন্থী জামা'আতের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

১১) ক্বিয়ামত পর্যন্ত হক্বপন্থী একটি জামা'আত বিদ্যমান থাকবে।

১২) এ অধ্যায়ে অনেকগুলো বড় নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে। যথাঃ

ক) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সংবাদ দিয়েছেন যে, 'আল্লাহ তা'আলা তাকে বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমের যমীনকে একত্রিত করে দেখিয়েছেন। এ সংবাদ দ্বারা তিনি যে অর্থ করেছেন, তার অর্থ সম্পর্কেও সংবাদ দিয়েছেন। ঠিক তাই সংঘটিত হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণের ব্যাপারে ঘটেনি।

খ) তাকে দু'টি ধনভাণ্ডার প্রদান করা হয়েছে এ সংবাদও তিনি দিয়েছেন।

গ) তার উম্মাতের ব্যাপারে দুটি দু'আ কবুল হওয়ার সংবাদ তিনি দিয়েছেন এবং তৃতীয় দু'আ কবুল না হওয়ার খবরও তিনি জানিয়েছেন।

ঘ) তিনি এ খবরও জানিয়েছেন যে, এই উম্মতের উপরে একবার তলোয়ার উঠলে তা আর খাপে প্রবেশ করবে না অর্থাৎ সংঘাত শুরু হলে তা আর থামবে না।

ঙ) তিনি আরো জানিয়েছেন যে, উম্মাতের লোকেরা একে অপরকে ধ্বংস করবে ও একে অপরকে বন্দী করবে। উম্মাতের জন্য তিনি গোমরাহকারী শাসকদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

চ) এই উম্মতের মধ্য থেকে মিথ্যা ও ভন্ড নাবী আবির্ভাবের কথা তিনি জানিয়েছেন।

ছ) সাহায্যপ্রাপ্ত একটি হক্বপন্থীদল সব সময়ই বিদ্যমান থাকার সংবাদ জানিয়েছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সংবাদ অনুযায়ী উল্লেখিত সব বিষয়ই হুবহু সংঘটিত হয়েছে। অথচ উপরোক্ত বিষয়ের কোনটিই যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

১৩) একমাত্র পথভ্রষ্ট নেতাদের ব্যাপারেই তিনি শঙ্কিত ছিলেন।

১৪) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের জন্য মূর্তি পূজার অর্থও বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ কাঠের বা পাথরের তৈরি মূর্তির পূজা করা, অলী-

আওলীয়াদের মাজার ও কবর পূজা, পাথর পূজা এবং গাছ ইত্যাদির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

অধ্যায়: ২৩

যাদুর (السحر) ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে[৯৯]

---

৯৯ জাদু দু'দিক দিয়ে শিরকের অন্তর্ভুক্ত:

প্রথম দিক: জাদুতে শয়তানদেরকে ব্যবহার করা হয়। তাদের সাথে গাঢ় সম্পর্ক রাখতে হয় এবং চাহিদানুযায়ী তাদের নৈকট্য অর্জন করতে হয়। বিনিময়ে তারা জাদুকরের প্রার্থিত খেদমত আঞ্জাম দেয়। অতএব, জাদু শয়তানের শিক্ষা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} [البقرة: ١٠٢]

শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। *সূরা আল-বাক্বারা ২: ১০২।*

দ্বিতীয় দিক: জাদুতে ইলমে গায়িবের দাবী করা হয়। যা আল্লাহর সাথে শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর এটা হলো কুফরী ও ভ্রষ্টতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} [البقرة: ١٠٢]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾

"তারা অবশ্যই অবগত আছে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করে নিয়েছে, পরকালে তার কোন অংশ নেই।" *(সূরা আল বাকারা: ১০২)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা জিবত এবং তাগুতকে বিশ্বাস করে। *(সূরা আন নিসা: ৫১)*[১০০]

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। *সূরা আল-বাক্বারা ২:১০২।*

অবস্থা যদি এরূপই হয় তবে এতে কোন সন্দেহ নাই যে, জাদু করা শিরক ও কুফরী এবং সঠিক আক্বীদা নষ্টকারী বিষয়। যারা জাদু করে তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। যেমন প্রথম সারির ছাহাবাগণ জাদুকরদের একটি দলকে হত্যা করে ছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে মানুষেরা জাদুকর ও জাদুর বিষয়টিকে সাধারণ চোখে দেখে। অনেকে আবার একে শিল্পকলা ও প্রযুক্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। যা দিয়ে তারা অন্যের উপর অহংকার করে। জাদুকরদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে আজ বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। এ উপলক্ষে জাদুকরদের জন্য অনেক সভা, সমিতি ও প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়।

যাতে অসংখ্য কল্যাণকামী ও উৎসাহদানকারী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে থাকে। জাদুকে মানুষ আজ সার্কাস নামে আখ্যায়িত করেছে। এটা দীন সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা, আক্বীদার ক্ষেত্রে অবহেলা এবং খেল-তামাশাকারীদেরকে স্থান করে দেয়া ছাড়া আর কিছুই না। আক্বীদাতুত তাওহীদ

১০০ আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ অর্থাৎ তারা 'জিবত' এবং 'তাগুত'কে বিশ্বাস করে, এর ব্যাখ্যায় উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: 'জিবত' হচ্ছে যাদু। আর তাগুত হচ্ছে শয়তান। একাধিক বস্তুর ক্ষেত্রে 'তাগুত' শব্দটি প্রয়োগ হয়ে থাকে। আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য যেসব বস্তুর ইবাদত করা হয়, সেগুলো তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই বাতিল মাবুদগুলোও তাগুত। কুরআনের আয়াতগুলোতে এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। গণকদেরকেও তাগুত বলা হয়। যারা শরী'আতে ইলাহীকে বাদ দিয়ে অন্য বিধান দিয়ে ফায়ছালা করে, ইসলামী শরীয়াতের বিপরীত করার হুকুম করে অথবা যারা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং এজাতীয় অন্যান্য বস্তুও তাগুতের মধ্যে শামিল।

«الجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشيطَانُ».

'জিবত' হচ্ছে যাদু, আর 'ত্বগূত' হচ্ছে শয়তান।[১০১]

জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

«الطَّوَاغِيتُ كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشيطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ».

'ত্বগূত' হচ্ছে গণক। তাদের উপর শয়তান অবতীর্ণ হতো প্রত্যেক গোত্রের জন্যই একজন করে গণক নির্ধারিত ছিল।[১০২]

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشرك بالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ المُؤْمِنَاتِ»

তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে দূরে থাক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কী কী? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী মুমিন নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া"।[১০৩]

জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে 'মারফু' হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

---

১০১ ছ্বহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী ৮/২৫২, ইবনে কাসীর।

১০২ ছ্বহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী ৮/২৫২, ইবনে আবী হাতিম, তাফসীরে ইবনে জারীর ৩/১৩।

১০৩ ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭৬৬, অধ্যায়: সতী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৯, আবূ দাউদ হা/২৮৭৪, নাসাঈ হা/৩৬৭১।

"যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তলোয়ারের আঘাতে গর্দান উড়িয়ে দেয়া"।[১০৪] ইমাম তিরমিযী এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: হাদীছটি মাওকুফ হওয়াই সঠিক।

ছ্বহীহ বুখারীতে বাজালা বিন আবাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিম গভর্ণরদের কাছে পাঠানো নির্দেশ নামায় লিখেছেন,

« أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ».

"তোমরা প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ এবং যাদুকর নারীকে হত্যা করো। বাজালা বলেন, এ নির্দেশের পর আমরা তিনজন যাদুকর মহিলাকে হত্যা করেছি"।[১০৫]

হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত ছ্বহীহ হাদীছে এসেছে,

«أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ».

তার দাসী তাকে যাদু করেছিল। তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর উক্ত নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়েছে।[১০৬]

ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় মুআত্তায় এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। একই রকম হাদীছ জুন্দুব থেকে ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তিনজন ছাহাবী থেকে এই কথা বর্ণনা করেছেন।

---

১০৪. যঈফ: তিরমিযী হা/১৪৬০, অধ্যায়: যাদুকরের শাস্তি। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন: দেখুন: সিলসিলায়ে যঈফা হা/১৪৪৬, দারাকুৎনী হা/৩২০৪, সুনানুল কুবরা বাইহাকী।

১০৫. হাসান-ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৩০৪৩, তিরমিযী হা/১৫৮৭, মুসনাদে শাফিঈ হা/২৯০, আব্দুর রাযযাক হা/৯৯৭২।

১০৬ মুসনাদে শাফিঈ হা/২৯০, মুয়াত্তা মালিক হা/৩২৪৭, সুনানুল কুবরা বাইহাকী ৮/১৩৬।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) সূরা আল বাকারার ১০২ নং আয়াতের তাফসীর।

২) সূরা আন নিসার ৫১ নং আয়াতের তাফসীর।

৩) 'জিবত' এবং 'ত্বগূত'এর ব্যাখ্যা এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।

৪) 'ত্বগূত' কখনো জিন আবার কখনো মানুষ হতে পারে।

৫) ধ্বংসাত্মক সাতটি বিশেষ বিষয় সম্পর্কে জানা গেল। যা থেকে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন।

৬) যাদুকর কাফির[১০৭]।

৭) তাওবার সুযোগ দেয়া ছাড়াই যাদুকরকে হত্যা করতে হবে।

৮) উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগে যাদুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তার পরবর্তী যুগের অবস্থা কী দাঁড়াবে? কোনো সন্দেহ নেই যে তার পরবর্তী যুগে যাদু বিদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

---

১০৭ যাদুকর কাফের কি না এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। একদল আলেমের মত হচ্ছে, যাদুকর কাফের। ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমাদ (রহিমাহুমুল্লাহ) এ মতই পোষণ করেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) এর অনুসারীদের মতে কোন ঔষধ, ধোঁয়া এবং ক্ষতিকর কোন জিনিস পান করিয়ে যাদু করা হলে যাদুকর কাফের হবে না। এ ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে করা হলে কাফের হবে। তা কুফরী হওয়ার অন্যতম দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾

"তারা উভয়ই এ কথা না বলে কাউকে (যাদু) শিক্ষা দিত না যে, আমরা কেবল পরীক্ষার জন্য এসেছি; কাজেই তুমি কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না। (সূরা আল-বাকারা: ১০২)

অধ্যায়: ২৪

যাদুর কতিপয় প্রকারের বর্ণনা

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: আমাদের কাছে মুহাম্মাদ বিন জাফর হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি বর্ণনা করেন আওন হতে, আর আওন বর্ণনা করেন হাইয়্যান বিন আলা হতে, হাইয়্যান বলেন: কাতান বিন কাবীসা আমাদের কাছে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছেন,

«إِنَّ العِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطِّيَرَةَ مِنَ الجِبْتِ». قَالَ عَوْفٌ: (العِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ، وَالطَّرْقُ: الخَطُّ يُخَطُّ بِالأَرْضِ)، وَالجِبْتُ: قَالَ الحَسَنُ: (رَنَّةُ الشيطَانِ).

"নিশ্চয়ই 'ইয়াফা', 'তারক' এবং 'তিয়ারাহ' হচ্ছে 'জিবত'এর অন্তর্ভুক্ত। আউফ বলেছেন, 'ইয়াফা' হচ্ছে পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা। 'তারক' হচ্ছে মাটিতে রেখা টেনে ভাগ্য গণনা করা। হাসান বসরী বলেছেন, 'জিবত' হচ্ছে শয়তানের চিৎকার"।[১০৮] এ বর্ণনার সনদ ভাল। আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে হিব্বান তার কিতাব 'ছ্বহীহ'তে এ হাদীছের শুধু মারফু অংশটুকু বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তারা আওফের উক্তি বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

---

১০৮ যঈফ: আবু দাউদ হা/৩৯০৭, ইবনে হিব্বান হা/৬১৩১।

আবু দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে হিব্বান তার কিতাব 'ছ্বহীহ'তে উক্ত হাদীছের শুধু মারফু অংশটুকু বর্ণনা করেছেন: অর্থাৎ তারা আওফ এবং হাসান বসরীর উক্তি বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ»

"যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কিছু অংশ শিখল, সে যাদু বিদ্যারই একটি শাখা শিখল। জ্যোতির্বিদ্যা যে যত বেশী শিখবে, সে যাদুও তত বেশী শিখবে।[১০৯] ইমাম আবু দাউদ এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাদীছের সনদ ছ্বহীহ।

ইমাম নাসাঈ আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন,

«مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشرك، وَمَنْ تَعَلَّقَ شيئًا وُكِلَ إِلَيْهِ».

"যে ব্যক্তি গিরা লাগাল অতঃপর তাতে ফুঁ দিল সে মূলত যাদু করল। আর যে ব্যক্তি যাদু করল সে মূলত শিরক করল। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস লটকায় তাকে ঐ জিনিসের দিকেই সোপর্দ করা হয়।[১১০]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

«أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا العَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ، القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»

আমি কি তোমাদেরকে বলব না, عضه (আয্‌হ) কাকে বলে? তা হচ্ছে চোগলখোরী বা কুৎসা রটনা করা। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কথা-লাগানো বা বদনাম ছড়ানো।[১১১]

---

১০৯ ছ্বহীহ: আবু দাউদ, অধ্যায়: জ্যোতির্বিদ্যা। দেখুন: ছ্বহীহ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, হা/৩০৫১।

১১০ যঈফ: নাসাঈ হা/৪০৭৯।

১১১. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬০৬, অধ্যায়: চোগলখোরী হারাম।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

« إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا »

"নিশ্চয়ই কোন কোন কথার মধ্যেও যাদু রয়েছে"।[১১২]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) 'ইয়াফা', 'তারক' এবং 'তিয়ারাহ' জিবতের অন্তর্ভুক্ত।

২) 'ইয়াফা', 'তারক', এবং 'তিয়ারাহ'এর তাফসীর জানা গেল।

৩) জ্যোতির্বিদ্যা যাদুর অন্যতম প্রকার।

৪) 'ফুঁ'সহ গিরা লাগানোও যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

৫) চোগলখোরী করাও যাদুর মধ্যে শামিল।

৬) কিছু কিছু বক্তৃতাও যাদুর অন্তর্ভুক্ত ।

অধ্যায়: ২৫

গণক এবং তাদের অনুরূপ লোকদের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে[১১৩]

---

১১২. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫১৪৬, আবূ দাউদ হা/৫০০৭।

১১৩ ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী করা:

এটা ইলমে গায়িব ও অদৃশ্যের বিষয়াবলী জানার দাবী করা। যেমন, পৃথিবীতে ভবিষ্যতে কি আপতিত ও সংঘটিত হবে এবং হারানো বস্তুর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সংবাদ দেয়া। আকাশের সংবাদ চুরিকারী শয়তানদেরকে ব্যবহার করে তারা এসব সংবাদ দিয়ে থাকে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ} [الشعراء: ٢٢١ – ٢٢٣]

আমি আপনাকে বলব কি কার উপর শয়তানেরা অবতরণ করে? তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গুনাহগারের উপর। তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। *সূরা আশ শু'আরা ২৬:২২১-২২৩।*

ছ্বহীহ মুসলিমে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কতিপয় স্ত্রী থেকে বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شيءٍ فَصَدَّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا».

"যে ব্যক্তি কোন আর্‌রাফের (গণকের) কাছে আসল, তারপর তাকে (ভাগ্য সম্পর্কে) কিছু জিজ্ঞাসা করল, অতঃপর গণকের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ছ্বলাত কবুল হবে না"।[১১৪]

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

«مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ – صلى الله عليه وسلم ».

"যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসল, অতঃপর গণক যা বলল তা সত্য বলে বিশ্বাস করল সে মূলত মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করল।[১১৫] আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ এবং হাকিম এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীছ বর্ণনা করার পর ইমাম হাকেম বলেন: ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মুতাবেক

শয়তানরা ফেরেশতাদের কিছু কথা চুরি করে তা জ্যোতিষীদের কানে দেয়। জ্যোতিষী তখন ঐ একটি সত্য কথার সাথে আরো শত মিথ্যা কথা মিশিয়ে জনগণকে সংবাদ দেয়। আর আকাশ থেকে শ্রুত ঐ একটি সত্য কথা থাকার কারণে মানুষেরা উক্ত জ্যোতিষীকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। একমাত্র আল্লাহই কেবল ইলমে গায়িব জানেন।

অতএব, কেউ যদি জ্যোতিষী বা অন্য কোন উপায়ে ইলমে গায়িবে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্ব দাবী করে অথবা যারা ইলমে গায়িব দাবী করে তাদেরকে বিশ্বাস করে তবে সে আল্লাহর বিশেষত্বে অন্যকে শরীক করলো। জ্যোতির্বিদ্যা শিরক মুক্ত নয়। কারণ এতে শয়তানের চাহিদামত বিষয় দ্বারা তার নৈকট্য অর্জন করা হয়।

আল্লাহর ইলমে শরীকানার দাবী থাকায় ইলমে গায়িবের দাবীকে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শিরক করা হয়। অপর দিকে ইবাদতের কিছু অংশ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করায় এতে ইবাদতের ক্ষেত্রেও আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়।

১১৪. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৩০, অধ্যায়: গণকের কাজ নিষিদ্ধ এবং গণকের কাছে যাওয়াও নিষিদ্ধ।

১১৫. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৩৯০৪, তিরমিযী হা/১৩৫, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ হা/৬৩৯ এবং হাকিম, দারিমী হা/১১৩৬। ইমাম আলবানীও হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন, দেখুন: সিলসিলায়ে ছ্বহীহা, হা/৩৩৮৭।

হাদীছটি ছ্বহীহ। আবু ইয়ালা ইবনে মাসউদ থেকে অনুরূপ মাউকুফ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমরান বিন হুসাইন থেকে 'মারফু' হাদীছে বর্ণিত আছে:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكِهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم»

"যে ব্যক্তি পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করল অথবা যার ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করার জন্য পাখি উড়ানো হল, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করল, অথবা যার ভাগ্য গণনা করা হল, অথবা যে ব্যক্তি যাদু করল অথবা যার জন্য যাদু করা হল, সে আমাদের দলের নয়। আর যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল অতঃপর সে (গণক) যা বলল তা বিশ্বাস করল সে ব্যক্তি মূলত মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তা (কুরআন) অস্বীকার করল। ইমাম বায্যার (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছটি ভাল সনদে বর্ণনা করেছেন।[116] ইমাম তাবরানীও স্বীয় কিতাব 'আওসাত'এ হাসান সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাবরানীর বর্ণনায় ومن أتى থেকে শেষ পর্যন্ত উল্লেখ নেই।

ইমাম বাগাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন عراف (গণক) ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে চুরাই জিনিস, হারিয়ে যাওয়া জিনিস ইত্যাদির স্থান অবগত আছে বলে দাবি করে। অন্য বর্ণনায় আছে, এ ধরনের লোককেই গণক বলা হয়। মূলত গণক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে ভবিষ্যতের গায়েবী বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয় অর্থাৎ যে ভবিষ্যদ্বানী করে। আবার কারো মতে যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের গোপন খবর বলে দেয়ার দাবি করে তাকেই গণক বলা হয়। কারো মতে যে ব্যক্তি অন্তরের (গোপন) খবর দেয়ার দাবি করে, সেই গণক।[117]

আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন كاهن (গণক), منجم (জ্যোতির্বিদ) এবং رمال (বালির উপর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী) এবং এ

১১৬ ছ্বহীহ: সিলসিলায়ে ছ্বহীহা, হা/৩০৪১, ছ্বহীহুল জামি' হা/৫৪৩৫।।

১১৭ শারহুস সুন্নাহ ১২/১৮২।

জাতীয় পদ্ধতিতে যারাই গায়েব সম্পর্কে কিছু জানার দাবি করে তাদেরকেই আররাফ(عراف) বলা হয়।[১১৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, এক কওমের কিছু লোক أباجاد লিখে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তা দ্বারা ভাগ্যের ভাল-মন্দ যাচাই করে। পরকালে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন ভাল ফল আছে বলে আমি মনে করি না।[১১৯]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১) ভাগ্য গণনাকারীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা, এ দুটি বিষয় একই ব্যক্তির অন্তরে এক সাথে অবস্থান করতে পারে না।

২) ভাগ্য গণনা করা কুফরী হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৩) যার জন্য গণনা করা হয়, তার হুকুমও উল্লেখ করা হয়েছে।

৪) পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষাকারীর হুকুম কি, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

৫) যার জন্য যাদু করা হয়, তার হুকুম উল্লেখ করা হয়েছে।

৬) ঐ ব্যক্তির হুকুমও জানা গেল, যে أباجد (আবাজাদ) লিখে গায়েবের খবর বলার দাবি করে।

---

১১৮ ফাতাওয়া কুবরা ১/১৬৩।

১১৯ মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা/২৬১৬১।

৭) ‘কাহেন’ كاهن এবং ‘আররাফ’ عراف এর মধ্যে পার্থক্য কী, তাও উল্লেখ করা হয়েছে।

অধ্যায়: ২৬

নুশরাহ[১২০] (النشرة) বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে,

«أن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ النُّشْرَةِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»

“রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নুশরাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছেন: নুশরাহ হচ্ছে শয়তানের কাজ।[১২১] ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) ভাল সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ)ও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: ইমাম আহমাদ

১২০. নুশরাহ হচ্ছে এক প্রকার ঝাড়-ফুঁক ও চিকিৎসার নাম। যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে যাদুর প্রভার দূর করাকে ‘নুশরাহ’ বলা হয়।

১২১. ছ্বহীহ: সুনানে আবূ দাউদ হা/৩৮৬৮, বাইহাকী সুনানুল কুবরা।

(রহিমাহুল্লাহ) কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলেছেন, ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ সব কিছুই (নুশরাহ) অপছন্দ করতেন।

ছ্বহীহ বুখারীতে কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: আমি ইবনুল মুসাইয়্যিবকে বললাম, "একজন মানুষের শরীরে অসুখ রয়েছে অথবা যাদুর মাধ্যমে তাকে তার স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে, এমতাবস্থায় কি তার উপর থেকে যাদুর প্রভার দূর করা যাবে? কিংবা নুশরাহ এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা যাবে কি? তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। কারণ তারা এর দ্বারা সংশোধন ও কল্যাণ সাধন করতে চায়। যা দ্বারা মানুষের কল্যাণ ও উপকার সাধিত হয় তা নিষিদ্ধ নয়"।

হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন:

«لا يحل السحر إلا الساحر»

"একমাত্র যাদুকর ছাড়া অন্য কেউ যাদু অপসরাণ করতে পারে না।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম[১২২] বলেন, النشرة حل السحر عن المسحور 'নুশারাহ' হচ্ছে যাদুকৃত ব্যক্তির উপর থেকে যাদুর প্রভাব দূর করা। নুশরাহ দু'ধরনের:

প্রথমটি হচ্ছে, যাদুকৃত ব্যক্তির উপর হতে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য অনুরূপ যাদু দ্বারা চিকিৎসা করা। আর এটাই হচ্ছে শয়তানের কাজ। হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ) এর বক্তব্য দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নাশের (যাদুর চিকিৎসক) ও মুনতাশার (যাদুকৃত রোগী) উভয়ই শয়তানের পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে শয়তানের নৈকট্য হাসিল করে (শয়তানের ইবাদত করে)। যার ফলে শয়তান যাদুকৃত রোগীর উপর থেকে তার প্রভাব মিটিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ঝাড়-ফুঁক, আল্লাহ তা'আলার কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা সম্বলিত দু'আগুলো পাঠ করা এবং বৈধ ঔষধ-পত্র প্রয়োগ করা। এ ধরণের চিকিৎসা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা শরী'আতে জায়েয আছে।

---

১২২. ইলামুল মুওয়াক্কীইন আনিল রব্বুল আলামীন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১) নুশরাহ্ তথা যাদু দ্বারা যাদুকৃত রোগীর চিকিৎসা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

২) নিষিদ্ধ বস্তু ও অনুমতি প্রাপ্ত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারলেই সমস্যা ও সন্দেহ মুক্ত হওয়া যায়।

অধ্যায়: ২৭

কুলক্ষণ (التطير) গ্রহণ করা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا

﴿طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"অতঃপর যখন তাদের শুভদিন ফিরে আসতো, তখন তারা বলতো এটা তো আমাদের প্রাপ্য। আর যদি তাদের নিকট অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয়, তখন তাতে মূসা এবং তার সঙ্গীদের কুলক্ষণে বলে গণ্য করতো। শুনে রাখো! তাদের কুলক্ষণ তো আল্লাহর কাছেই। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ"। *(সূরা আল আরাফ: ১৩১)* আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন:

﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾

"রসূলগণ বললেন, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই। তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে বলেই কি তোমরা এ কথা বলছো? বস্তুতঃ তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়"। *(সূরা ইয়াসিন: ১৯)*

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

«لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ, وَلَا هَامَةَ, وَلَا صَفَرَ».

"রোগের কোন সংক্রামণ শক্তি নেই, পাখি উঁড়িয়ে শুভ-অশুভ নির্ধারণ করারও কোন ভিত্তি নেই। 'হামাহ' তথা হুতুম পেচাঁর ডাক শুনে অশুভ নির্ধারণ করারও ইসলামী শরী'আতে জায়েয নেই। সফর মাসেরও বিশেষ কোন প্রভাব বা বৈশিষ্ট্য নেই। অর্থাৎ এ মাসকে বরকতহীন মনে করা ঠিক নয়। মুসলিমের হাদীছে 'নক্ষত্রের কোন প্রভাব নেই (নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় না), ভূত-প্রেত বলতে কিছুই নেই'- এ কথাটুকু অতিরিক্ত রয়েছে"।[১২৩]

বুখারী ও মুসলিমে আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا ومَاالفَالُ؟ قال الْكَلِمَةُ الْطَّيِّبَةُ»

১২৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৭১৭,৫৭৫৭, মুসলিম হা/২২২০, ইবনে মাজাহ হা/৩৫৩৯।

“ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি আর কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে ‘ফাল’ আমার কাছে খুব ভাল লাগে। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ‘ফাল’ কী? জবাবে তিনি বললেন, ‘উত্তম কথা’।[১২৪]

ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) উকবা বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে ছ্বহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে ‘তিয়ারাহ’ (কুলক্ষণ) সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তখন তিনি বললেন:

«أَحْسَنُهَا الفَأْلُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السيئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ».

এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ‘ফাল’। কুলক্ষণ কোন মুসলিমকে কাজে অগ্রসর হওয়া থেকে প্রতিহত করতে পারে না। তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কিছু প্রত্যক্ষ করে তখন সে যেন বলে,

«اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السيئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ »

হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া অন্য কেউ কল্যাণ দিতে পারে না। তুমি ছাড়া কেউ অকল্যাণ প্রতিহত করতে সক্ষম নয়। তোমার সাহায্য ব্যতীত অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না এবং তোমার তাওফীক ও শক্তি ব্যতীত সৎ আমল করাও সম্ভব নয়।[১২৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ‘মারফু’ হাদীছে বর্ণিত আছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«الطِّيَرَةُ شركٌ، الطِّيَرَةُ شركٌ، وَمَا مِنَّا إِلَّا؛ وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ».

‘তিয়ারাহ’ তথা পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা শিরক, পাখি উড়িয়ে লক্ষণ নির্ধারণ করা শিরক। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে এই প্রকার ধারণার

---

১২৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৭৭৬, মুসলিম হা/২২২৪, তিরমিযী হা/১৬১৫, আবূ দাউদ হা/৩৯১৬, ইবনে মাজাহ হা/৩৫৩৭, মুসনাদে আহমাদ।

১২৫. যঈফ: আবু দাউদ হা/৩৯১৯, অধ্যায়: তিয়ারাহ। দেখুন: সিলসিলায়ে যঈফা হা/১৬১৯।

উদ্রেক হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করার মাধ্যমে তিনি তা মুসলিমের অন্তর থেকে দূর করে দেন।[১২৬]

হাদীছটি ইমাম আবু দাউদ এবং তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীছের শেষাংশকে অর্থাৎ "আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে এই প্রকার ধারণার উদ্রেক হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করার মাধ্যমে তিনি তা মুসলিমের অন্তর থেকে দূর করে দেন " -এই অংশকে ইবনে মাসউদের উক্তি বলে চিহ্নিত করেছেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে,

«مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشرِكَ». قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ , قَالَ: «أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

তিয়ারা (কুলক্ষণ) বা দুর্ভাগ্যের ধারণা যে ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য বের হতে বাধা দিল সে মূলত শিরক করল। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন: এর কাফ্ফারা কী? উত্তরে তিনি বললেন: তোমরা এ দু'আ পড়বে, "হে আল্লাহ! তোমার মঙ্গল ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গল নেই। তোমার অমঙ্গল ছাড়া অন্য কোন অমঙ্গল নেই। আর তুমি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই"।[১২৭]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) ফজল ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

«إِنَّمَا الطِّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ».

---

১২৬. ছ্বহীহ, তবে 'আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে এই প্রকার ধারণার উদ্রেক হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করার মাধ্যমে তিনি তা মুসলিমের অন্তর থেকে দূর করে দেন' ব্যতীত। আবূ দাউদ হা/৩৯১০, তিরমিযী হা/১৬১৪, ইবনে মাজাহ হা/৩৫৩৮, মুসনাদে আহমাদ।

১২৭. হাসান: মুসনাদে আহমাদ ২/২২০। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন, আছ-ছ্বহীহাহ হা/১০৬৫।

طيرة (তিয়ারাহ) অর্থাৎ কুলক্ষণ হচ্ছে এমন জিনিস (বিশ্বাস ও ধারণা) যা তোমাকে কোন কাজের দিকে ধাবিত করে অথবা কোন কাজ থেকে তোমাকে বিরত রাখে।[১২৮]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) ألا إنما طائرهم عند الله "জেনে রেখো তাদের দুর্ভাগ্য আল্লাহর কাছে নিহিত" এবং طائركم معكم তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে" এ আয়াত দু'টির ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

২) এক জনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে রোগ স্থানান্তর হয়-এ ধারণাকে অস্বীকার করা হয়েছে।

৩) তিয়ারা তথা কোন বস্তুতে কুলক্ষণ থাকার ধারণাকেও অস্বীকার করা হয়েছে।

৪) হুতুঁম পেঁচা বা অন্যান্য পাখির ডাকেও কুলক্ষণ নেই।

৫) সফর মাসেও কোনো অশুভ নেই। অর্থাৎ কুলক্ষণের 'সফর মাস' বলতে কিছুই নেই। জাহেলী যুগে সফর মাসকে কুলক্ষণ মনে করা হতো, ইসলাম এ ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করেছে।

৬) 'ফাল' উপরোক্ত নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটা মুস্তাহাব।

৭) 'ফাল' এর ব্যাখ্যা জানা গেল। অর্থাৎ ভাল ও সুন্দর নাম শুনে খুশী হওয়া।

৮) অন্তরে কুলক্ষণের ধারণা জাগ্রত হলেই তা ক্ষতিকর নয়। বিশেষ করে যখন বান্দা তাকে অপছন্দ করবে। শুধু তাই নয়, আল্লাহর উপর ভরসা করলে তিনি অন্তর থেকে তা দূর করে দেন।

৯) যার অন্তরে কুলক্ষণের ধারণা সৃষ্টি হবে, সে কী বলবে- এই অধ্যায় থেকে তাও জানা গেল।

---

১২৮. যঈফ: মুসনাদে আহমাদ ১/২১৩।

১০) সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তিয়ারা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

১১) নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয় তিয়ারার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ কুলক্ষণ মনে করে কাজে অগ্রসর না হওয়া অথবা কোন বস্তুকে শুভলক্ষণ মনে করে কাজে অগ্রসর হওয়া নিষিদ্ধ তিয়ারার অন্তর্ভুক্ত।

অধ্যায়: ২৮

জ্যোতির্বিদ্যা (التنجيم) সম্পর্কে শরী'আতের বিধান

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তার ছুহীহ গ্রন্থে বলেন, কাতাদাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

خَلَقَ اللهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ: زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشياطِينِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ.

"আল্লাহ তা'আলা এসব নক্ষত্ররাজি তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, আকাশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য, আঘাতের মাধ্যমে শয়তান বিতাড়িত করার জন্য এবং পথিকদের দিক নির্ণয়ের নিদর্শন হিসাবে পথের দিশা পাওয়ার জন্য। যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্য ছাড়া এর ভিন্ন ব্যাখ্যা করবে সে ভুল করবে এবং তার ভাগ্য নষ্ট করবে। আর যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই, তা জানার জন্য অযথা চেষ্টা করবে।[১২৯]

কাতাদাহ (রহিমাহুল্লাহ) চাঁদের কক্ষপথ সংক্রান্ত বিদ্যার্জন শিক্ষা করা অপছন্দ করতেন। আর উয়াইনা এ বিদ্যা শিক্ষা করার অনুমতি দেননি। উভয়ের কাছ থেকে হারব (রহিমাহুল্লাহ) এ কথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ এবং ইসহাক

১২৯. ছুহীহ বুখারী: নক্ষত্ররাজি সম্পর্কে অধ্যায়। ৩১৯৮ নং হাদীছের পরের অধ্যায় দেখুন।

(রহিমাহুমাল্লাহ) নক্ষত্ররাজির কক্ষপথ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার অনুমতি দিয়েছেন।[১৩০]

আবু মূসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, 'রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

«ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ, وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ».

"তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। মাদকাসক্ত ব্যক্তি, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এবং যাদুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী।[১৩১] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইমাম ইবনু হিব্বান তার ছ্বহীহ গ্রন্থে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

---

১৩০ ইমাম খাত্তাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যেই জ্যোতির্বিদা অর্জিত হয় এবং যার মাধ্যমে সূর্যোদয়, কিবলার দিক ইত্যাদি জানা যায়, তা নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা ইলমুন্ নুজুম যদি গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তাহলে ঠিক আছে।

আর যেই ইলমুন নুজুমের (তারকা সম্পর্কিত বিদ্যার) মাধ্যমে কিবলার দিক নির্ধারণ করা হয়, সেটি হচ্ছে ঐ সমস্ত অভিজ্ঞ ইমামদের কাজ, যাদের দ্বীনী খেদমতে আমরা কোন প্রকার সন্দেহ করিনা এবং তারকার চলাচল ও গতিপথ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতাকেও অস্বীকার করিনা। সেই সাথে তারা যে সংবাদ দেয়, তাতেও কোন সন্দেহ পোষণ করিনা। তারা কিবলার দিককে কাবার কাছে থাকা অবস্থায় যেভাবে দেখেন, দূরে থাকা অবস্থায় ঠিক সেভাবেই দেখেন (জানেন)। সুতরাং দূর থেকে কিবলা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অর্জন করা কাবাকে দেখার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের মতই। আর তাদের খবরকে গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরাও কিবলার দিক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে থাকি। কেননা তারা দ্বীনি ব্যাপারে আমাদের কাছে বিশ্বস্ত। সেই সাথে তারা আকাশের তারকা ও নক্ষত্ররাজি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রেও কোন প্রকার ত্রুটি করেন নি। ইমাম ইবনুল মুনযির মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তারকা চলাচলের (কক্ষপথ) এবং তারকাসমূহ থেকে ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা দোষণীয় নয়, যদ্বারা (গভীর অন্ধকারে ও নৌপথে) পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

ইমাম ইবনে রজব বলেনঃ তারকাসমূহ চলাচল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর ঘটনাবলীতে তারকার প্রভাব রয়েছে, যে ইলম এ ধরণের কথা বলে, যেমন বর্তমানের জ্যোতিষীরা দাবি করে থাকে, তা নিষেধ ও বাতিল। তা কম হোক বা বেশী হোক। কিন্তু অন্ধকার রাতে পথ চলার উদ্দেশ্যে, কিবলা নির্ধারণ করার জন্য এবং দিক-নির্দেশনা লাভ করার জন্য প্রয়োজন অনুপাতে ইলমুত্ তাস্য়ীর তথা তারকার গতিপথ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অধিকাংশ আলেমের নিকট জায়েয।

১৩১ যঈফঃ মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৯৯, ইবনে হিব্বান হা/৫৩৪৬, মুসতাদরাক হাকীম হা/৭২৩৪।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) নক্ষত্র সৃষ্টির রহস্য জানা গেল। আর তা হচ্ছে আকাশকে সুন্দর করা, রাতের অন্ধকারে পথের সন্ধান লাভ, শয়তানের শরীরে তা নিক্ষেপ করে শয়তানকে বিতাড়িত করা।

২) এ অধ্যায়ে নক্ষত্র সৃষ্টির ভিন্ন উদ্দেশ্য বর্ণনাকারীর সমুচিত জবাব প্রদান করা হয়েছে।

৩) কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জনের ব্যাপারে মতভেদের উল্লেখ করা হয়েছে।

৪) যাদু বাতিল জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যাদুর অন্তর্ভুক্ত সামান্য জিনিসেও বিশ্বাস করবে, তার প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

অধ্যায়: ২৯

নক্ষত্রের উসীলায় বৃষ্টি কামনা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾

"তোমরা নক্ষত্রের মধ্যে তোমাদের রিযিক নিহিত আছে মনে করে আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করছ।" *(সূরা আল ওয়াকেয়া: ৮২)*

আবু মালেক আশ'আরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

«أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الفَخْرُ بِالأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ»، وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سربَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ».

"জাহেলী যুগের[১৩২] চারটি কু-স্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, যা তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারবে না। (এক) আভিজাত্যের অহংকার করা। (দুই) বংশের বদনাম করা। (তিন) নক্ষত্ররাজির মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা এবং (চার) মৃত ব্যাক্তির জন্য বিলাপ করা। তিনি আরও বলেন: 'মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিনী মৃত্যুর পূর্বে যদি তাওবা না করে, তবে ক্বিয়ামতের দিন তাকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে, তার পরনে থাকবে আলকাতরার প্রলেপযুক্ত লম্বা জামা এবং খোস-পাঁচড়াযুক্ত কোর্তা।[১৩৩]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম যায়েদ বিন খালেদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انصرفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ »,

---

১৩২ শাইখুল ইসলাম বলেন: জাহেলী যামানার কতিপয় আমল এই উম্মতের লোকেরা ছাড়তে পারবে না। এখানে ঐ সমস্ত লোকদের নিন্দা করা হয়েছে, যারা এগুলোতে লিপ্ত হবে। এ থেকে আরও জানা গেল যে, জাহেলী যামানার প্রত্যেক কাজ ও বিষয়ই ইসলামে নিন্দিত। তাই যদি না হত, তাহলে এই পাপ কাজগুলোকে জাহেলীয়াতের কাজ বলে উল্লেখ করে তার নিন্দা করা হতনা। আর এটিও জানা কথা যে, উক্ত বিষয়গুলোকে নিন্দা কারার জন্যই জাহেলিয়াতের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না"। (সূরা আহজাব: ৩৩) এখানে জাহেলী যামানার নারীদের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করে বের হওয়ার নিন্দা করা হয়েছে এবং জাহেলী যুগের লোকদেরও নিন্দা করা হয়েছে। এই নিন্দার দাবি হচ্ছে জাহেলী যুগের লোকদের সাদৃশ্য করা নিষিদ্ধ।

১৩৩. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৩৪, অধ্যায়: বিলাপ করার ভয়াবহতা।

قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ».

"রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের ছ্বলাত পড়লেন। সে রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। ছ্বলাতান্তে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরা কি জানো তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? লোকেরা বলল: 'আল্লাহ ও তার রসূলই ভাল জানেন'। তিনি বললেন: আল্লাহ বলেছেন, আজ সকালে আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমানদার হয়েছে আবার কেউ কাফির হয়েছে। যে ব্যক্তি বলেছে, 'আল্লাহর ফজল ও রহমতে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর নক্ষত্রকে (বৃষ্টি বর্ষণে নক্ষত্রের প্রভাবকে) অস্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলেছে, 'অমুক অমুক নক্ষত্রের উসীলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার করেছে আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে"।[১৩৪]

ইমাম বুখারি ও মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে এ অর্থেই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথা আছে যে, কেউ কেউ বলেছেন, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাব সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াতগুলো নাযিল করেন:

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (٨١) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾

"অতএব, আমি তারকারাজির ভ্রমণ পথের শপথ করছি, নিশ্চয়ই এটি বড় শপথ যদি তোমরা বুঝতে পার। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। যারা পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করতে পারেনা। এটি বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করছো? এবং এ নিয়ামতে তোমরা নিজেদের অংশ এই রেখেছো যে, তোমরা তা অস্বীকার করছো। *(সূরা ওয়াকিয়া: ৭৫-৮২) ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৩।*

---

১৩৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৪৬, অধ্যায়: হুদায়বিয়ার যুদ্ধ, মুসলিম হা/৭১।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) সূরা ওয়াকেয়ার ৭৫ থেকে ৮২ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল।

২) জাহেলী যুগের চারটি স্বভাবের উল্লেখ করা হয়েছে।

৩) উল্লেখিত স্বভাবগুলোর কোনটি কুফরীর অন্তর্ভুক্ত।

৪) এমন কিছু কুফরী আছে, যা মুসলিমকে ইসলাম থেকে একেবারে বের করে দেয় না।

৫) বান্দাদের মধ্যে কেউ আজ সকালে আমার প্রতি বিশ্বাসী আবার কেউ অবিশ্বাসী হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত (বৃষ্টি) নাযিল হওয়ার কারণেই এমনটি হল।

৬) এখানে আল্লাহর প্রতি ঈমানের যেই কথা বর্ণিত হয়েছে, তা ভালভাবে বুঝা উচিত। অর্থাৎ এখানে ইখলাস তথা একনিষ্ঠ ঈমান উদ্দেশ্য। যাতে শিরকের কোন অংশ থাকে না।

৭) এখানে যে কুফরীর বর্ণনা এসেছে, তাও ভালভাবে বুঝা উচিত। এটি সেই কুফরী নয়, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

৮) কতক লোক বলেছিল لقد صدق نوء كذا وكذا অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের এ কথার মর্মার্থও ভাল করে বুঝতে হবে।

৯) তোমরা কি জান 'তোমাদের রব কী বলেছেন?' এ কথা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, কোন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন করতে পারেন।

১০) মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিণীর জন্য কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায়: ৩০

ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ব্যতীত অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানানো

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾

"মানুষের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে আল্লাহর সাদৃশ স্থির করে, আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালোবাসে"। *(সূরা আল বাকারা: ১৬৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

“হে রসূল! তুমি বলে দাও, তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, তোমাদের স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ঐ ব্যবসা, যার লোকসান হওয়াকে তোমরা অপছন্দ করো এবং তোমাদের পছন্দনীয় বাড়ী-ঘর তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তার রসূল ও তারই পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশী প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়ছালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আর আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না।” *(সূরা আত তাওবা: ২৪)*

আনাস (রযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

“তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।”[১৩৫]

বুখারী ও মুসলিমে আনাস ইবনে মালেক (রযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ».

“যার মধ্যে তিনটি জিনিস বিদ্যমান আছে সে ব্যক্তি এগুলো দ্বারা ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পেরেছে। (এক) তার কাছে আল্লাহ ও তার রসূল সর্বাধিক প্রিয় হবেন। (দুই) একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য কোন ব্যক্তিকে ভালোবাসবে। (তিন) আল্লাহ তা‘আলা তাকে কুফরী থেকে উদ্ধার করার পর পুনরায় কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা তার কাছে জাহান্নামের

---

১৩৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫, অধ্যায়: রসূলকে ভালাবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতই অপছন্দনীয় হবে"।[১৩৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬, অধ্যায়: ঈমানের স্বাদ, মুসলিম হা/৪৩।

ছ্বহীহ বুখারীর অন্য একটি বর্ণনায় আছে,

«لاَ يَجِدُ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا»

"কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ পাবে না যতক্ষণ না সে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কোন মানুষকে ভালবাসবে, কুফরী থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে মুক্তি দেয়ার পর যতক্ষণ না সে পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অধিক ভালবাসবে এবং যতক্ষণ না আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল তার কাছে অন্যসব বস্তু হতে অধিক প্রিয় হবে।[১৩৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন:

---

১৩৬. শাইখুল ইসলাম বলেন: নাবী ﷺ সংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটি গুণ পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে সক্ষম হবে। কেননা কোন জিনিষে স্বাদ পাওয়া উক্ত জিনিষের প্রতি মুহাব্বতের প্রমাণ বহন করে। যে ব্যক্তি কোন জিনিষকে ভালবাসে এবং তা পাওয়ার আকাঙ্খা করে, অতঃপর যখন সে তা পেয়ে যায় তখন উক্ত বিষয়টি পেয়ে স্বাদ, মজা এবং আনন্দ পায়। স্বাদ হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা প্রিয় ও কাঙ্খিত বস্তু লাভ করার পরই অর্জিত হয়।

শাইখুল ইসলাম আরো বলেন: আল্লাহকে পরিপূর্ণ ভালবাসার পরই ঈমানের স্বাদ অনুভব করা যায়। এটি হাসিল হয় তিনটি জিনিষের মাধ্যমে। বান্দার মধ্যে আল্লাহর ভালবাসা পূর্ণ হওয়া, এটিকে শুধু আল্লাহর জন্যই খালেস করা ও উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলোকে অন্তর থেকে বের করে দেয়ার মাধ্যমে।

আল্লাহর পরিপূর্ণ ভালবাসার অর্থ হচ্ছে, বান্দার মধ্যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা অন্যান্য সকল বস্তুর চেয়ে অধিক পরিমাণে থাকা। কেননা বান্দার অন্তরে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি মৌলিক ভালাবাসা থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা সর্বাধিক হতে হবে।

১৩৭. ছ্বহীহ বুখারী হা/৬০৪১, অধ্যায়: আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা।

«مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ، وَوَالَى فِي اللهِ، وَعَادَى فِي اللهِ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَايَةُ اللهِ بِذَلِكَ، وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيْمَانِ، وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ، حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، ذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شيئًا».

'যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ঘৃণা করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করে; তার এ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করা যাবে। আর এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া ব্যতীত কোন বান্দাই ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না, তার ছ্বলাত-সিয়ামের পরিমাণ যত বেশীই হোক না কেন। (বর্তমানে) মানুষের পরস্পারিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্থিব স্বার্থ। এ ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের দ্বারা তার কোন উপকার হবে না।[১৩৮] ইমাম ইবনে জারীর (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন,

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾

"গুরুরা যখন তাদের ভক্তদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের আযাব প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে"। *(সূরা আল বাকারা: ১৬৬)*

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় :

১) সূরা আল বাকারার ১৬ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল।

২) সূরা আত তাওবার ২৪ নং আয়াতের তাফসীরও জানা গেল।

---

১৩৮. ইবনে জারীর এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে এই সনদে হাদীছটি দুর্বল। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা; লালকাঈ, শারহু উছূলিল ইতিক্বদ হা/১৬৯১, যঈফ।

৩) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসাকে জীবন, পরিবার ও ধন-সম্পদের উপর অগ্রাধিকার দেয়া ওয়াজিব।

৪) কোন কোন বিষয় এমন আছে যা ঈমানের পরিপন্থী হলেও এর দ্বারা ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া বুঝায় না। এমতাবস্থায় তাকে অপূর্ণাঙ্গ মুমিন বলা যেতে পারে।

৫) ঈমানের একটা স্বাদ আছে। মুমিন বান্দা কখনও এ স্বাদ অনুভব করতে পারে আবার কখনও অনুভব নাও করতে পারে।

৬) অন্তরের এমন চারটি আমল আছে, যা ব্যতীত আল্লাহর বন্ধুত্ব ও নৈকট্য লাভ করা যায় না এবং ঈমানের স্বাদও অনুভব করা যায় না।

৭) একজন প্রখ্যাত ছাহাবী দুনিয়ার এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সাধারণত গড়ে উঠে পার্থিব বিষয়ের ভিত্তিতে।

৮) وتقطعت بهم الأسباب এর তাফসীর জানা গেল। যা একটু আগে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

৯) মুশরিকদের মধ্যেও এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহকে খুব ভালোবাসে। কিন্তু শিরকের কারণে এ ভালোবাসা অর্থহীন।

১০) যে ব্যক্তির কাছে সূরা আত তাওবার ২৪ নং আয়াতে উল্লেখিত ৮টি বস্তু স্বীয় দীন অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবে, তার ব্যাপারে কঠিন শাস্তির ধমকি রয়েছে।

১১) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার মতই ঐ শরীককে ভালোবাসে সে শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় ধরনের শিরকে লিপ্ত হয়।

অধ্যায়: ৩১

ঈমানের অন্যতম দাবি হল কেবল আল্লাহকেই ভয় করা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"এরা হল শয়তান, যারা তোমাদেরকে তার বন্ধুদের (কাফির-বে-ঈমান) দ্বারা ভয় দেখায়। তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক তাহলে তাদেরকে (শয়তানের বন্ধুদেরকে) ভয় করো না; বরং আমাকেই ভয় করো।" *(সূরা আলে-ইমরান: ১৭৫)*[১৩৯]

---

১৩৯ আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: শয়তানের চক্রান্তের মধ্যে এটিও একটি চক্রান্ত যে, সে মুমিনদেরকে তার সৈন্যবাহিনী এবং বন্ধুদের মাধ্যমে ভয় দেখায়। যাতে মুমিনগণ শয়তানদের বিরুদ্ধে জিহাদ না করেন, সৎ কাজের আদেশ না দেন এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বারণ না করেন। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, এটিই শয়তানের চক্রান্ত এবং তার ভয় দেখানো। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শয়তানকে ভয় করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: সকল মুফাসসিরের নিকট আয়াতের অর্থ হচ্ছে, শয়তান তার বন্ধুদের মাধ্যমে মুমিনদেরকে ভয় দেখায়।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন:

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾

“আল্লাহর মসজিদগুলোকে একমাত্র তারাই আবাদ করতে পারে, যারা আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, ছ্বলাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হিদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”[১৪০] *(সূরা আত তাওবা: ১৮)*

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾

“মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। এরপর যখন আল্লাহর পথে তারা দুঃখ কষ্ট পায় তখন মানুষের চাপানো দুঃখ কষ্টের পরীক্ষাকে তারা আল্লাহর আযাবের সমতুল্য মনে করে।” *(সূরা আল আনকাবূত: ১০)*[১৪১]

কাতাদাহ বলেন: শয়তান মানুষের অন্তরে তার বন্ধুদেরকে বড় করে দেখায়। যখনই বান্দার ঈমান মজবুত হয়, তখনই তার অন্তর থেকে শয়তানের বন্ধুদের ভয় দূর হয়ে যায়। আর যখনই ঈমান দুর্বল হয়, তখনই বান্দার অন্তরে শয়তানের বন্ধুদের ভয় প্রকট আকার ধারণ করে। অতএব আয়াতটি প্রমাণ করে যে, একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা পরিপূর্ণ ঈমানের শর্তসমূহের অন্যতম। তাফসীর ও সীরাতের কিতাবসমূহ এই আয়াতের শানে নুযুল বর্ণিত হয়েছে।

১৪০ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন: খাওফে ইলাহী তথা অন্তরের ভয় আল্লাহর ইবাদাতের অন্যতম প্রকার। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য তা করা ঠিক নয়। আল্লাহর সামনে নত হওয়া, আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণ করা, আল্লাহর উপর ভরসা করা, আল্লাহর কাছেই আশা করা এবং এ প্রকারের অন্যসব বিষয় ইবাদাতে কালবীয়া অর্থাৎ অন্তরের ইবাদাতের অন্তর্ভূক্ত।

১৪১ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন: যে সমস্ত মানুষের কাছে নাবী-রসূল পাঠানো হয়েছে, তারা দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে। একভাগ বলেছে আমরা ঈমান আনয়ন করেছি, আরেকভাগ তা বলেনি। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা কুফরী ও গুনাহ-এর পথেই চলেছে। যারা বলেছে: আমরা ঈমান আনয়ন করলাম, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মুসীবত ও বিপদাপদে ফেলে পরীক্ষা করেছেন। الفتنة এর অন্যতম অর্থ হচ্ছে মুসীবতে ফেলে ঈমান

পরীক্ষা করা। আর যারা ঈমান আনয়ন করেনি, তারা যেন মনে না করে যে, সে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে কিংবা আল্লাহর পাকড়াও থেকে পলায়ন করতে পারবে অথবা তাঁকে পরাজিত করতে পারবে।

সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কষ্ট করতে হবে। যে ঈমান এনেছে, সেও কষ্ট করবে, আর যে ঈমান গ্রহণ করেনি, তাকেও কষ্ট করতে হবে। তবে কথা হচ্ছে মুমিন ব্যক্তি প্রথমে কষ্ট করবে দুনিয়াতে। অতঃপর দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর পরিণাম ভাল হবে।

কিন্তু ঈমান থেকে বিমুখ ব্যক্তি প্রথমে দুনিয়াতে সুখ-শান্তি ভোগ করবে। অতঃপর সে চিরস্থায়ী কষ্টের মধ্যে নিপতিত হবে।

দ্বীনের দাঈর জন্য সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে বসবাস করা জরুরী। মানুষের রয়েছে বিভিন্ন স্বপ্ন, চিন্তা-চেতনা ও বিভিন্ন আশা-আকাঙ্খা। সমাজের মানুষেরা চায় অন্য দ্বীনের দাঈও তাদের চিন্তা-চেতনা ও রীতিনীতির অনুসরণ করেই চলুক। এ ক্ষেত্রে সে যদি সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধীতা করে, তাহলে সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির অনুসারী লোকেরা তাকে কষ্ট ও শাস্তি দিবে।

আর যদি দ্বীনের দাঈ সমাজের লোকদের চিরাচরিত ও প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার-অভ্যাসের সাথে তাল মিলিয়ে চলে, তাহলেও সে শাস্তি পাবে। এই শাস্তি কখনো পাবে তার সমাজের লোকদের পক্ষ হতেই। আবার কখনো পাবে অন্যদের পক্ষ হতে।

সুতরাং পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঐ কথার উপর আমল করা আবশ্যক, যা তিনি মু'আবীয়া رضي الله عنهকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

«مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاس كَفَاهُ مُؤْنَةَ النَّاسَ وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ لَمْ يَغْنُوا عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»

"যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, তার জন্য মানুষের মুকাবেলায় আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করে মানুষেরা আল্লাহর মুকাবেলায় তার কোনই কাজে আসবেনা"।

আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন, সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং যাকে নফসের অনিষ্ট হতে বাঁচান, সে হারাম কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে এবং দুষ্ট লোকদের শত্রুতার উপর ধৈর্য ধারণ করে। এতে করে সে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হয়। যেমন হয়েছিলেন নাবী-রসূল ও তাদের অনুসারীগণ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যে ঈমান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করেই ঈমান আনয়ন করেছে। এ রকম মানুষকে যখন আল্লাহর রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়, তখন মানুষের ফিতনাকে আল্লাহর সেই আযাবের মতই মনে করে, যা থেকে বাঁচার জন্যই মুমিনগণ ঈমাণ গ্রহণ করেছেন। ফলে যেই কারণে তাকে এই কষ্ট দেয়া হয়, তা (আল্লাহর পথ) বর্জন করে। অথচ এটি এমন একটি কষ্ট, যা নাবী-রসূলগণ এবং তাদের অনুসারীগণ বিরোধীদের পক্ষ হতে সবসময়ই ভোগ করেছেন।

প্রকৃত মুমিনগণ তাদের পূর্ণ দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার ফলে আল্লাহর আযাবের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ঈমানের ছায়াতলে আশ্রয় নেন এবং ঈমানের পথে ক্ষণস্থায়ী দুঃখ-কষ্ট বরদাশত

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে 'মারফু' হাদীছে বর্ণিত আছে,

«إِنَّ مِنْ ضَعْفِ اليَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ الله، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ الله، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ الله، إِنَّ رِزْقَ الله لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ».

"বিশ্বাসের দুর্বলতার পরিচয় হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করা, আল্লাহর দেয়া রিযিক ভোগ করে মানুষের গুণগান করা এবং তোমাকে আল্লাহ যা দান করেননি তার ব্যাপারে মানুষের বদনাম করা। জেনে রাখা দরকার যে, কোন লোভীর লোভ আল্লাহর রিযিক টেনে আনতে পারে না। আবার কোন ঘৃণাকারীর ঘৃণা আল্লাহর রিযিক বন্ধ করতে পারে না"।[১৪২]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنِ الْتَمَسَ رِضَا الله بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ التَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ الله سَخِطَ الله عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ».

যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন, আর মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন

করেন। আর যেই মুমিন দূরদর্শিতা সম্পন্ন নন, তিনি নাবী-রসূলদের শত্রুদের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শত্রুদের অনুসরণ করেন। এরা মানুষের আযাব থেকে আত্মরক্ষা করে আল্লাহর আযাবে নিপতিত হচ্ছে। এই শ্রেণীর লোকেরা মানুষের আযাব থেকে পালিয়ে আল্লাহর আযাবের দিকে যাওয়ার মাধ্যমে উভয় আযাবকে সমান মনে করছে। এরা প্রকৃত পক্ষেই মহা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কেননা তারা বালির উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য আগুনে আশ্রয় নিয়েছে এবং ক্ষণস্থায়ী কষ্ট থেকে বেঁচে চিরস্থায়ী কষ্টকেই বেছে নিয়েছে। তার অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ যখন তাঁর সৈনিক ও বন্ধুদেরকে সাহায্য করেন, তখন সে বলে আমি তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। অথচ আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরের মুনাফেকী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন।

১৪২. যঈফ: আলবানী যঈফ বলেছেন, যঈফুল জামে হা/২০০৯।

এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন। ইমাম ইবনে হিব্বান তার ছ্বহীহ কিতাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[১৪৩]

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) সূরা আল-ইমরানের ১৭৫ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল।

২) সূরা আত তাওবার ১৮ নং আয়াতের তাফসীরও জানা গেল।

৩) সূরা আল আনকাবুতের ১০ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল।

৪) ঈমান দুর্বল হয় এবং শক্তিশালী হয়।

৫) ঈমান দুর্বল হওয়ার কিছু আলামতও রয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছে দুর্বল ঈমানের তিনটি আলামত বর্ণিত হয়েছে। (১) আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করা, (২) আল্লাহর দেয়া রিযিক ভোগ করে মানুষের গুণগান করা (৩) আল্লাহ যা দান করেননি, তার ব্যাপারে মানুষকে দোষারোপ করা।

৬) ভয়কে শুধু আল্লাহর জন্যই খালেস-একনিষ্ঠ করা ঈমানের অন্যতম দাবি।

৭) যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহকেই ভয় করে, তার ছওয়াবের বর্ণনা রয়েছে।

৮) যে আল্লাহকে ভয় করে না, তার শাস্তিও বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায়: ৩২

একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করা[১৪৪]

---

১৪৩. ছ্বহীহ: ইবনে হিব্বান হা/২৭৬, তিরমিযী হা/২৪১৪, আলবানী ছ্বহীহ বলেছেন, আছ-ছ্বহীহাহ হা/২৩১১।

১৪৪. তাওয়াক্কুল দু'প্রকার:

(১) এমন বস্তুর ব্যাপারে তাওয়াক্কুল করা, যার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর কাছেই। যে সমস্ত বিষয়ের ক্ষমতা শুধু আল্লাহর কাছেই, সেসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অলী-আওলীয়া

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾

"তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক, তাহলে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা কর।" *(সূরা আল মায়েদা: ২৩)* আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

"একমাত্র তারাই মুমিন যাদের সামনে আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয় আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা স্বীয় প্রভুর উপর ভরসা করে। *(সূরা আল আনফাল: ২)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

এবং অনুরূপ অন্যান্যদের উপর ভরসা করা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত, তাওবা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা যা ক্ষমা করবেন না।

আর উপস্থিত এবং জীবিত লোক, রাজা-বাদশাহ এবং অনুরূপ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা দিয়েছেন, যেমন রিযিক দেয়ার ক্ষমতা, কষ্ট দূর করার ক্ষমতা এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে দিয়েছেন, তাদের উপর সে বিষয়ে ভরসা করা **شرك أصغر** তথা ছোট শিরকের অন্যতম প্রকার।

(২) বৈধ তাওয়াক্কুল হচ্ছে, মানুষ তার দুনিয়াবী কাজ-কর্ম সম্পাদন করার জন্য কাউকে উকীল বানাবে। সে তার মত করেই তার কাজ-কর্ম পরিচালনা করবে। যেমন কেনা-বেচা, ভাড়া দেয়া, বিবাহ-তালাক, গোলাম আযাদ ইত্যাদি কাজ-কর্ম কেউ স্বীয় উকীলের মাধ্যমে সম্পাদন করল। এটি সকলের ঐক্যমতে জায়েয। তবে এ ক্ষেত্রে এটি বলা জায়েয নেই যে **توكلت عليه** আমি তার উপর ভরসা করলাম। বরং বলতে হবে যে, **وكلته** আমি তাকে উকীল বানালাম। কেননা সে যখন উকীল বানায়, তখন কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা করে।

“হে নাবী! তোমার জন্য এবং যেসব মুমিন তোমার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট”। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

“যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।” *(সূরা তালাক: ৩)*[১৪৫]

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ» , قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ – عليه السلام – حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ – صلى الله عليه وسلم – حِينَ قَالُوا لَهُ: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا} الآية.

“আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম কর্ম সম্পাদনকারী”। এ কথা ইবরাহীম আ. তখন বলেছিলেন, যখন তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আর উহুদ যুদ্ধের পর মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে লোকেরা যখন বলেছিল, “লোকেরা আপনাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বাহিনী

---

১৪৫ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ এবং অন্যান্য আলেমগণ বলেন: আল্লাহর উপর ভরসাকারীর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। অতএব, আল্লাহ তা'আলা যার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং তিনি যার হেফাজতকারী হবেন, শত্রুরা তার কোন ক্ষতি করার চিন্তাও করতে পারবেনা। তারা শুধু ততটুকু ক্ষতিই করতে পারবে, যা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে। যেমন গরম-ঠাণ্ডা, ক্ষুধা-পিপাসা ইত্যাদি। কিন্তু শত্রুরা তাদের মনোবাসনা অনুযায়ী যত ইচ্ছা ক্ষতি করবে- এটি কখনই হবে না। কোন কোন সালাফ বলেন: আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রত্যেক কাজের বদলা কাজের অনুরূপই নির্ধারণ করেছেন।[১৪৫] তিনি তাঁর উপর ভরসা করার বদলা এইভাবে নির্ধারণ করেছেন যে, কেউ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাঁর জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন নি যে, তার জন্য এত এত পুরস্কার রয়েছে। যেমন বলেছেন অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রে। তিনি তার উপর ভরসাকারী বান্দার জন্য নিজেকেই যথেষ্ট বানিয়েছেন। অতএব আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং সকল শত্রু ও অনিষ্ট হতে তাকে হেফাজত করবেন।

যেই বান্দা আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা করবে, সমস্ত আসমান-যমীন এবং তার মধ্যকার সকল বস্তু তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর সেই বান্দাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন, তার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং তাকে মদদ করবেন। ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ এর কথা এখানেই শেষ।

সমাবেশ করেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করুন”। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৭৩)।* তখন তিনি উক্ত কথা বলেছিলেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৪৬]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) আল্লাহর উপর ভরসা করা ফরয।

২) আল্লাহর উপর ভরসা করা ঈমানের অন্যতম শর্ত।

৩) সূরা আল আনফালের ২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৪) উক্ত আয়াতটির তাফসীর, অধ্যায়ের শেষাংশেই রয়েছে।

৫) সূরা তালাকের ৩ নং আয়াতের তাফসীর।

৬) **حسبنا الله نعم الوكيل** কথাটির বিরাট গুরুত্বের কথা জানা গেল। ইবরাহীম আ. ও মুহাম্মদ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপদের সময় এ বাক্যটি বলেছিলেন।

অধ্যায়: ৩৩

আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾

“তারা কি আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে নিরাপদ হয়েছে? ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও থেকে অন্য কেউ নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবতে পারে না”। *(সূরা আল আরাফ: ৯৯)* আল্লাহ তা‘আলা আরো ইরশাদ করেন,

---

১৪৬. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৫৬৩, অধ্যায়: তোমাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বাহিনী জড়ো হয়েছে।

﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾

"একমাত্র পথভ্রষ্ট লোকেরা ব্যতীত স্বীয় রবের রহমত থেকে আর কে নিরাশ হতে পারে"? *(সূরা আল হিজর: ৫৬)*

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল-ামকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, কবীরা গুনাহ হচ্ছে:

«الشركُ بالله، وَاليَأْسُ مِنْ رَوحِ الله، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله»

"আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা।"[১৪৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন:

«أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشراكُ بالله، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ الله، وَاليَأْسُ مِنْ رَوحِ الله».

"সবচেয়ে বড় কবীরাহ গুনাহ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শরীক করা, আল্লাহর পাকড়াও (শাস্তি) হতে নিজেকে নিরাপদ মনে করা, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর করুণা থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করা।" ইমাম আব্দুর রাজ্জাক স্বীয় মুসান্নাফে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৪৮]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) সূরা আল আরাফের ৯৯ নং আয়াতের তাফসীর।

২) সূরা আল হিজরের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৩) আল্লাহর পাকড়াও থেকে ভয়হীন ব্যক্তির জন্য কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন।

---

১৪৭. হাসান: আলবানী, ছ্বহীহ আল জামি‘ হা/৪৪৭৯, মুসনাদে বায্যার।

১৪৮. হাসান: মাওকুফ সূত্রে ছ্বহীহ। দেখুন, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক (১০/৪৫৯), তাফসীরে তাবারী, হা/৬১৯১ এবং তাবারানী আল-কাবীর, হা/৮৭৮৩ এবং অন্যান্য।

৪) আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ ব্যক্তিদের জন্যও রয়েছে কঠোর আযাবের ধমকি।

অধ্যায়: ৩৪

তাক্বদীরের (ফায়ছালার) উপর ধৈর্যধারণ করা ঈমানের অঙ্গ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَه** "যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান রাখে, তিনি তার অন্তরকে হিদায়াত দান করেন"। *(সূরা আত-তাগাবুন: ১১)*

আলকামা (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আয়াতে যার আলোচনা হয়েছে, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে বিপদ আসলে মনে করে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এর ফলে সে বিপদগ্রস্ত হয়েও সন্তুষ্ট থাকে এবং বিপদকে খুব সহজেই মেনে নেয়।

ছ্বহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন,

«اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ».

"মানুষের মধ্যে এমন দু'টি (মন্দ) স্বভাব রয়েছে যার দ্বারা তাদের কুফরী প্রকাশ পায়। একটি হচ্ছে, মানুষের বংশের মধ্যে দোষ লাগানো, অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা"[১৪৯]

বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ».

"যে ব্যক্তি (মুছীবতে) স্বীয় গালে আঘাত করে, বুকের জামা ছিড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়"।[১৫০]

---

১৪৯. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৭, অধ্যায়: বিলাপ করার ভয়াবহতা।

আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

“আল্লাহ তা‘আলা যখন তার কোন বান্দার মঙ্গল করতে চান, তখন দুনিয়াতেই তার (অপরাধের) শাস্তি দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন তার কোন বান্দার অমঙ্গল করতে চান, তখন দুনিয়াতে তার পাপের শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকেন, যেন ক্বিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণরূপে শাস্তি দেন”।[১৫১]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ،وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِي فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ».

“পরীক্ষা যত কঠিন হয়, পুরস্কার তত বড় হয়। আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন, তখন সে জাতিকে তিনি পরীক্ষা করেন। এতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার প্রতিও রয়েছে অসন্তুষ্টি”।[১৫২] ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং হাসান বলেছেন।

---

১৫০. ছ্বহীহ বুখারী হা/১২৯৪, অধ্যায়: যে ব্যক্তি মুছীবতে গাল চাপড়ায় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৩।

১৫১. হাসান ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২৩৯৬, অধ্যায়: মুছীবতের সময় ধৈর্য ধারণ করা। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীছকে হাসান বলেছেন। দেখুন: সিলসিলায়ে ছ্বহীহা হা/১২২০।

১৫২. হাসান: তিরমিযী হা/২৫৫৯, ইবনে মাজাহ হা/৪০৩১, ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এ হাদীছকে হাসান বলেছেন। ছ্বহীহ আল জামি‘ হা/২১১০।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১) সূরা আত তাগাবুনের ১১ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল। আল্লাহ তা'আলা সেখানে বলেন: "আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে (বিপদাপদ ও মুছীবতে পড়ে ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহর উপর আস্থা রাখে), তিনি তার অন্তরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত"।

২) বিপদে ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহর ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকা ঈমানের অঙ্গ।

৩) কারো বংশের প্রতি অপবাদ দেয়া বা দুর্নাম করা কুফরীর শামিল।

৪) যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে, গাল চাপড়ায়, জামার আস্তিন ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহেলী যুগের কোন রীতি নীতির প্রতি আহবান জানায়, তার প্রতি কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন।

৫) আল্লাহ তা'আলা যখন তার কোন বান্দার কল্যাণ চান এবং তাকে ভালোবাসেন, তার আলামত কী, তাও জানা গেল। অর্থাৎ তিনি তখন তার সেই বান্দাকে মুছীবতে ফেলেন এবং পরীক্ষা করেন।

৬) আর আল্লাহ যখন তার কোন বান্দার অকল্যাণ চান, তার নিদর্শন কী, তাও জানা গেল। অর্থাৎ পাপ কাজ করার পরও তাকে শাস্তি দেন না; বরং তাকে নিয়ামতের মধ্যেই রাখেন।

৭) বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শন সম্পর্কে জানা গেল।

৮) আল্লাহর (ফায়ছালার) প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া হারাম।

৯) বিপদে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার ছাওয়াব।

অধ্যায়: ৩৫

রিয়া (الريا) তথা প্রদর্শনেচ্ছা (মানুষকে দেখানোর জন্য আমল) করার ব্যাপারে শরী'আতে বিধান

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

"হে নাবী! বল: আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট অহী পাঠানো হয় এ মর্মে যে, তোমাদের ইলাহ মাত্র এক। অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎ আমল করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে"। *(সূরা কাহাফ: ১১০)*

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন

«أَنَا أَغْنَى الشركَاءِ عَنِ الشركِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشركَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشركَهُ».

"যে সমস্ত (বানোয়াট) মা'বূদদেরকে আমার সাথে শরীক বলে ধারণা করা হয়, আমি তাদের সকলের শিরক থেকে অধিক মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন আমল করে এবং ঐ আমলে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি ঐ ব্যক্তিকে এবং তার শিরককে প্রত্যাখ্যান করি"।[১৫৩]

আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অন্য এক 'মারফু' হাদীছে বর্ণিত আছে,

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ المَسيحِ الدَّجَّالِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: الشركُ الخَفِيُّ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ»

১৫৩. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৮৫, অধ্যায়: যে ব্যক্তি আমলে শিরক করল।

"আমি কি তোমাদের এমন বিষয়ে সংবাদ দেব না, যে বিষয়টি আমার কাছে 'মসীহ দাজ্জালের' চেয়েও ভয়ঙ্কর?" বর্ণনাকারী বলেন: ছাহাবায়ে কেরাম বললেন: হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হচ্ছে শিরকে খফী' বা গোপন শিরক। এর উদাহরণ হচ্ছে একজন মানুষ ছ্বলাতে দাঁড়ায়। অতঃপর সে শুধু এ মনে করেই তার ছ্বলাতকে খুব সুন্দরভাবে আদায় করে যে, কোন মানুষ তার ছ্বলাত দেখছে"।[১৫৪] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) সূরা আল কাহাফের ১১০ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল। সেখান থেকে বুঝা যাচ্ছে আমলে পূর্ণ ইখলাস না থাকলে এবং আমল সুন্নাত মোতাবেক না হলে তা কবুল হবে না।

২) নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে উক্ত নেক কাজ করতে গিয়ে আল্লাহ ছাড়াও অন্যকে খুশী করার নিয়্যাত করা।

৩) এহেন শিরক মিশ্রিত নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অনিবার্য কারণ হচ্ছে, আল্লাহর কারো প্রতি মুখাপেক্ষী না হওয়া। এ জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়্যাতের সাথে অন্য নিয়্যাত মিশ্রিত কোন আমলে তার প্রয়োজন নেই।

৪) আরো একটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার সাথে যাদেরকে শরীক করা হয়, তাদের সকলের চেয়ে আল্লাহ বহুগুণ উত্তম।

৫) রিয়ার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের উপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তরে ভয় ও আশঙ্কা।

৬) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম রিয়ার ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, একজন মানুষ মূলত ছ্বলাত আদায় করবে আল্লাহরই জন্য। তবে ছ্বলাতকে সুন্দরভাবে আদায় করবে শুধু এজন্য যে, সে মনে করে কোন মানুষ তার ছ্বলাত দেখছে।

---

১৫৪. হাসান: ইবনে মাজাহ হা/৪২০৪, হাদীছের সনদ দুর্বল। তবে হাদীছের অর্থের অনেক শাহেদ (সমর্থক) রয়েছে। এ কারণেই ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছকে হাসান বলেছেন। দেখুন: ছ্বহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৩০, ছ্বহীহ আল জামি' হা/২৬০৭।

অধ্যায়: ৩৬

নিছক পার্থিব স্বার্থে কোন কাজ করা শিরক[১৫৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"যারা শুধু দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদের সব কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে থাকি এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হল সেসব লোক আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া অন্য কিছু নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ হয়েছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল। ।" *(সূরা হুদ: ১৫-১৬)*

ছ্বহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِي وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسْ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الحِرَاسَةِ كَانَ فِي

১৫৫. শিরকে আছগার বা ছোট শিরক।

الحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ».

"ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, ধ্বংস হোক দিরহামের গোলাম, ধ্বংস হোক উত্তম চাদরের (পোষাকের) দাস, ধ্বংস হোক নরম পোষাকের গোলাম! তাকে কিছু দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক, উল্টে পড়ুক এবং সে যখন কাঁটা বিদ্ধ হবে তখন তা খুলতে না পারুক। সুখবর ঐ ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। তার মাথা ধুলোমলিন এবং পা দু'টি ধূলি ধুসরিত। তাকে সেনাবাহিনীর পাহারায় নিয়োজিত করা হলে সেখানেই নিয়োজিত থাকে। আর তাকে সেনাবাহিনীর পশ্চাতে রাখা হলে সে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। সে অনুমতি প্রার্থনা করলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। কোন বিষয়ে কারো জন্য সুপারিশ করলে তার সুপারিশও গ্রহণ করা হয় না"।[১৫৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮৮৭।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

---

১৫৬. দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও ভোগসামগ্রী দুই প্রকার:

১) এমন সম্পদ, যার প্রতি সকল মানুষই মুখাপেক্ষী এবং যা ব্যতীত মানুষের জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। যেমন পানাহার, বিয়ে-শাদী, বাসস্থান এবং অনুরূপ বস্তুর প্রতি মানুষের প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো মানুষ আল্লাহর কাছে চাইবে এবং এগুলো অর্জন করার আগ্রহী হবে ও চেষ্টা করবে। এর ফলে তার কাছে মাল আসলে সে শুধু তার প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। মাল তার কাছে শুধু ঐ গাধার ন্যায় হবে, যার উপর সে আরোহন করে এবং ঐ বিছানা ও চাদরের মতই হবে, যাতে সে বসে। কখনই সে মালের গোলামে পরিণত হবে না, যাতে সে মালের জন্য পেরেশান হয়ে যায়।

২) দ্বিতীয় প্রকার সম্পদ হচ্ছে যার প্রতি বান্দার কোন প্রয়োজনই হয় না। এই প্রকার সম্পদের প্রতি মানুষের অন্তরকে যুক্ত করা ঠিক নয়। এই প্রকার সম্পদের সাথে মানুষের অন্তর লেগে গেলে এবং আকৃষ্ট হলে সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য বস্তুর উপর নির্ভরকারী এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের (মালের) গোলাম হয়ে যাবে। তখন সে আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের কাতারের বাইরে চলে যাবে এবং সে আল্লাহর উপর ভরসাকারী হিসাবেও গণ্য হবে না।

১) মানুষ আখিরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া হাসিলের নিয়্যাতও করে।

২) সূরা হুদের ১৫ ও ১৬ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল।

৩) একজন মুসলিম ব্যক্তিকে দিনার- দিরহাম ও পোষাকের গোলাম হিসাবে আখ্যায়িত করা।

৪) উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা হচ্ছে, সে মুসলিমকে দেয়া হলেই খুশী হয়, দেয়া না হলেই অসন্তুষ্ট হয়।

৫) দুনিয়াদারকে আল্লাহর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বলে বদ দু'আ করেছেন, "সে ধ্বংস হোক, সে হতভাগ্য হোক, সে উল্টে পড়ুক এবং অপমানিত হোক অপদস্ত হোক।"

৬) দুনিয়াদারকে এ বলেও বদদোয়া করেছেন, "তার গায়ে কাঁটা ফুটুক এবং সে তা খুলতে না পারুক।"

৭) হাদীছে বর্ণিত গুণাবলীতে গুণান্বিত মুজাহিদের প্রশংসা করা হয়েছে। সে সৌভাগ্যের অধিকারী বলে জানানো হয়েছে।

অধ্যায়: ৩৭

যে ব্যক্তি আল্লাহর হালালকৃত জিনিস হারাম এবং হারামকৃত জিনিসকে হালাল করার ব্যাপারে আলিম ও নেতাদের আনুগত্য করল সে মূলত তাদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করল

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন,

«يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ؟ ، وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ».

“তোমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হওয়ার সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। কারণ আমি বলছি, “রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন অথচ তোমরা বলছো, “আবু বকর এবং উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন”।[১৫৭]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “ঐ সব লোকদের ব্যাপারটি আমার কাছে খুবই অবাক লাগে, যারা হাদিছের সনদ ও বিশুদ্ধতা অর্থাৎ ছহীহ হওয়ার বিষয়টি জানার পরও সুফইয়ান সওরীর মতামতকে গ্রহণ করে। অথচ আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

“যারা তার (রসূলের) নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাদের এ ভয় করা উচিত যে, তাদের উপর কোন কঠিন পরীক্ষা কিংবা কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এসে পড়তে পারে”। *(সূরা আন নূর: ৬৩)*

তুমি কি জানো ফিতনা কী? ফিতনা হচ্ছে শিরক। কেউ রসূলের কোন কথা প্রত্যাখান করলে সম্ভবত তার অন্তরে বক্রতার সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে সে ধ্বংসও হতে পারে”।[১৫৮]

আদী বিন হাতিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিম্ন বর্ণিত আয়াতটি পাঠ করতে শুনেছি,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، قَالَ: «أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونه، وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَهُ؟» , فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ».

“তারা (ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা) আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার-বিরাগিদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল এক মা‘বূদের ইবাদত করার জন্য। তিনি

১৫৭. দেখুন: তাফসীরে ইবনে কাছীর, (২/৩৪৮)

১৫৮. দেখুন: ইবনে বাত্তাহ কর্তৃক রচিত আল-ইবানাতুল কুবরাহ, পৃষ্ঠা/৯৭, মাসায়েলে আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমাদ (৩/১৩৫৫)

ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই। তারা যাকে তার শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র। *(সূরা আত তাওবা: ৩১)* তখন আমি নাবীজিকে বললাম, "আমরা তো তাদের ইবাদত করি না"। তিনি বললেন, 'আচ্ছা আল্লাহর হালাল ঘোষিত জিনিসকে তারা হারাম বললে, তোমরা কি তা হারাম হিসেবে গ্রহণ করো না? আবার আল্লাহর হারাম ঘোষিত জিনিসকে তারা হালাল বললে, তোমরা কি তা হালাল হিসেবে গ্রহণ করো না? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তখন বললেন: "এটাই তাদের ইবাদত করার মধ্যে গণ্য"।[১৫৯] ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলাগুলো জানা যায়

১) সূরা আন নূরের ৬৩ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল।

২) সূরা আত তাওবার ৩১ নং আয়াতের তাফসীরও জানা গেল।

৩) এখানে ইবাদতের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে, যা আদী বিন হাতিম অস্বীকার করেছিলেন।

৪) ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক আবু বকর এবং ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর দৃষ্টান্ত। আর ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক সুফইয়ান ছাওরীর দৃষ্টান্ত পেশ করা।

৫) মানুষের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে এমন গোমরাহীর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, তাদের অধিকাংশই আলিম ও পীর-বুযুর্গের পূজা করাকে সর্বোত্তম আমল হিসাবে গণ্য করছে। আর এরই নাম দেয়া হচ্ছে 'বেলায়াত'। যারা আলিম ও পীর-বুযুর্গ ব্যক্তিদের ইবাদত করে, তাদেরকেই জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

অতঃপর অবস্থার আরো পরিবর্তন সাধিত হয়ে বর্তমানে এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব ব্যক্তিদের ইবাদত করা

---

১৫৯. উক্ত হাদীছকে ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন। তবে অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের নিকট এটির সনদ বিশুদ্ধ নয়। বস্তুতঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য আয়াতের মূল বক্তব্যই যথেষ্ট। উল্লেখ্য যে, উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে বহু আয়াত ও হাদীছ রয়েছে। আলবানী হাসান বলেছেন। তিরমিযী হা/৩০৯৫

হচ্ছে, যারা আদৌ ভাল লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে সাথে এমন লোকদেরও ইবাদত করা হচ্ছে, যারা একদম জাহেল-অজ্ঞ।

অধ্যায়: ৩৮

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান পরিত্যাগ করে অন্যের ফায়ছালা গ্রহণ করার বিধান

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা আপনার উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে বলে দাবি করে? তারা বিচার ফায়ছালার জন্য ত্বগূত এর কাছে যায় অথচ তা অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত করতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয় এসো সেই জিনিসের দিকে, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এসো রসূলের দিকে তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে, ওরা তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ এসে যায়, অতঃপর তারা তোমার কাছে আল্লাহর নামে কসম করতে করতে ফিরে আসে এবং বলে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না"। *(সূরা আন নিসা: ৬০)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾

“তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, মূলত আমরাই সংশোধনকারী।” *(সূরা আল বাকারা: ১১)*

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾

“পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। আল্লাহকে আহবান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। । *(সূরা আল আরাফ: ৫৬)*

আল্লাহ তা‘আলা আরো ইরশাদ করেন:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

“তারা কি জাহেলী (বর্বর) যুগের ফায়ছালা কামনা করে? বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফায়ছালাকারী আর কে আছে?” *(সূরা আল মায়েদা: ৫০)*

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, ‘রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»

“তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত আদর্শের অধীন হয়”।[১৬০] ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: হাদীছটি ছ্বহীহ। আমরা এটিকে কিতাবুল হুজ্জাতে ছ্বহীহ সনদে বর্ণনা করেছি।

ইমাম শা’বী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: একজন মুনাফিক এবং একজন ইয়াহূদীর মধ্যে ঝগড়া ছিল। ইয়াহূদী বলল: ‘আমরা এর বিচার- ফায়ছালার জন্য মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যাব। কেননা তার জানা ছিল যে, তিনি ঘুষ গ্রহণ করেন না। আর মুনাফিক বলল: ‘ফায়ছালার জন্য আমরা ইয়াহূদী বিচারকের কাছে যাব। কেননা তার জানা ছিল যে, ইয়াহুদীরা বিচার-ফায়ছালায় ঘুষ খায়। পরিশেষে তারা উভয়েই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে,

---

১৬০. ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। দেখুন শাইখের তাহকীক কৃত ‘মিশকাতুল মাসাবীহ’, হা/১৬৭।

তারা এর বিচার ও ফায়ছালার জন্য জুহাইনা গোত্রের এক গণকের কাছে যাবে। তখন সূরা আন নিসার এ আয়াত নাযিল হয়,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾

"তুমি কি তাদেরকে দেখোনি যারা তোমার উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে বলে দাবি করে? তারা বিচার ফায়ছালার জন্য ত্বগূত এর কাছে যায়, অথচ তা অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর শয়তান তাদেরকে চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত করতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয় এসো সেই জিনিসের দিকে, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন এবং এসো রসূলের দিকে তখন তুমি মুনাফিকদেরকে দেখবে, ওরা তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে। তারপর যখন তাদের কৃতকর্মের দরুন কোন বিপদ এসে পড়ে, তখন তাদের অবস্থা কী হয়? তখন তারা তোমার কাছে আল্লাহ্‌র নামে কসম খেতে খেতে ফিরে আসে এবং বলতে থাকে যে, আল্লাহর কসম আমরা তো কেবল মঙ্গল চেয়েছিলাম এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক এটি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না"। *(সূরা আন নিসা: ৬০-৬২)*[১৬১]

আরেকটি বর্ণনা মতে জানা যায়, ঝগড়া- বিবাদে লিপ্ত দু'জন লোকের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তাদের একজন বলেছিল, মীমাংসার জন্য আমরা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যাব। অপরজন বলেছিল: কা'ব বিন আশরাফের কাছে যাব। পরিশেষে তারা উভয়ে বিষয়টি মীমাংসার জন্য উমার (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে সোপর্দ করল। তারপর তাদের একজন ঘটনাটি তার কাছে উল্লেখ করল (উমার (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে এ কথাও বলা হল

১৬১. শাবীর বর্ণনাটি মুরসাল হওয়ার কারণে যঈফ। কারণ তিনি ছিলেন তাবেয়ী। তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানা পাননি বলে ঘটনায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া ইমাম তাবারী স্বীয় তাফসীরে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

যে, বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যাওয়ার প্রস্তাব উঠেছিল, কিন্তু আমাদের একজন (অমুক) এতে রাজী হয়নি)। অতঃপর যে ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিচার ফায়ছালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারেনি, তাকে লক্ষ্য করে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ঘটনাটি কি সত্যিই এ রকম? সে বলল: হ্যাঁ। তখন তিনি তলোয়ারের আঘাতে তার গর্দান উড়িয়ে দিলেন।[১৬২]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলাগুলো জানা যায়।

১) সূরা আন নিসার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল। এ থেকে ত্বগূতের মর্মার্থ বুঝার ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাওয়া যায়।

২) সূরা আল বাকারার ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানা গলে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾

"তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে মূলত আমরাই সংশোধনকারী।" শিরক ও বিদ'আতই পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ।

৩) সূরা আল আরাফের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীর। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

---

১৬২. ঘটনাটি খুবই দুর্বল: ইমাম ছালাবী ইমাম বগবী নিজ নিজ তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। দেখুন: ছালাবী (৩/৩৩৭), বগবী (১/৪৬৬)।

"পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না"। অর্থাৎ তাওহীদের মাধ্যমে পৃথিবী সংশোধিত হওয়ার পর শিরক ও বিদ'আত ছড়িয়ে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

৪) সূরা আল মায়িদার ৫০ নং আয়াতের তাফসীরও জানা গেল। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

"তারা কি জাহেলী (বর্বর) যুগের ফায়ছালা কামনা করে? বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ অপেক্ষা উত্তম ফায়ছালাকারী আর কে আছে?"

৫) এ অধ্যায়ের প্রথম আয়াতের শানে নুযুল (অবতরণের প্রেক্ষাপট) জানা গেল। এ ক্ষেত্রে ইমাম শাবীর বক্তব্যও জানা গেল।

৬) সত্যিকারের ঈমান এবং মিথ্যা ঈমানের ব্যাখ্যা।

৭) মুনাফিকের সাথে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ব্যবহার সংক্রান্ত ঘটনা জানা গেল।

৮) প্রবৃত্তি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত আদর্শের অনুগত না হওয়া পর্যন্ত কারো ঈমান পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার বিষয় জানা গেল।

অধ্যায়: ৩৯

আল্লাহর 'আসমা ও ছিফাত' [নাম ও গুণাবলী] এর কতককে অস্বীকার করবে তার বিধান কি?

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾

"এবং তারা রহমানকে (আল্লাহর গুণবাচক নামকে) অস্বীকার করে। বল: তিনিই আমার প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি তার উপরই ভরসা করেছি এবং তার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন।" *(সূরা রা'দ: ৩০)*

ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

«حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ».

"লোকদেরকে এমন কথা বলো, যা তারা বুঝতে সক্ষম হয়। তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ এবং তার রসূলকে (আল্লাহ ও রসূলের কথাকে) মিথ্যা বলা হোক।"[১৬৩]

আব্দুর রাজ্জাক মামার হতে, মামার ইবনে তাউস হতে, তিনি তার পিতা হতে তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম থেকে একটি হাদীছ শুনে এক ব্যক্তি আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকার করার ব্যাপারে কেঁপে উঠছিল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: এরা আল্লাহ তা'আলাকে কেমন ভয় করে? কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শুনে নরম হয় (আল্লাহকে ভয় করে)। আর যখন কোন অস্পষ্ট আয়াত শুনে তখন ধ্বংস হয় (তা অস্বীকার করে)?" কুরাইশরা যখন শুনল, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আল্লাহর গুণবাচক নাম 'রহমান' উল্লেখ করছেন তখন তারা 'রহমান' গুণটিকে অস্বীকার করল। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ﴾ "তারা রহমানকে অস্বীকার করে"। *(সূরা রা'দ: ৩০)*[১৬৪]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) আল্লাহর কোন নাম ও গুণ অস্বীকার করলে ঈমান চলে যায়।

২) সূরা রা'দের ৩০ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল।

৩) যে কথা শ্রোতার বোধগম্য নয়, তা পরিহার করা উচিত।

---

১৬৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/১২৭, অধ্যায়: যে ব্যক্তি কাউকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে হাদীছ শুনাল।

১৬৪. ইমাম বায়হাকী কিতাবুস সিফাতে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন, হা/৮৬৭, ইমাম দারেমী স্বীয় কিতাব الرد على الجهمية তে বর্ণনা করেছেন, হা/১০৪ এবং ইমাম তাবারীও বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করছেন। তবে সনদ মুরসাল হওয়ার কারণে তা ছ্বহীহ নয়।

৪) অস্বীকারকারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসব কথা আল্লাহ ও তার রসূলকে অস্বীকার করার দিকে নিয়ে যায়, এর কারণ কি, তা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ না বুঝার কারণেই অনেকের ক্ষেত্রে এমনটি হয়ে থাকে।

৫। আল্লাহর ছিফাত সংক্রান্ত হাদীছ শুনে যে ব্যক্তির শরীর নড়ে উঠেছিল (ছিফাত অস্বীকার করতে চেয়েছিল) তার জন্য ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর কোন একটি অস্বীকারকারীর ধ্বংস অনিবার্য।

অধ্যায়: ৪০

আল্লাহর নিয়ামত বা অনুগ্রহ অস্বীকার করার পরিণাম

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾

"তারা আল্লাহর নিয়ামত চিনে, অতঃপর তা অস্বীকার করে তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।" *(সূরা আন নাহল: ৮৩)*

মুজাহিদ বলেন, এর মর্মার্থ হচ্ছে, কোন মানুষের এ কথা বলা 'এ সম্পদ আমার, যা আমার পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি'।

আউন বলেন: এর অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির এ কথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি না হলে এমনটি হত না। ইবনে কুতায়বা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: মুশরিকরা বলে, আমরা আমাদের মা'বূদদের সুপারিশের বদৌলতে এটি অর্জন করেছি।

যায়েদ বিন খালেদ হতে বর্ণিত হাদীছটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। তাতে এ কথা আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

«أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ»

"আজ আমার কোন বান্দার ভোরে নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে মুমিন অবস্থায়, আবার কারো ভোর হয়েছে কাফির অবস্থায়।[১৬৫]

হাদীছের এই অংশের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে শাইখুল ইসলাম আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ ধরনের অনেক বক্তব্য কুরআন ও সুন্নাহয় উল্লেখ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতকে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত করে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, আল্লাহ তা'আলা এখানে তার নিন্দা করেছেন।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন সালফে ছ্বলিহীন বলেন, বিষয়টি মুশরিকদের এ কথার মতোই, "অঘটন থেকে বাঁচার কারণ হচ্ছে অনুকুল বাতাস, আর মাঝি-মাল্লারা ছিল বিচক্ষণ"। এ ধরনের আরো অনেক কথা রয়েছে যা সাধারণ মানুষের মুখে অহরহই শুনা যায়।

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১) আল্লাহর নিয়ামতগুলো চেনা এবং তা অস্বীকার করার ব্যাখ্যা জানা গেল।

২) জেনে-শুনে আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকারের বিষয়টি মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত।

৩) মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত এ সব কথা আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করারই শামিল।

৪) এ ধরণের কথা প্রমাণ করে যে, অন্তরে দু'টি বিপরীতমুখী (ঈমান ও কুফরী) বিষয়ের সমাবেশ ঘটতে পারে।

---

১৬৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/১০৩৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭১, নাসাঈ হা/১৫২৫, মুসনাদে আহমাদ।

অধ্যায়: ৪১

জেনে-বুঝে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

“অতএব জেনে-বুঝে তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক ও সমকক্ষ নির্ধারণ করো না”। *(সূরা আল বাকারা: ২২)*

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: أنداد (আন্দাদ) হচ্ছে শিরক। অন্ধকার রাত্রে নির্মল কালো পাথরের উপর পিপিলিকার চলাচলের চেয়েও অধিক গোপনে মানুষের মধ্যে শিরক অনুপ্রবেশ করে। এর উদাহরণ হচ্ছে, তোমার এ কথা বলা, ‘আল্লাহর কসম! এবং হে অমুক! তোমার জীবনের কসম, আমার জীবনের কসম। অনুরূপ তোমার কথা ‘যদি এ ছোট্ট কুকুরটি না থাকত, তাহলে অবশ্যই আমাদের ঘরে চোর প্রবেশ করত। ‘হাঁসটি যদি ঘরে না থাকত, তাহলে অবশ্যই চোর আসত’। অনুরূপ কোন ব্যক্তি তার সাথীকে এ কথা বলল:, ‘আল্লাহ তা‘আলা এবং তুমি যা ইচ্ছা করো’। কোন ব্যক্তির এ কথা বলা যে, ‘আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যদি না থাকে, তাহলে অমুক ব্যক্তিকে এ কাজে রেখো না।’ এগুলো সবই শিরক। ইবনে আবি হাতিম ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর এ বক্তব্য নকল করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেছেন:

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ، أَوْ أَشرَكَ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল, সে কুফরী অথবা শিরক করল”।[১৬৬] ইমাম তিরমিযী এই হাদীছ বর্ণনা করার পর হাসান বলেছেন এবং আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকেম এটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

---

১৬৬. ছ্বহীহ: সুনানে তিরমিযী হা/১৫৩৫, আবূ দাউদ হা/৩২৫১।

«لأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا».

"আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করা আমার কাছে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে সত্য কসম করার চেয়ে বেশী পছন্দনীয়। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৩/৭৯, মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক ৮/৪৬৮।

হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَفُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ».

'আল্লাহ এবং অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছেন' এ কথা তোমরা বলো না; বরং এ কথা বল, 'আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছে'।[১৬৭] ইমাম আবু দাউদ ছ্বহীহ সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইবরাহীম নাখয়ী থেকে এ কথা বর্ণিত আছে যে, أعوذ بالله وبك অর্থাৎ 'আমি আল্লাহ এবং আপনার কাছে আশ্রয় চাই- এ কথা বলা তিনি অপছন্দ করতেন। আর أعوذ بالله ثم بك অর্থাৎ 'আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই অতঃপর আপনার কাছে- এ কথা বলা তিনি জায়েয মনে করতেন। তিনি আরো বলেছেন, لولا الله ثم فلان 'যদি আল্লাহ না থাকত অতঃপর অমুক না থাকত- একথা বলাও তিনি জায়েয মনে করতেন। কিন্তু لولا الله وفلان অর্থাৎ যদি আল্লাহ না থাকতেন এবং অমুক না থাকত- এ কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১) সূরা আল বাকারার ২২ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে শিরক করার তাফসীর জানা গেল।

১৬৭. ছ্বহীহঃ সুনানে আবূ দাউদ হা/৪৯৮০, আস-সিলসিলাতুছ ছ্বহীহাহ হা/১৩৭।

২) শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় শিরকের ব্যাপারে নাযিলকৃত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা ছাহাবায়ে কেরাম এভাবে করেছেন যে, তাদের সে ব্যাখ্যা ছোট শিরকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৩) গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যের) নামে কসম করা শিরক।

৪) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে সত্য কসম করা, আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করার চেয়েও জঘন্য গুনাহ।

৫) واو এবং ثم এর মধ্যকার পার্থক্য জানা গেল। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা এবং বান্দার মাঝে واو ব্যবহার করে কোন বিষয়ে একত্রিত করা যাবে না।

অধ্যায়: ৪২

আল্লাহর নামে কসম করে সন্তুষ্ট না থাকার পরিণাম।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بالله فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بالله فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ»

"তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করো না। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করে, সে যেন সত্য বলে। আর যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নামে কসম করা হবে, সে যেন উক্ত কসমে সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহর কসমে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হলো না, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই"।[১৬৮] ইমাম ইবনে মাজাহ হাসান সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।

এই অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো যানা যায়:

---

১৬৮. হাসান-ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/২১০১, আলবানী ছ্বহীহ বলেছেন, আল ইরওয়া হা/২৬৯৮।

১) বাপ-দাদার নামে কসম করার উপর নিষেধাজ্ঞা।

২) যার জন্য আল্লাহর নামে কসম করা হল, তার প্রতি কসমের বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ রয়েছে।

৩) আল্লাহর নামে কসম করার পর, যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে না, তাকে ভয় প্রদর্শন ও হুশিয়ার করা হয়েছে।

অধ্যায়: ৪৩

আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন- এ কথা বলার বিধান

কুতাইলা হতে বর্ণিত আছে,

أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُم النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: «مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ».

এক ইয়াহূদী রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বলল: আপনারাও আল্লাহর সাথে শিরক করে থাকেন। কারণ আপনারা বলে থাকেন: আল্লাহ এবং আপনি যা চেয়েছেন। আপনারা আরো বলে থাকেন কাবার কসম। এরপর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা কসম করতে চায়, তারা যেন বলে **وَرَبِّ الكَعْبَةِ** 'কাবার রবের কসম। আর যেন এ কথা বলে: **مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ** আল্লাহ যা চেয়েছেন

অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন।[১৬৯] ইমাম নাসাঈ এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং ছ্বহীহ বলেছেন।

সুনানে নাসাঈ তে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে আরো একটি হাদীছে বর্ণিত আছে,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ؟ : مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ: «أَجَعَلْتَنِي لله نِدًّا؟ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ».

এক ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্যে বলল: আপনি এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তুমি কি আল্লাহর সাথে আমাকে শরীক বানিয়ে ফেলেছ?" আসলে আল্লাহ একাই যা ইচ্ছা করেছেন, তাই হয়েছে"।[১৭০]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বৈপিত্রেয় (মায়ের তরফ থেকে) ভাই তোফায়েল থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ، قُلْتُ: إِنَّكُمْ لأَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عُزَيْرٌ ابْنُ الله، قَالُوا: وَأَنْتُمْ لأَنْتُم القَوْمَ لَوْلَا أَنَّكُمْ تقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفرٍ مِنَ النَّصَارَى، فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ لأَنْتُمُ القَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: المَسِيحُ ابْنُ الله. قَالُوا: وَأَنْتُمْ لأَنْتُمْ القَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُؤْيَا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنكُمْ، وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كِلَمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ».

আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি কয়েকজন ইয়াহূদীর কাছে এসেছি। আমি তাদেরকে বললাম: তোমরা অবশ্যই একটা ভাল জাতি, যদি তোমরা উযাইরকে আল্লাহর পুত্র না বলতে! তারা বলল: 'তোমরাও অবশ্যই একটি

---

১৬৯. ছ্বহীহ: সুনানে নাসাঈ হা/৩৭৭৩, আলবানী, আছ-ছ্বহীহাহ হা/১৩৬।

১৭০. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ, হাদীছটির একাধিক শাওয়াহেদ থাকার কারণে ছ্বহীহ।

ভাল জাতি। যদি তোমরা ماشاء الله وشاء محمد (আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন) এ কথা না বলতে! অতঃপর খ্রিষ্টানদের কিছু লোকের কাছে আমি গেলাম এবং বললাম: 'ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র'- এ কথা না বললে তোমরা একটি উত্তম জাতি হতে। তারা বলল: তোমরাও একটি ভাল জাতি হতে, যদি তোমরা এ কথা না বলতে, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন'। সকালে এ (স্বপ্নের) খবর যাকে পেলাম তাকে দিলাম। তারপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এলাম এবং তাকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন: এ স্বপ্নের কথা কি আর কাউকে বলেছ? বললাম: হ্যাঁ। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং গুণ বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন: তোফায়েল একটা স্বপ্ন দেখেছে, যার খবর তোমাদের মধ্যে যাকে বলার বলেছে। তোমরা এমন একটি কথা বলছ, যা থেকে আমিও তোমাদেরকে নিষেধ করতে চেয়েছিলাম, তবে অমুক অমুক কারণ আমাকে তা বলতে বাধা প্রদান করেছে। অতএব তোমরা এভাবে বলবে না যে, ماشاء الله وشاء محمد অর্থাৎ 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ইচ্ছা করেছেন; বরং তোমরা বল: ماشاء الله وحده অর্থাৎ 'আল্লাহ একাই যা ইচ্ছা করেছেন'।[১৭১]

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) ছোট শিরক সম্পর্কে ইয়াহূদীরাও অবগত আছে।

২) কোন বিষয়ে যখন মানুষের প্রবৃত্তি সামনে চলে আসে, তখন সে স্বীয় প্রবৃত্তি অনুসারেই বিষয়টিকে বুঝতে চায়।

৩) লোকেরা যখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে লক্ষ্য করে ماشاء الله وشئت (আপনি যা চেয়েছেন এবং আল্লাহ যা চেয়েছেন) বলল, তখন তিনি এ কথা বলতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন এভাবে বললে শিরক হয়। তিনি এভাবে প্রতিবাদ করেছেন যে: أجعلتنى لله ندا 'তুমি কি আমাকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে দিলে? তাহলে সে ব্যক্তির অবস্থা কী হবে, যে ব্যক্তি বলে, يا

১৭১. ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/২১১৮,মুসনাদে আহমাদ।

أكرم الخلق ما لي من ألوذبه سواك “হে সৃষ্টির সেরা! আপনি ছাড়া আমার আশ্রয়দাতা কেউ নেই এবং এ কবিতাংশের পরবর্তী দু'টি লাইন। অর্থাৎ উপরোক্ত কথা বললে অবশ্যই বড় ধরনের শিরক হবে।

৪) নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: يمنعنى كذا وكذا (আমাকে অমুক অমুক বিষয় নিষেধ করতে বারণ করেছে) দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা শিরকে আকবার তথা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫) ভাল ও সত্য স্বপ্ন অহীর শ্রেণীভুক্ত।

৬) স্বপ্ন শরী'আতের কোন কোন বিধান জারির কারণ হতে পারে।[১৭২]

অধ্যায়: ৪৪

যে ব্যক্তি যামানাকে গালি দেয় সে আল্লাহকেই কষ্ট দেয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾

১৭২. তবে নাবী-রসূলদের স্বপ্নের মাধ্যমেই শরী'আতের বিধান জারি হতে পারে। সাধারণ মুমিনদের স্বপ্ন দ্বারা কখনই শরী'আতের কোন বিধান সাব্যস্ত হবে না।

"অবিশ্বাসীরা বলে, 'শুধু দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। যামানা ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে"। *(সূরা জাছিয়া: ২৪)*

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

« **يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ**».

"বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যামানাকে (মহাকালকে) গালি দেয়। অথচ আমিই যামানা (মহাকাল)। রাত-দিনকে আমিই পরিবর্তন করি"।[173]

অন্য বর্ণনা আছে,

«**لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ**».

"তোমরা যামানাকে গালি দিয়ো না। কারণ, আল্লাহই হচ্ছেন যামানা। *(ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৪৬)*

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) কাল বা যামানাকে গালি দেয়া নিষেধ।

২) যামানাকে গালি দেয়া আল্লাহকে কষ্ট দেয়ারই নামান্তর।

৩) فإن الله هو الدهر 'আল্লাহই হচ্ছেন যামানা' রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীর মধ্যে গভীর চিন্তার বিষয় নিহিত আছে।

৪) বান্দার অন্তরে আল্লাহকে গালি দেয়ার ইচ্ছা না থাকলেও অসাবধানতা বশতঃ মনের অগোচরে তাকে গালি দিয়ে ফেলতে পারে।

অধ্যায়: ৪৫

কাযীউল কুযাত (মহা বিচারক) প্রভৃতি নামকরণ প্রসঙ্গে

১৭৩. ছ্বহীহ বুখারী *হা/৪৮২৬*, *ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৪৬।*

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ، رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ، لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ».

“আল্লাহ তা‘আলার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি, যার নামকরণ করা হয় ‘রাজাধিরাজ’। কেননা আল্লাহ ব্যতীত কোন (প্রকৃত) বাদশাহ নেই।[১৭৪]

সুফিয়ান ছাওরী বলেনঃ

«مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ».

‘রাজাধিরাজ’ কথাটি ‘শাহানশাহ’-এর মতই একটি নাম।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

«أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ»

“কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত, নিকৃষ্ট এবং খারাপ ব্যক্তি হচ্ছে, যার নামকরণ করা হয় রাজাধিরাজ।[১৭৫] উল্লেখিত হাদীছে أخنع শব্দের অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১) ‘রাজাধিরাজ’ শাহানশাহ নাম ধারণ করা হতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

২) ‘রাজাধিরাজ’এর অর্থে যত নাম ও শব্দ আছে, সবগুলোর হুকুম একই। যেমন সুফিয়ান ছাওরী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, শাহানশাহ রাজাধিরাজের মতই।

---

১৭৪ ছ্বহীহ বুখারী হা/৬২০৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২১৪৩।

১৭৫. মুসনাদে আহমাদ ২/৩১৫।

৩) রাজাধিরাজ বা অনুরূপ নাম ও উপাধি রাখা হতে কঠোরভাবে নিষেধ করার বিষয়টি ভালভাবে বুঝা উচিত। সে সাথে এটিও সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, অন্তর উক্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য করে না। মূলত এক্ষেত্রে অন্তরে কি নিয়্যাত আছে তা বিবেচ্য নয়।

৪) এ কথা ভাল করে বুঝা উচিত যে আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও বড়ত্ব প্রদর্শনের জন্যই উক্ত নামে কাউকে নামকরণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

অধ্যায়: ৪৬

আল্লাহর নামসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং সে জন্য নাম পরিবর্তন করা

আবু শুরাইহ হতে বর্ণিত আছে, এক সময় তার কুনিয়াত (ডাক নাম) ছিল আবুল হাকাম (মহা ফায়ছালাকারী)। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

«إِنَّ اللهَ هُوَ الحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الحُكْمُ» , فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شيءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الوَلَدِ؟ قَالَ: شريْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله، قَالَ: فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شريْحٌ، قَالَ: فَأَنْتَ أَبو شريْحٍ».

“আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন হাকাম (মহা ফায়ছালাকারী) এবং ফায়ছালা একমাত্র তারই। তখন আবু শুরাইহ বললেন, ‘আমার কওমের লোকেরা যখন কোন বিষয়ে মতোবিরোধ করে, তখন ফায়ছালার জন্য আমার কাছে চলে আসে। তারপর আমি তাদের মধ্যে ফায়ছালা করে দেই। এতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে বললেন, এটা কতইনা ভাল! তোমার কি সন্তানাদি আছে? আবু শুরাইহ বললেন, আমার শুরাইহ, মুসলিম এবং আবদুল্লাহ নামের তিনটি ছেলে আছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তাদের মধ্যে সবার বড় কে? আমি বললাম: শুরাইহ। তিনি বললেন তাহলে তুমি আবু শুরাইহ (শুরাইহের পিতা)।[১৭৬]

---

১৭৬. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৯৫৫, নাসাঈ ফিল কুবরা হা/৫৯০৭, ইমাম বুখারী আল আদাবুল মুফরদ হা/৮১১, আলবানী ছ্বহীহ বলেছেন, আল ইরওয়া হা/২৬১৫।

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) বান্দার উচিত আল্লাহর আসমা ও ছিফাত অর্থাৎ নাম ও গুণাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। সে জন্যই আল্লাহর নাম ও সিফাতের মত করে কারো নাম রাখা অনুচিত। যদিও উক্ত নাম রাখার সময় এর অর্থ উদ্দেশ্য না হয়।

২) আল্লাহর নাম ও সিফাতের সম্মানার্থে কতক নাম পরিবর্তন করা জরুরী।

৩) উপনামের জন্য জন্য বড় ছেলের নাম বাছাই করা উচিত।

অধ্যায়: ৪৭

আল্লাহ, কুরআন অথবা রসূল সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে উপহাস করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: ٦٥، ٦٦].

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, (তোমরা কি কথা বলছিলে?) উত্তরে তারা অবশ্যই বলবে যে, আমরা কেবল হাসি-তামাসা উপহাস-পরিহাস করছিলাম। বলো: তোমরা কি আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ এবং তার রসূলকে নিয়ে উপহাস করছিলে? তোমরা এখন ওযর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ।"। *(সূরা আত তাওবা: ৬৫-৬৬)*

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, যায়েদ বিন আসলাম এবং কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) (তাদের একের কথার সাথে অপরের কথার মিল রয়েছে) থেকে বর্ণিত আছে যে,

أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَبَ بُطُونًا وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنًا وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ، يَعْنِي رَسُولَ اللهِ؟ ، وَأَصْحَابَهُ الْقُرَّاءَ، فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بْنُ

مَالِكٍ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ؟ ، فَذَهَبَ عَوْفٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – لِيُخْبِرَهُ، فَوَجَدَ الْقُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ.

فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ؟ ، وَقَدِ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُول اللهِ، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّكْبِ نَقْطَعُ بِهِ عَنَاءَ الطَّرِيقِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بِنِسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – وَإِنَّ الحِجَارَةَ تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ؟ : {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} الآيَة, مَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَمَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ.

তাবুক যুদ্ধে একজন লোক বলল, এসব কারীর চেয়ে অধিক পেটুক, কথায় এদের চেয়ে অধিক মিথ্যুক এবং যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাক্ষাতে এত অধিক ভীরু আর কোন লোক দেখিনি। অর্থাৎ লোকটি তার কথা দ্বারা মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার কারী ছাহাবায়ে কেরামের দিকে ইঙ্গিত করছিল। আওফ বিন মালেক লোকটিকে বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ এবং তুমি একজন পাক্কা মুনাফিক। আমি অবশ্যই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ খবর জানাব। আওফ তখন এ খবর জানানোর জন্য রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন কুরআন তার চেয়েও অগ্রগামী অর্থাৎ আওফ পৌঁছার পূর্বেই অহীর মাধ্যমে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাপারটি জেনে ফেলেছেন। এরই মধ্যে মুনাফিক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে চলে আসল। লোকটি এমন সময় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হল, যখন তিনি সফরের উদ্দেশ্যে উটনীর উপর আরোহন করে রওয়ানা দিচ্ছিলেন। তারপর সে বলল: ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা হাসি-তামাশা করছিলাম এবং চলার পথে আরোহীদের মতই পরস্পর হাসি-তামাশা করছিলাম। যাতে করে আমাদের পথ চলার কষ্ট লাঘব হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখছি, যখন সে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উটনীর গদির রশির সাথে ঝুলন্ত ছিল (এবং কিভাবে সে তার সাথে কথা বলছিল)। লোকটি ঝুলন্ত থাকার কারণে এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিয়ে উটনী যাত্রা শুরু করার কারণে তার পা দু'টি পাথরের উপর দিয়ে হিঁচড়ে যাচ্ছিল। আর সে বলছিল, ‘আমরা হাসি ঠাট্টা ও ব্যঙ্গ-

বিদ্রুপ করছিলাম। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন,

﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾

“তোমরা কি আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ এবং তার রসূলকে নিয়ে উপহাস করছিলে? ”। *(সূরা আত তাওবা: ৬৫)* তিনি তার দিকে (মুনাফিকের দিকে একবারও) তাকিয়ে দেখেননি এবং উক্ত আয়াতের বাইরে অতিরিক্ত কোন কথাও বলেননি।[১৭৭]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত মাসআলাগুলো জানা যায়:

১) এ অধ্যায়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট মাসআলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ, কুরআন ও রসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে তারা কাফির।

২) এ ঘটনা সংশিষ্ট আয়াতের তাফসীর ঐ ব্যক্তির জন্য, যে এ ধরনের কাজ করে অর্থাৎ আল্লাহ, কুরআন ও রসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। সে যেই হোক না কেন।

৩) চোগলখোরী এবং আল্লাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যে নসীহতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ আওফ বিন মালেক (রদিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মুনাফেকের কথা জানিয়ে দেয়া চোগলখোরীর আওতায় পড়ে না।

৪) যেই পরিমাণ ক্ষমা করাকে আল্লাহ ভালবাসেন তার মাঝে এবং আল্লাহর দুশমনদের উপর কঠোরতা প্রদর্শনের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

৫) কিছু কিছু ওযর এমন রয়েছে যা গ্রহণ করা উচিত নয়।

---

১৭৭. হাসান: ইবনে আবী হাতিম ৪/৬৪, শাইখ মুক্ববিল আল ওয়াদিয়ী, আছ ছ্বহীহ মুসনাদ হা/৭১।

অধ্যায়: ৪৮

নিয়ামতের প্রাচুর্য মানুষকে আল্লাহর নাশোকরী করার প্রতি উৎসাহ দেয়

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٠) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾

"কিন্তু কঠিন সময় কেটে যাওয়ার পর যেই মাত্র আমি তাকে আমার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, সে বলতে থাকে, এটা তো আমার যোগ্য প্রাপ্য; আমি মনে করি না যে, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। তবে সত্যিই যদি আমাকে আমার পালনকর্তার কাছে নিয়ে হাজির করা হয়, তবে অবশ্যই তার কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতএব আমি কাফিরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করবো এবং তাদেরকে অবশ্যই আস্বাদন করাবো কঠিন শাস্তি। আমি যখন মানুষকে নিয়ামত দান করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং গর্বিত হয়ে উঠে। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সুদীর্ঘ দু'আ করতে শুরু করে"। *(সূরা ফুস্সিলাত: ৫০-৫১)*

বিখ্যাত মুফাস্সির মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটা তো আমার প্রাপ্য এর অর্থ হচ্ছে আমার কর্ম ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই এটা অর্জন করেছি। আমিই এর হক্বদার।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, সে এ কথা বলতে চায় যে, 'নিয়ামত আমার আমলের কারণেই' এসেছে। অর্থাৎ এটি আমার বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তি সত্তা এবং যোগ্যতার ফল।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, **﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾** "সে বলে, 'নিশ্চয়ই এ নিয়ামত আমার ইলম ও জ্ঞানের জন্য আমাকে দেয়া হয়েছে।" *(কাসাস :৭৮)*

কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহ) বলেন, উপার্জনের রকমারী পন্থা সম্পর্কিত জ্ঞান থাকার কারণেই আমি এ নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি।

অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন, এই মাল আমি এই কারণেই প্রাপ্ত হয়েছি যে, আল্লাহ জানতেন, আমি এ মালের হক্বদার। এটিই মুজাহিদের ঐ কথার অর্থ, যেখানে তিনি বলেছেন, আমার বংশগত মর্যাদার বদৌলতেই এ নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি।

আবু হুরাইয়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ কথা বলতে শুনেছেন,

«إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسرائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهِمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ فقَالَ: أَيُّ شيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ بِهِ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإِبِلُ أَوِ البَقَرُ – شَكَّ إِسْحَاقُ – فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشراءَ، وَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا. قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ، فقَالَ: أَيُّ شيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ بِهِ، فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: البَقَرُ أَوِ الإِبِلُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا.

فَأَتَى الأَعْمَى فقَالَ أَيُّ شيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصري، فَأُبْصر بِهِ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصرهُ، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا، فَأَنْتَجَ هَذَان وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإِبِلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الغَنَمِ.

قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَد انْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلَّا بالله ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالجِلْدَ الحَسَنَ وَالمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الحُقُوقُ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي

أَعْرِفُكَ! أَلَمْ تَكُنْ أَبَرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ المَالَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا المَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصيرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

قَالَ: وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصيرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وابْنُ سَبِيلٍ قَد انْقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلَّا بالله ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بصركَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصري، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوالله لَا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشيءٍ أَخَذْتَهُ لله، فَقَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضي اللهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ».

বর্ণিত হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। যাদের একজন ছিল কুষ্ঠরোগী, আরেকজন টাক পড়া, অপরজন ছিল অন্ধ। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তখন তাদের কাছে তিনি একজন ফেরেশতা পাঠালেন। সর্বপ্রথম কুষ্ঠরোগীর কাছে ফেরেশতা এসে জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কী? সে বলল: সুন্দর রং এবং সুন্দর চামড়া। আর যে রোগের কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে তা থেকে মুক্তি আমার কাম্য। তখন ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে তার রোগ দূর হয়ে গেল তাকে সুন্দর রং আর সুন্দর চামড়া দেয়া হল। তারপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার প্রিয় সম্পদ কি? সে বলল, উট অথবা গরু। ইসহাক অর্থাৎ হাদীছ বর্ণনাকারী উট কিংবা গরু এ দু'য়ের মধ্যে সন্দেহ করেছেন। তখন তাকে একটি গর্ভবতী উট দেয়া হল। ফেরেশতা তার জন্য এই বলে দু'আ করলেন, "আল্লাহ এ সম্পদে তোমাকে বরকত দান করুন"। অতঃপর ফেরেশতা টাকপড়া লোকটির কাছে গিয়ে বললেন: "তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কী?" লোকটি বলল, "আমার প্রিয় জিনিস হচ্ছে সুন্দর চুল। আর লোকজন আমাকে যার জন্য ঘৃণা করে তা থেকে মুক্ত হতে চাই"। ফেরেশতা তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে করে তার মাথার টাক দূর হয়ে গেল। তাকে সুন্দর চুল দেয়া হল। অতঃপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়? সে বলল: "উট অথবা গরু।" তখন তাকে গর্ভবতী একটি

গাভী দেয়া হল। ফেরেশতা তার জন্য এই বলে দু'আ করলেন, "আল্লাহ এ সম্পদে তোমাকে বরকত দান করুন"। তারপর ফেরেশতা অন্ধ লোকটির কাছে এসে বললেন, "তোমার কাছে সবচেয় প্রিয় বস্তু কী?" লোকটি বলল, "আল্লাহ যেন আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। যার ফলে আমি লোকজনকে দেখতে পাবো"। ফেরেশতা তখন তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে লোকটির দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ তা'আলা ফিরিয়ে দিলেন। এবার ফেরেশতা তাকে বললেন, "কি সম্পদ তোমার কাছে সব চেয়ে বেশী প্রিয়? সে বলল, "ছাগল আমার বেশী প্রিয়।" তখন তাকে একটি গর্ভবতী ছাগল দেয়া হল। আল্লাহর ফযল ও করমে উট ও গরু বংশ বৃদ্ধি করতে লাগল এবং ছাগলও বংশ বৃদ্ধি করতে লাগল। এমনিভাবে অবশেষে অবস্থা এই দাঁড়াল যে, একজনের উট দ্বারা মাঠ ভরে গেল, আরেকজনের গরু দ্বারা মাঠ পূর্ণ হয়ে গেল এবং আরেকজনের ছাগল দ্বারা মাঠ ভর্তি হয়ে গেল। অতঃপর নির্দিষ্ট একটি সময় পার হওয়ার পর একদিন ফেরেশতা তার পূর্ব আকৃতিতেই কুষ্ঠ রোগীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন: "আমি একজন মিসকীন"। আমার সফরের সম্বল শেষ হয়ে গেছে (আমি খুবই বিপদগ্রস্ত)। আমার গন্তব্যে পৌঁছার জন্য প্রথমে আল্লাহর, অতঃপর আপনার সাহায্য দরকার। যে আল্লাহ আপনাকে এত সুন্দর রং এবং সুন্দর চামড়া দান করেছেন, তার নামে আমি আপনার কাছে একটা উট সাহায্য চাই, যাতে আমি নিজ গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারি। তখন লোকটি বলল, 'দেখুন: আমার অনেক দায়-দায়িত্ব আছে, হক্বদার আছে।' ফেরেশতা বললেন: 'আমার মনে হয়, আমি আপনাকে চিনি। আপনি কি কুষ্ট রোগী ছিলেন না? মানুষ কি আপনাকে ঘৃণা করতো না? আপনি খুব গরীব ছিলেন না? তারপর আল্লাহ আপনাকে এ সম্পদ দান করেছেন। তখন লোকটি বলল: এ সম্পদ আমার পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ফেরেশতা তখন বলল, "তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহ যেন তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন"। তারপর ফেরেশতা মাথায় টাক-পড়া লোকটির কাছে গেলেন এবং ইতিপূর্বে কুষ্ঠরোগীর সাথে যে ধরনের কথা বলেছিল টাকপড়া লোকটির সাথেও অনুরূপ কথা বললেন। প্রতি উত্তরে কুষ্ঠরোগী যে ধরনের জবাব দিয়েছিল, এ লোকটিও সেই একই ধরনের জবাব দিল। তখন ফেরেশতাও আগের মতই বলল: 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন'। অতঃপর ফেরেশতা স্বীয় আকৃতিতে অন্ধ লোকটির কাছে গিয়ে বললেন, 'আমি এক গরীব মুসাফির। আমার পথের সম্বল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। প্রথম আল্লাহর তারপর আপনার সাহায্য কামনা করছি। যিনি আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে

দিয়েছেন, তার নামে একটি ছাগল আপনার কাছে সাহায্য চাই, যাতে আমার সফরে নিজ গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারি। তখন লোকটি বলল, আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার যা খুশি নিয়ে যান। আর যা খুশি রেখে যান। আল্লাহর কসম, আল্লাহর নামে আপনি আজ যা নিয়ে যাবেন, তাতে আমি বিন্দুমাত্র বাধা দেবো না। তখন ফেরেশতা বললেন: আপনার মাল আপনি রাখুন। আপনাদেরকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করা হল। আপনার আচরণে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনার সঙ্গীদ্বয়ের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।[১৭৮]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) সূরা ফুসসিলাতের ৫০ ও ৫১ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল।

২) ليقولن هذا لى এর তাৎপর্য জানা গেল।

৩) أوتيته على علم عندى এর মর্মার্থও জানা গেল।

৪) এই আশ্চর্য ধরনের কিসসা হতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় জানা গেল।

অধ্যায়: ৪৯

আল্লাহ ছাড়া অন্যের বান্দা বলা হারাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى

১৭৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৬৪, মুসলিম হা/২৯৬৪।

اللَّهُ عَمَّـا يُشْـرِكُونَ (١٩٠) أَيُشْـرِكُونَ مَـا لَا يَخْلُـقُ شَـيْئًا وَهُـمْ يُخْلَقُـونَ (١٩١) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾

"তিনিই (আল্লাহ তা'আলা) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র প্রাণ থেকে; আর তার থেকেই তৈরি করেছেন তার স্ত্রীকে, যাতে তার কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। অতঃপর সে যখন তার স্ত্রীকে আবৃত করল, তখন স্ত্রী হালকা গর্ভধারণ করল। সে তাই নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল। তারপর যখন গর্ভ ভারী হয়ে গেল, তখন উভয়ে মিলে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে দু'আ করলো। তুমি যদি আমাদেরকে ভাল সন্তান দান কর তবে আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে একটি সুস্থ-নিখুঁত সন্তান দান করলেন, তখন দানকৃত বিষয়ে তারা তার অংশীদার তৈরি করতে লাগল। বস্তুত আল্লাহ্ তাদের শরীক সাব্যস্ত করার বহু উর্ধ্বে। তারা কি এমন কাউকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে যে একটি জিনিসও সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট? আর তারা না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজেদের সাহায্য করতে পারে"। *(সূরা আল 'আরাফ: ১৮৯-১৯২)*

ইবনে হায্ম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এমন প্রত্যেক নামই হারাম, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের ইবাদত করা বুঝায়। যেমন আবদু আমর, আবদুল কা'বা এবং এ জাতীয় অন্যান্য নাম। তবে আবদুল মুত্তালিব এর ব্যতিক্রম।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

لَمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا إِبْلِيسُ فَقَالَ: إِنِّي صَاحِبُكُمَا الَّذِي أَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الجَنَّةِ لَتُطِيعَانِّنِي أَوْ لأَجْعَلَنَّ لَهُ قَرْنَيْ أَيِّلٍ فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكَ فَيَشُقُّهُ، وَلأَفْعَلَنَّ وَلأَفْعَلَنَّ، يُخَوِّفُهُمَا، سَمِّيَاهُ عَبْدَ الحَارِثِ، فَأَبَيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ، فَأَتَاهُمَا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ، فَأَبَيَا أَنْ يُطِيعَاهُ، فَخَرَجَ مَيْتًا، ثُمَ حَمَلَتَ فَأَتَاهُمَا فَذَكَرَ لَهُمَا، فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الوَلَدِ، فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الحَارِثِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا}.

আদম আ. যখন বিবি হাওয়ার সাথে মিলিত হলেন তখন হাওয়া গর্ভবতী হলেন। এমতাবস্থায় শয়তান আদম ও হাওয়ার কাছে এসে বললো, 'আমি তোমাদের সেই বন্ধু ও সাথী, যে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছে।

তোমরা আমার আনুগত্য করো, নতুবা গর্ভস্থ সন্তানের মাথায় হরিণের শিং গজিয়ে দিবো। তখন সন্তান হাওয়ার পেট চিরে বের হবে। আমি অবশ্যই এ কাজ করে ছাড়বো"। শয়তান এভাবে তাদেরকে আরো অনেক ভয় দেখাচ্ছিল। শয়তান বলল: তোমরা তোমাদের সন্তানের নাম 'আব্দুল হারিছ' রেখো। তখন তারা শয়তানের আনুগত্য করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর তাদের একটি মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো।

আবারো বিবি হাওয়া গর্ভবতী হলেন। শয়তানও পুনরায় তাদের কাছে এসে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। এর ফলে তাদের অন্তরে সন্তানের প্রতি ভালবাসা তীব্র হয়ে দেখা দিল। তখন তারা সন্তানের নাম 'আবদুল হারিস' রাখলেন (কৃষকের বান্দা)।[১৭৯] এভাবেই তারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের মধ্যে তার সাথে শরীক করে ফেললেন। এটাই হচ্ছে **جعلا له شركاء فيما أتاهما** এ আয়াতের তাৎপর্য।[১৮০] ইবনে আবি হাতিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

وله بسند صحيح عن قتادة; قال: "شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته".

ইবনে আবী হাতিম কাতাদাহ হতে ছ্বহীহ সনদে অপর একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: তারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছিলেন আনুগত্যের ক্ষেত্রে; ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়।

ছ্বহীহ সনদে মুজাহিদ থেকে ইবনে আবী হাতিম **لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا** -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো বর্ণনা করেন যে, আদম ও হাওয়া এ ধরণের আশঙ্কায় পড়েছিলেন যে, সন্তানটি মানুষ হয় কি না। হাসান, সাঈদ প্রমুখের কাছ থেকেও আয়াতের এই অর্থই উল্লেখ করা হয়েছে।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়:

---

১৭৯. আব্দুল হারিছ শয়তানের উপাধী। সুতরাং আব্দুল হারিছ অর্থ শয়তানের গোলাম (বান্দা)।

১৮০. যঈফ: আলবানী, আল যঈফাহ হা/৩৪২।

১) যেসব নামের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের অর্থ নিহিত রয়েছে সে নাম রাখা হারাম।

২) সূরা আল 'আরাফের ১৯০ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল।

৩) আলোচিত অধ্যায়ে বর্ণিত শিরক শুধু নাম রাখার ক্ষেত্রেই হয়েছে। এর দ্বারা শিরকের হাকীকত তথা প্রকৃত পারিভাষিক শিরক উদ্দেশ্য ছিল না।

৪) আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ সন্তান লাভ করা একজন মানুষের জন্য নিয়ামতের বিষয়।

৫) আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে শিরক এবং ইবাদতের মধ্যে শিরকের ব্যাপারে সালফে ছ্বলিহীনগণ পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন।

অধ্যায়: ৫০

আসমাউল হুসনা (সুন্দর নামসমূহ) -এর বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল 'আরাফের ১৮০ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

“আর আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাকে ডাকো। আর যারা তার নামগুলো বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করে চলো। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।

ইবনে আবি হাতিম ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন, **يلحدون في أسمائه** অর্থাৎ তারা তার নামগুলো বিকৃত করে। এর অর্থ হচ্ছে তারা শিরক করে।

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরো বর্ণিত আছে, মুশরিকরা ‘ইলাহ’ থেকে ‘লাত’ আর ‘আযীয’ থেকে ‘উযযা’ নামকরণ করেছে।

আ’মাস থেকে বর্ণিত আছে, মুশরিকরা আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে এমন কিছু শিরকী বিষয় ঢুকিয়েছে, যার অস্তিত্ব আদৌ তাতে নেই।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) আল্লাহ তা’আলার অনেক সুন্দর নাম রয়েছে। এই নামসমূহ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা ওয়াজিব।

২) আল্লাহর নামসমূহ সুন্দরতম ও পবিত্র।

৩) আল্লাহ তা’আলাকে ঐ সমস্ত সুন্দর ও পবিত্র নামে ডাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৪) যেসব মূর্খ ও মুশরিকরা আল্লাহর পবিত্র নামের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদেরকে পরিহার করে চলা জরুরী।

৫) এই অধ্যায়ে আল্লাহর নাম বিকৃতি করার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

৬) আল্লাহর নাম পরিবর্তন ও বিকৃতিকারীদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তির ধমকি।

অধ্যায়: ৫১

“আসসালামু আলাল্লাহ” আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক বলা যাবে না

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন:

كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ؟ : «لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ».

"আমরা যখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছ্বলাতে থাকতাম, তখন আমরা বলতাম, "আল্লাহর উপর তার বান্দাদের পক্ষ থেকে সালাম, অমুক অমুকের উপর সালাম, অমুক ব্যক্তির উপর সালাম"। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "আল্লাহর উপর সালাম (শান্তি বর্ষিত হোক) এমন কথা তোমরা বলো না। কেননা আল্লাহ নিজেই 'সালাম'।[১৮১]

এই অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) এই অধ্যায়ে আল্লাহ তা'আলার নাম 'সালাম'এর ব্যাখ্যা জানা গেল।

২) 'সালাম' হচ্ছে সম্মানজনক সম্ভাষণ।

৩) আল্লাহকে সালাম (সম্ভাষণ)) দেয়া ছ্বহীহ নয়।

৪) আল্লাহ তা'আলাকে সালাম (সম্ভাষণ) দেয়া নাজায়েয হওয়ার কারণও বলা হয়েছে।

৫) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামকে সালামের ঐ তরীকা শিক্ষা দিয়েছেন, যা আল্লাহ তা'আলার জন্য সমীচীন ও শোভনীয়।

---

১৮১. ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৩৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪০২।

অধ্যায়ঃ ৫২

‘হে আল্লাহ তুমি চাইলে আমাকে মাফ করো’ এভাবে দু‘আ করা প্রসঙ্গে

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ اللهمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللهمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ».

“তোমাদের কেউ যেন দু‘আ করার সময় এভাবে না বলে, হে আল্লাহ্! তুমি যদি চাও তবে আমাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ্! তুমি যদি চাও তবে আমার উপর রহমত নাযিল করো; বরং সে যেন দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে দু‘আ করে। কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই”।[১৮২] ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

«وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ, فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شيءٌ أَعْطَاهُ».

“আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার সময় পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে প্রয়োজন পেশ করা উচিত। কেননা আল্লাহ বান্দাকে যাই দান করেন না কেন তার কোনটাই তার কাছে বড় কিংবা কঠিন নয়”।[১৮৩]

এই অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১) দু‘আর মধ্যে ইনশা-আল্লাহ বলা নিষেধ। অর্থাৎ এভাবে দু‘আ করা যে, হে আল্লাহ! তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে ক্ষমা করো, তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে এটা দান কর ইত্যাদি। এভাবে দু‘আ করা অর্থাৎ দু‘আ কবুল করা বা না করার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া নিষেধ।

২) দু‘আতে ইনশা-আল্লাহ বলা নিষেধ হওয়ার কারণ এ অধ্যায়েই বর্ণিত হয়েছে।

৩) দু‘আর মধ্যে দৃঢ়তা থাকা চাই।

---

১৮২. ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৩৩৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৭৯।

১৮৩ ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৭৯।

৪) দু'আ করার সময় মাকসুদ হাসিল হওয়ার জন্য পরিপূর্ণ আগ্রহ প্রকাশ করা জরুরী।

৫) দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর কাছে চাওয়ার আদেশ দেয়ার কারণ এই অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৩তম অধ্যায়:

আমার বান্দা (দাস) এবং আমার বান্দী (দাসী) বলবে না

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضاءْ رَبَّكَ, وَلْيَقُلْ: سيدِي وَمَوْلَايْ, وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي».

"তোমাদের কেউ যেন না বলে, 'তোমার প্রভুকে খাবার দাও' 'তোমার প্রভুকে অযু করাও', তোমার প্রভুকে পান করাও। বরং সে যেন বলে, 'আমার সরদার' 'আমার মনিব'। তোমাদের কেউ যেন না বলে 'আমার বান্দা (দাস)' 'আমার (বান্দী) দাসী'। বরং সে যেন বলে, 'আমার সেবক, আমার সেবিকা, আমার গোলাম (চাকর)"।[১৮৪]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়

১) আমার (বান্দা) দাস এবং আমার বান্দী (দাসী) বলা নিষিদ্ধ।

২) কোন গোলাম যেন তার মনিবকে আমার রব (প্রভু) না বলে। এ কথাও যেন না বলা হয়, 'তোমার রবকে আহার করাও'।

৩) মনিবকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন তার মালিকানাধীন গোলামকে আমার সেবক, আমার সেবিকা এবং আমার গোলাম বলে।

---

১৮৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৫৫২, মুসলিম হা/২২৪৯।

৪) সেই সাথে চাকরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সে যেন তার মনিবকে রব (প্রভু) বলার বদলে আমার সরদার এবং আমার অভিভাবক বলে।

৫) এই অধ্যায় রচনা করার উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তা'আলার তাওহীদকে বাস্তবায়ন করার জন্য শব্দ ব্যবহার ও প্রয়োগের মধ্যেও বিশেষ খেয়াল রাখা জরুরী।

অধ্যায়: ৫৪

আল্লাহর নাম নিয়ে (আল্লাহর ওয়াস্তে) সাহায্য চাইলে ভিক্ষুককে বঞ্চিত করা যাবে না

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ سَأَلَ بالله فَأَعْطُوهُ،وَمَنِ اسْتَعَاذَ بالله فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে সাহায্য চায় তাকে সাধ্যানুযায়ী দান করো। যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়ে (আল্লাহর ওয়াস্তে) আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে তোমরা আশ্রয় দাও। যে তোমাদেরকে ডাকে তার দাওয়াত কবুল করো। যে ব্যক্তি তোমাদের জন্য ভাল কাজ করে, তার যথোপযুক্ত প্রতিদান দাও। তার প্রতিদানের জন্য যদি তোমরা কিছুই না পাও, তাহলে তার জন্য দু'আ করো, যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো"। ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ী হাদীছটি ছ্বহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।[১৮৫]

এ অধ্যায় থেকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়:

---

১৮৫. ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/১৬৭২, অধ্যায়: সায়েলকে দান করা।

১) আল্লাহর নামের উসীলায় কেউ আশ্রয় প্রার্থনা করলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে আশ্রয় দান করার হুকুম করেছেন।

২) আল্লাহর নামে (ওয়াস্তে) সাহায্য প্রার্থনাকারীকে সাহায্য প্রদান করা উচিত।

৩) দাওয়াত কবুল করা কিংবা ভাল কাজের আহ্বানে সাড়া দেয়া ওয়াজিব।

৪) ভাল কাজের প্রতিদান দেয়া উচিত।

৫) ভাল কাজের প্রতিদানে অক্ষম হলে উপকার সাধনকারীর জন্য দু'আ করা।

৬) উপকার সাধনকারীর জন্য এই পরিমাণ দু'আ করা, যাতে মনে হয়, যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হয়েছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: **كافأتموه حتى تروا أنكم قد** দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

অধ্যায়: ৫৫

আল্লাহর চেহারার উসীলা দিয়ে (আল্লাহর দোহাই দিয়ে) একমাত্র জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করা যায় না

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلاَّ الْجَنَّةُ»

"আল্লাহর চেহারার উসীলা দিয়ে একমাত্র জান্নাত ছাড়া অন্য কিছুই চাওয়া যায় না।" ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[১৮৬]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) আল্লাহর চেহারার উসীলা দিয়ে সর্বোচ্চ মাকসুদ অর্থাৎ জান্নাত ব্যতীত

১৮৬. যঈফ: আবু দাউদ, অধ্যায়: আল্লাহর চেহারার উসীলা দিয়ে কিছু চাওয়া মাকরূহ। হা/১৬৭১।

অন্য কিছু চাওয়া যায় না।

২) এ অধ্যায়ে বর্ণিত দলীল দ্বারা আল্লাহর ‘চেহারা’ নামক ছিফাত সাব্যস্ত হয়।

অধ্যায়: ৫৬

বাক্যের মধ্যে ‘যদি’ ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا﴾

“তারা বলে, ‘যদি’ এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছু থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না” *(সূরা আলে ইমরান: ১৫৪)* আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾

“যারা ঘরে বসে থেকে তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কথা মতো যদি তারা চলতো তাহলে তারা নিহত হতো না। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৬৮)*

ছ্বহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بالله، وَلَا تَعْجِزَنَّ، وَإِنْ أَصَابَكَ شيءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشيطَانِ».

“যে জিনিস তোমার উপকার সাধন করবে, তা অর্জন করার জন্য আগ্রহী হও এবং সর্বোচ্চ শ্রম ব্যয় করো এবং সকল বিষয়ে কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও। আর এ রকম যেন না হয় যে, তাক্বদীরের উপর ভরসা করে হাত গুটিয়ে অপারগ হয়ে বসে থাকবে। কল্যাণকর ও উপকারী বস্তু অর্জনে সাধ্যানুযায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করার পরও যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তবে কখনও এ কথা বলো না, ‘যদি আমি এ রকম করতাম, তাহলে

অবশ্যই এমন হতো'। বরং তুমি এ কথা বলো, 'আল্লাহ যা তাক্বদীরে রেখেছেন এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে। কেননা 'যদি' কথাটি শয়তানের জন্য কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয়"।[১৮৭]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) সূরা আলে-ইমরানের ১৫৪ নং আয়াত এবং ৬৮ নং আয়াতের উল্লে-খিত অংশের তাফসীর।

২) কোন বিপদাপদ হলে কিংবা মাকসুদ পূর্ণ না হলে 'যদি' শব্দ প্রয়োগ করে কথা বলার উপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

৩) لو (যদি) শব্দ উচ্চারণ করা নিষেধ হওয়ার কারণ হল এটি শয়তানের কুমন্ত্রণামূলক কাজের সুযোগ তৈরী করে।

৪) উত্তম কথার প্রতি দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৫) উপকারী ও কল্যাণকর বস্তু অর্জনে আগ্রহী ও সচেষ্ট হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

৬) এর বিপরীত অর্থাৎ ভাল কাজে অপারগতা ও অক্ষমতা প্রদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

অধ্যায়: ৫৭

বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ

উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

১৮৭. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৬৪, অধ্যায়: শক্তিশালী হওয়া এবং অপারগতা প্রকাশ বর্জনের আদেশ।

«لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللهمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شر هَذِهِ الرِّيحِ وَشر مَا فِيهَا وَشر مَا أُمِرَتْ بِهِ»

“তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। তোমরা যখন বাতাসের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, তখন তোমরা বলবে,

«اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ»

“হে আল্লাহ! এ বাতাসের যা কল্যাণকর, এতে যে মঙ্গল নিহিত আছে এবং যতটুকু কল্যাণ করার জন্য সে অদিষ্ট হয়েছে ততটুকু কল্যাণ ও মঙ্গল আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।

আর এ বাতাসের যা অনিষ্টকর, তাতে যে অমঙ্গল লুকায়িত আছে এবং যতটুকু অনিষ্ট সাধনের ব্যাপারে সে আদিষ্ট হয়েছে তা থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই”। ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং ছ্বহীহ বলেছেন।[১৮৮]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ।

২) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন যে, অপছন্দনীয় জিনিস দেখে তারা যেন উপকারী কথা বলে তথা উত্তম দু‘আ করে।

৩) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন যে, বাতাস আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট এবং আল্লাহর হুকুমেই তা প্রবাহিত হয়।

৪) এ কথাও সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, বাতাস কখনো কল্যাণ সাধনের জন্য আবার কখনো অকল্যাণ করার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট হয়।

---

১৮৮. ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২২৫২, অধ্যায়: বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ।

অধ্যায়: ৫৮

আল্লাহ তা'আলার প্রতি মন্দ ধারণা করা কাফির ও মুনাফিকদের অভ্যাস

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

"তারা জাহেলী যুগের ধারণার মত আল্লাহ সম্পর্কে অসত্য ধারণা পোষণ করে। তারা বলে: 'আমাদের জন্য কিছু করণীয় আছে কি? হে রসূল! তুমি বলে দাও: 'সব বিষয়ই আল্লাহর হাতে। তারা তাদের মনের মধ্যে এমন কিছু লুকিয়ে রাখে, যা তোমার নিকট প্রকাশ করে না। তারা বলে আমাদের যদি কিছু করার থাকতো, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বলো: তোমরা যদি নিজেদের ঘরে থাকতে তাহলেও যাদের মৃত্যু লিখে দেয়া হয়েছিল, তারা নিজেরাই নিজেদের বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে আসতো। আর এই যে বিষয়টি সংঘটিত হলো তা এ জন্য যে, তোমাদের বুকে যা কিছু (গোপন) রয়েছে, তা পরীক্ষা করে নেবেন আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু (যে দোষ-ত্রুটি) রয়েছে তা পরিষ্কার করা ছিল তার কাম্য। আল্লাহ মনের অবস্থা খুব ভাল করে জানেন।"। *(সূরা আলে-ইমরান: ১৫৪)*

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: তাদের এই ধারণাকে মন্দ ধারণা হিসাবে ব্যাখ্যা করার কারণ হল আল্লাহু তা'আলার শানে তাদের এই ধারণা ছিল অশোভনীয়। তারা ধারণা করেছিল যে, আল্লাহর রসূলকে সাহায্য করা হবে না এবং ইসলামের আলো অচিরেই মিটে যাবে। তাদের মন্দ ধারণাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তারা ধারণা করেছিল উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলিমগণ যেই পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তারা যে কষ্ট পেয়েছিলেন, তা আল্লাহর নির্ধারণ, আল্লাহর হিকমত ও ফায়ছালা অনুযায়ী ছিল না। সুতরাং তাদের ধারণায় আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও তাক্বদীরকে অস্বীকার করা হয়েছে। সেই সাথে তাদের ধারণায় আল্লাহর রসূলের দীনকে

পূর্ণতা দান করা এবং তার দীনকে সকল দীনের উপর বিজয় দান করার বিষয়টিরও অস্বীকৃতি ছিল।

এটিই ছিল সেই খারাপ ধারণা, যা করেছিল মদীনার মুনাফিক সম্প্রদায় এবং মক্কার মুশরিক দল। পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতাহ এর মধ্যে তাদের এই ধারণার আলোচনা করা হয়েছে। এই ধারণা মন্দ হওয়ার কারণ হলো, তা আল্লাহ্ তা'আলার শান ও সুমহান মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূণ ছিল না। উক্ত ধারণা ছিল আল্লাহর হিকমত, আল্লাহর প্রশংসা এবং তার সত্য ওয়াদার পরিপন্থী, বেমানান এবং অসৌজন্যমূলক।

সুতরাং যে ধারণা করবে যে, আল্লাহ তা'আলা সব সময় সত্যের উপর বাতিলকে বিজয়ী রাখবেন, সত্য বাতিলের সামনে দুর্বল হয়ে থাকবে এবং এরপর সত্য কখনই মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারবে না, সে অবশ্যই আল্লাহর ব্যাপারে মন্দ ধারণা করল। সে আল্লাহর সাথে এমন বিষয়কে সম্পৃক্ত করল, যা আল্লাহর সিফাতে কামালিয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যে ব্যক্তি ঐ প্রকারের কোন কর্মে তাক্বদীরে ইলাহীকে অস্বীকার করল, সে আল্লাহর ক্ষমতা ও রাজত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আর যে সমস্ত লোক আল্লাহর সেই হিকমতকে অস্বীকার করল, যার কারণে তিনি প্রশংসার হক্বদার এবং এই ধারণা পোষণ করল যে, উহুদের যুদ্ধে আল্লাহ্ মুমিনদেরকে পরাজিত করতে চেয়েছেন বলেই তা করেছেন, এর পিছনে অন্য কোন হিকমত নিহিত নেই, তারা কাফিরদের ন্যায়ই ধারণা করল। আর কাফিরদের জন্যই রয়েছে ধ্বংস ও জাহান্নাম।

অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে থাকে। বিশেষ করে ঐ সমস্ত বিষয়ে, যা তাদের নিজেদের (তাক্বদীরের) সাথে সম্পৃক্ত অথবা যা অন্যদের সাথে সম্পৃক্ত। যারা আল্লাহর জাতে পাক, তার পবিত্র নামসমূহ, তার ত্রুটিমুক্ত ছিফাতসমূহ এবং তার হিকমত সম্পর্কে ও তিনি যে যথাযথ প্রশংসার হক্বদার- এ সম্পর্কে অবগত, তারাই কেবল তা থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

সুতরাং যে ব্যক্তি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান এবং নিজের কল্যাণকামী তার উচিত এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রভুর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করে, সে যেন আল্লাহ সম্পর্কে বদ ধারণার কারণে তার নিকট তাওবা করে এবং তার কাছেই ক্ষমা চায়।

হে প্রিয় পাঠক! আপনি মানুষদের মাঝে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখতে পারেন। দেখবেন অনেক মানুষই তাক্বদীরের উপর অসন্তুষ্ট এবং তাক্বদীরকে দোষারোপকারী। তারা বলে থাকে এ রকম হওয়া উচিত ছিল না, এমন হওয়া ঠিক ছিল না। এ রকম অভিযোগ কেউ কম করে আবার কেউ বেশী করে। আপনি আপনার নিজের মধ্যেই অনুসন্ধান করুন। আপনি কি তাক্বদীরের উপর আপত্তি উত্থাপন করা হতে মুক্ত? কবি বলেছেন,

فإن تنجُ منها تنجُ من ذي عظيمة + وإلا فإني لا إخالك ناجيا

"হে বন্ধু! তুমি যদি এ থেকে (তাকদীরের উপর আপত্তি করা থেকে) মুক্ত হয়ে থাক তাহলে জেনে রাখো যে, তুমি একটি বিরাট মুছীবত থেকে বেঁচে গেলে। আর এ থেকে মুক্তি না পেলে তুমি নাজাত পাবে বলে আমার মনে হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾

"তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তারা নিজেরাই খারাপ ও দোষের আবর্তে নিপতিত।" *(সূরা আল-ফাতাহ: ৬)*

এই অধ্যায় থেকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) সূরা আলে- ইমরানের ১৫৪ নং আয়াতের তাফসীর জানা গেল।

২) সূরা "ফাতাহ"-এর ৬ নং আয়াতের তাফসীরও জানা গেল।

৩) আলোচিত বিষয়ের প্রকার সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ মন্দ ধারণার অনেক প্রকার রয়েছে।

৪) যে ব্যক্তি আল্লাহর আসমা ও ছিফাত (নাম ও গুণাবলী) এবং নিজের নফ্স সম্পর্কে অবহিত রয়েছে, কেবল সেই আল্লাহর প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা থেকে বাঁচতে পারে।

অধ্যায়: ৫৯

তাকদীর অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ لأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ, ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ? : «الإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ باللهِ, وَمَلَائِكَتِهِ, وَكُتُبِهِ, وَرُسُلِهِ, وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشرهِ»

"সেই সত্তার কসম, যার হাতে ইবনে উমারের জীবন, তাদের (তাক্বদীরের প্রতি অবিশ্বাসীদের) কারো কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, অতঃপর তা আল্লাহর রাস্তায় দান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা উক্ত দান কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনে"। অতঃপর তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী দ্বারা নিজ বক্তব্যের পক্ষে দলীল পেশ করেন:

«الإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

"ঈমান হচ্ছে, তুমি আল্লাহ তা'আলার প্রতি, তার সমুদয় ফেরেশতার প্রতি, তার যাবতীয় কিতাবের প্রতি, তার সমস্ত রসূলের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। সাথে সাথে তাকদীর এবং এর ভাল-মন্দের প্রতিও ঈমান আনয়ন করবে"।[১৮৯] ইমাম মুসলিম এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

উবাদা বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন:

يَا بُنَيَّ، إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الإِيْمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شيءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

১৮৯. ছ্বহীহ: ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮, অধ্যায়: ইসলাম, ঈমান এবং তাকদীর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। তিরমিযী হা/২৬১০, নাসাঈ হা/৪৯৯০, আবূ দাউদ হা/৪৬৯৫, আবনে মাজাহ হা/৬৩।

يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي».

"হে বৎস, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে যে, 'তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটারই ছিল। আর যা ঘটেনি তা কোনদিন তোমার জীবনে ঘটার ছিল না" রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি, "সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করলেন তা হচ্ছে 'কলম'। সৃষ্টির পরই তিনি কলমকে বললেন, "লিখো"। কলম বলল: 'হে আমার রব, 'আমি কী লিখবো?' তিনি বললেন, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত সব জিনিসের তাকদীর লিপিবদ্ধ করো"।[১৯০]

হে বৎস! রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আমি বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি এর উপর (তাক্বদীরের উপর) বিশ্বাস ব্যতীত মৃত্যু বরণ করলো, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়"।[১৯১]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) হতে অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে

«إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمَ، قَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

"আল্লাহ তা'আলা সর্ব প্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে 'কলম'। এরপরই তিনি কলমকে বললেন, 'লিখো'। কলম তখন ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে, সব লিখে শেষ করেছে।[১৯২]

ইবনে ওয়াহাবের একটি বর্ণনা মতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشرهِ أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ».

"যে ব্যক্তি তাক্বদীর এবং তাক্বদীরের ভাল- মন্দে বিশ্বাস করে না, তাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবেন।"[১৯৩]

---

১৯০. ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২১৫৫, ৩৩১৯, আবু দাউদ হা/ ৪৭০০।

১৯১. ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/৪৭০০, সুনানুল কুবরা বাইহাকী হা/২০৮৭৫।

১৯২. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/২২৭০৫।

মুসনাদে আহমাদ এবং সুনানে আবু দাউদে ইবনুদ্ দাইলামী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন:

أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ – رضي الله عنه –، فَقُلْتُ: فِي نَفْسي شيءٌ مِنَ القَدَرِ، فَحَدِّثْنِي بِشيءٍ، لَعَلَّ اللهَ يُذْهِبُهُ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصيبَكَ، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ عَن النَّبِيِّ؟

'আমি উবাই ইবনে কা'ব এর কাছে আসলাম। অতঃপর বললাম, 'তাক্বদীরের ব্যাপারে আমার মনে কিছু সন্দেহ উদয় হয়েছে। আপনি আমাকে তাক্বদীর সম্পর্কে কিছু কথা বলুন। এর ফলে হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তর হতে তা দূর করে দিবেন। তখন তিনি বললেন,

"তুমি যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় দান করো, আল্লাহ তোমার এ দান ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস করবে"। আর এ কথা জেনে রাখো, তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা না ঘটার ছিল না। আর তোমার জীবনে যা ঘটেনি, তা ঘটার ছিল না। এ বিশ্বাস পোষণ না করে তুমি যদি মৃত্যু বরণ করো, তাহলে অবশ্যই জাহান্নামী হবে'।

ইবনুদ দাইলামী বলেন, অতঃপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা বিন ইয়ামান এবং যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর নিকট আসলাম। তাদের প্রত্যেকেই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ রকমই বর্ণনা করেছেন"।[১৯৪] ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম এই হাদীছ তার ছ্বহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং ছ্বহীহ বলেছেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো জানা যায়

---

১৯৩. ইবনে আবী আসিম এর কিতাবুস সুন্নাহ হা/১১১।

১৯৪. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৬৯৯, ইবনে মাজাহ হা/৭৭, মুসনাদে আহমাদ।

১) তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ফরয।

২) তাক্বদীরের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে, তাও বর্ণনা করা হয়েছে।

৩) তাক্বদীরের প্রতি যার ঈমান নেই তার আমল বাতিল।

৪) যে ব্যক্তি তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনে না সে ঈমানের স্বাদ থেকে মাহরূম হবে।

৫) আল্লাহ তা'আলা সর্ব প্রথম যা সৃষ্টি করেছেন- এখানে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬) ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা সৃষ্টি হবে, হুকুমে ইলাহী পেয়েই কলম তা লিখে শেষ করেছে।

৭) যে ব্যক্তি তাক্বদীর বিশ্বাস করে না তার সাথে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ দায়মুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অথাৎ তার সাথে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন সম্পর্ক নেই।

৮) সালফে ছ্বলিহীনের রীতি ছিল, কোন বিষয়ের সংশয় নিরসনের জন্য তারা জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনকে প্রশ্ন করতেন।

৯) উলামায়ে কেরাম এমনভাবে প্রশ্নকারীকে জবাব দিতেন যদ্বারা সন্দেহ দূর হয়ে যেতো। তাদের জবাবের নিয়ম এই ছিল যে, তারা নিজেদের কথাকে শুধুমাত্র রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে নিসবত (সম্বোধিত) করতেন।

অধ্যায়: ৬০

ছবি অঙ্কনকারী বা চিত্র শিল্পীদের পরিণাম

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً».

"আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে, যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে চায়? তাদের শক্তি থাকলে একটা অণু সৃষ্টি করুক অথবা একটা দানা সৃষ্টি করুক কিংবা একটি যবের দানা সৃষ্টি করুক"।[১৯৫]

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللهِ».

"ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তাদেরই, যারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মতো ছবি বা চিত্র অঙ্কন করে"।[১৯৬]

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ».

"প্রত্যেক চিত্র অঙ্কনকারীই জাহান্নামী। চিত্রকর যতটি (প্রাণীর) চিত্র অঙ্কন করবে, তার প্রতেকটির বদলে একটি করে প্রাণ সৃষ্টি করা হবে। এর মাধ্যমে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে"।[১৯৭]

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত 'মারফু' হাদীছে এসেছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ».

---

১৯৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৯৫৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২১১১।

১৯৬. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৯৫৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২১১০।

১৯৭. ছ্বহীহ বুখারী হা/২২২৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২১১০।

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করবে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে ঐ চিত্রে আত্মা দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে আত্মা দিতে সক্ষম হবে না।[১৯৮]

ছ্বহীহ মুসলিমে আবুল হাইয়াজ আল-আসাদী হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একদা আমাকে বললেন,

«أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ؟ : أَنْ لَا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ».

'আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাবো না, যে কাজে স্বয়ং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন? সে কাজটি হচ্ছে, 'তুমি কোন প্রাণীর ছবি দেখলেই তা বিলুপ্ত না করে ছাড়বে না। আর কোন উঁচু কবরকে মাটির সমান না করে ছাড়বে না"।[১৯৯]

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) ছবি অঙ্কনকারীদের ব্যাপারে কঠোর ধমকি ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

২) ছবি বানানো থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করার কারণও বলে দেয়া হয়েছে। এখানে কঠোরতা অবলম্বনের কারণ হচ্ছে, ছবি নির্মাণে আল্লাহর সাথে বেআদবী হয়। আল্লাহ তা'আলা হাদীছে কুদসীতে বলেন, «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى» "ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যলেম আর কে হতে পারে, যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে চায়?

৩) এখানে সৃষ্টি করার ব্যাপারে আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে। অপরদিকে বান্দা যে এতে সম্পূর্ণ অক্ষম তা বলা হয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলা ছবি প্রস্তুতকারীদেরকে বলেছেন, 'তোমাদের ক্ষমতা থাকলে

---

১৯৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৯৬৩, মুসলিম হা/২১১০।

১৯৯. ছ্বহীহ: মুসলিম হা/৯৬৯, নাসাঈ হা/২০৩১।

তোমরা একটা অণু অথবা একটা দানা কিংবা একটা যবের দানা তৈরী করে নিয়ে এসো’।

৪) সুস্পষ্ট করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিন চিত্রকরদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে।

৫) চিত্রকর যতটা প্রাণীর ছবি আকঁবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য ততটা প্রাণ সৃষ্টি করবেন এবং এর দ্বারাই জাহান্নামে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

৬) অঙ্কিত ছবিতে রূহ দেয়ার জন্য চিত্রকরকে বাধ্য করা হবে।

৭) প্রাণীর ছবি পাওয়া গেলেই তা ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অধ্যায়: ৬১

বেশী বেশী কসম করা সম্পর্কে শরী‘আতের বিধান

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ

يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"তোমরা যে সমস্ত অর্থহীন কসম খেয়ে থাকো, সেসবের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না। কিন্তু তোমরা জেনেবুঝে যেসব কসম খাও সেগুলোর উপর তিনি অবশ্যই তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। (এ ধরণের কসম ভেঙে ফেলার) কাফ্ফারা এই যে, দশজন মিসকীনকে এমন মধ্যম মানের খাদ্য প্রদান করবে; যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে খেতে দিয়ে থাকো অথবা তাদেরকে কাপড় পরাও অথবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দিবে। আর যে ব্যক্তি এর সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন ছিয়াম রাখবে। এ হচ্ছে তোমাদের কসমের কাফ্ফারা যখন শপথ করে তা ভেঙ্গে ফেলো। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ সংরক্ষণ করো। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও"। *(সূরা আল মায়িদা: ৮৯)*

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একথা বলতে শুনেছি,

«الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلْسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ».

"মিথ্যা শপথ ব্যবসায়িক পণ্য দ্রুত বিক্রি হতে সাহায্য করে ঠিকই; কিন্তু তা লাভ ধ্বংসকারী।" ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২০০]

সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ، لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ»

"তিন শ্রেণীর লোকদের সাথে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে গুনাহ হতে পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তারা হচ্ছে, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, অহংকারী গরীব, আর যে

২০০. ছ্বহীহ বুখারী হা/২০৮৭, মুসলিম হা/১৬০৬, আবূ দাউদ হা/৩৩৩৫।

ব্যক্তি আল্লাহকে ব্যবসার পণ্য বানিয়েছে। আল্লাহর নামে কসম করা ব্যতীত সে পণ্য ক্রয় করে না, কসম করা ব্যতীত পণ্য বিক্রিও করে না"। ইমাম তাবরানী ছ্বহীহ সনদে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২০১]

ছ্বহীহ বুখারীতে ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

«خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ».

"আমার উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার ছাহাবীগণ। অতঃপর উত্তম হচ্ছে তাদের পরবর্তীতে আগমনকারীগণ। অতঃপর উত্তম হচ্ছে যারা তাদের পরবর্তীতে আসবে। ইমরান বলেন: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পরে দুই যুগের কথা বলেছেন নাকি তিন যুগের কথা বলেছেন তা আমি বলতে পারছি না। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর তোমাদের পরে এমন সব লোক আসবে, যাদেরকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা না হলেও সাক্ষ্য দেয়ার জন্য এগিয়ে আসবে, তারা খিয়ানত করবে, আমানত রক্ষা করবে না। তারা মানত করবে, কিন্তু তা পূরণ করবে না। আর তাদের মধ্যে মোটা মানুষ দেখা দিবে"।[২০২] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৫১, মুসলিম হা/২৫৩৫।

ছ্বহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন,

«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ».

---

২০১. ছ্বহীহ: আলবানী, ছ্বহীহুল জামি হা/৩০৬৭, ছ্বহীহুত্ তারগীব ও তারহীব, হা/১৭৮৮।

২০২. অর্থাৎ আখেরী যামানায় মানুষের দীনী চেতনা দুর্বল হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। এতে করে তারা ভোগ-বিলাসী হয়ে উঠবে। ফলে তারা অতিভুজী হবে। এতে তাদের দেহ খুব মোটা হয়ে যাবে এবং শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমবে। হাদীসে অতিভোজের মাধ্যমে শরীর মোটা করাকে নিন্দা করা হয়েছে। কেননা মাত্রাতিরিক্ত মোটা মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম বুদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং শরীর ভারী হওয়ার কারণে ইবাদত-বন্দেগী ঠিক মত করতে পারে না।

“সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ। এরপর উত্তম হলো এর পরবর্তীতে আগমনকারী লোকেরা। তারপর উত্তম হলো যারা তাদের পরবর্তীতে আসবে। অতঃপর এমন এক জাতির আগমন ঘটবে, যাদের কারো সাক্ষ্য কসমের আগেই হয়ে যাবে, আবার কখনো কসম সাক্ষ্যের আগেই হয়ে যাবে”। ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৫১, মুসলিম হা/২৫৩৩। অর্থাৎ কসম ও সাক্ষের মধ্যে কোন মিল থাকবে না। কসম ও সাক্ষ্য উভয়টাই মিথ্যা হবে।

ইবরাহীম নখয়ী বলেন:

«كَانُوا يَضرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ».

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন সাক্ষ্য, শপথ এবং ওয়াদা-অঙ্গিকারের হিফাযত করার জন্য অভিভাবকগণ আমাদেরকে প্রহার করতেন। ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৫২।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) কসম সংরক্ষণের উপদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কসম করলে তা পূরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

২) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, মিথ্যা কসমের মাধ্যমে ব্যবসায়িক পণ্য দ্রুত বিক্রি হয় ঠিকই, কিন্তু তা হতে বরকত উঠে যায়।

৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম ছাড়া ক্রয় বিক্রি করে না তাকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে।

৪) এখানে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, গুনাহ করার জন্য উপযুক্ত শক্তি এবং উপকরণ কম থাকার পরও যদি কেউ গুনাহ করে তাহলে তার ছোট গুনাহও বড় আকার ধারণ করে। অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হওয়ার ফলে মানুষের যৌন আগ্রহে ও শক্তিতে ভাটা পড়ে। তখন ব্যভিচার করার মত পর্যাপ্ত শক্তি ও আগ্রহ না থাকারই কথা। এরপরও যেই বৃদ্ধলোক এই কাজ করবে, তার শাস্তি ভয়াবহ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ জীবনের শেষ

মুহূর্তে উপনীত হয়ে সদা আখিরাতের চিন্তা করা উচিত, সৎকর্মে মশগুল থাকা জরুরী এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকা আবশ্যক। যখন কোন বৃদ্ধ তা না করে শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়ার পরও পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে, তার জন্য সেই পাপ কাজ নিশ্চয়ই ভয়াবহ লাঞ্ছনা ও গ্লানি ডেকে আনবে।

৫) কসম খেতে বলার আগেই যারা কসম খায়, তাদের নিন্দা করা হয়েছে।

৬) রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন যুগের অর্থাৎ ছাহাবী, তাবেয়ী এবং তাবে-তাবেয়ীদের প্রশংসা করেছেন। এই তিন যুগের পরে যে সমস্ত জঞ্জাল, বিদ'আত এবং অন্যান্য অপকর্ম হবে, তিনি তা আগেই বলে দিয়েছেন।

৭) সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা না হলেও যারা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে এখানে তাদেরও নিন্দা করা হয়েছে।

৮) সালফে ছলিহীনগণ শিশুদেরকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রতিপালন করতেন। সাক্ষ্য দেয়া, শপথ করা এবং ওয়াদা-অঙ্গিকারের উপর কায়িম থাকার জন্য তারা বাচ্চাদেরকে প্রহারও করতেন।

অধ্যায়: ৬২

আল্লাহ ও তার রসূলের জিম্মাদারীর ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾

"আর যখনই তোমরা আল্লাহর সাথে কোন অঙ্গীকার করো তখন আল্লাহর সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং নিজেদের কসম দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা তো আল্লাহকে নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত"। *(সূরা আন নাহল: ৯১)*

বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَـانَ رَسُـولُ الله – صـلى الله عليـه وسـلم – إِذَا أَمَّـرَ أَمِـيرًا عَلَـى جَـيْشٍ أَوْ سـرِيَّةٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى الله، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا.

فَقَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ الله فِي سَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله. اغْزُوا, وَلَا تَغُلُّوا, وَلَا تَغْدِرُوا, وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا. وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَـالٍ (أَوْ: خِـلَالٍ)، فَـأَيَّتُهُنَّ مَـا أَجَـابُوكَ فَاقْبَـلْ مِـنْهُمْ وَكُـفَّ عَـنْهُمْ, ثُمَّ ادْعُهُـمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ.

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ. وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَـوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله تَعَالَى الذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الغَنِيمَةِ وَالفَيْءِ شيءٌ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

فِإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلهمُ الجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَـوْا فَاسْتَعِنْ بالله وَقَـاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصرتَ أَهْـلَ حِصْـنٍ فَـأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَـلَ لَهُـمْ ذِمَّـةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَـلَا تَجْعَـلْ لَهُـمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِـن اجْعَـلْ لهـمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْـحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ.

وَإِذَا حَاصـرتَ أَهْـلَ حِصْـنٍ فَـأَرَادُوكَ أَنْ تُـنْزِلَهُمْ عَلَـى حُكْـمِ الله، فَـلَا تُـنْزِلْهُمْ وَلَكِـنْ أَنْزِلْهمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ الله أَمْ لَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

'রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় কিংবা ছোট কোন যুদ্ধে যখন সেনাবাহিনীতে কাউকে আমীর বা সেনাপতি নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে 'তাক্বওয়ার' উপদেশ দিতেন এবং তার সাথে যে সব মুসলিম থাকতো তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করার হুকুম করতেন। অতঃপর তিনি বলতেন,

"তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো। যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। তোমরা যুদ্ধ করো, কিন্তু খিয়ানত করো না (গণীমতের মাল বন্টনের পূর্বে আত্মসাৎ করো না), বিশ্বাস ঘাতকতা করো না, তোমরা শত্রুর নাক-কান কেটো না বা অঙ্গ বিকৃত করো না এবং

কোন শিশুকে হত্যা করো না। তুমি যখন তোমার কোন মুশরিক শত্রু বাহিনীর মোকাবেলা করবে, তখন তিনটি বিষয়ের দিকে তাদেরকে আহ্বান জানাবে। যে কোন একটি বিষয়ে তারা তোমার আহ্বানে সাড়া দিলে তা গ্রহণ করে নিও, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দিও। তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করো। যদি তারা তোমার আহ্বানে সাড়া দেয়, তাহলে তাদেরকে গ্রহণ করে নিও। এরপর তাদেরকে তাদের বাড়ী-ঘর ছেড়ে দারুল মুহাজিরীনে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাও। হিজরত করলে তাদেরকে একথা জানিয়ে দাও, 'মুহাজিরদের জন্য যে অধিকার রয়েছে, তাদেরও সে অধিকার আছে, সাথে সাথে মুহাজিরদের যা করণীয় তাদেরও তাই করণীয়।

আর যদি তারা হিজরতের মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে বলে দিও যে, তারা গ্রাম্য সাধারণ মুসলিমের মর্যাদা পাবে। তাদের উপর আল্লাহর হুকুম-আহকাম জারি হবে। তবে 'গণীমত' (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) এবং 'ফাই' (যুদ্ধ ছাড়াই কাফের-মুশরিকদের নিকট থেকে যেই সম্পদ অর্জিত হয় তা) থেকে তারা কোন অংশ পাবে না। তবে তারা যদি মুসলিমদের সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে, সে কথা ভিন্ন। অর্থাৎ তখন গণীমতের অংশ পাবে।

তারা যদি ইসলামে দাখিল হতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের কাছে জিযিয়া (কর) দাবি করো। তারা যদি কর দিতে সম্মত হয়, তবে তা গ্রহণ করো, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করো।

কিন্তু যদি কর দিতে অস্বীকার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমীরকে নছীহত স্বরূপ বলতেন: তুমি যখন কোন দুর্গের লোকদেরকে অবরোধ করবে, তখন দূর্গের লোকেরা যদি চায় যে, তুমি তাদেরকে আল্লাহ ও তার রসূলের জিম্মায় (হিফাযত ও নিরাপত্তায়) রেখে দিবে, তবে তুমি কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ ও তার রসূলের জিম্মায় (হিফাজতে) রাখবে না বরং তোমার এবং তোমার সঙ্গী-সাথীদের জিম্মায় রেখে দিও। কারণ, তোমার এবং তোমার সাথীদের জিম্মা (নিরাপত্তা) ভঙ্গ করা আল্লাহ ও তার রসূলের জিম্মা (নিরাপত্তা) ভঙ্গ করার চেয়ে অধিক সহজ।

আর তুমি যখন কোন দূর্গের অধিবাসীদেরকে অবরোধ করবে, তখন তারা যদি চায়, তুমি তাদেরকে আল্লাহর হুকুমের উপর ছেড়ে দিবে, তাহলে তুমি কখনই আল্লাহর হুকুমের উপর ছেড়ে দিবে না; বরং তুমি তাদেরকে তোমার নিজের হুকুম মানতে বাধ্য করবে। কারণ তুমি জানো না যে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফায়ছালা করতে পারবে কি না।”[২০৩] ইমাম মুসলিম এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়ঃ

১) আল্লাহর যিম্মা, নাবীর যিম্মা এবং মুমিনদের যিম্মার মধ্যে পার্থক্য। আল্লাহর যিম্মা (অঙ্গীকার ও নিরাপত্তা) ভঙ্গ করার অপরাধ মানুষের যিম্মা ভঙ্গ করার অপরাধের চেয়ে অনেক বড়।

২) দু’টি বিপদজনক বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বিপদজনক বিষয়টি গ্রহণ করার প্রতি দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৩) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশঃ তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো।

৪) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আরো নির্দেশ হচ্ছে, যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

৫) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুমঃ তুমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

৬) আল্লাহর হুকুম এবং আলিমদের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

৭) প্রয়োজন বশতঃ ছাহাবীর জন্য এমন ফায়ছালা করা জায়েয, যার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয় যে, তা আল্লাহর হুকুমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না।

---

২০৩. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৭৩১।

অধ্যায়: ৬৩

আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম করার ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে

জুনদুব বিন আব্দুলাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«قَالَ رَجُلٌ: واللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ».

"এক ব্যক্তি বললো: "আল্লাহর কসম, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন: কে এই ব্যক্তি, যে আমার নামে কসম করে বলে যে, 'আমি অমুককে ক্ষমা করবো না? আমি অমুককেই ক্ষমা করে দিলাম। আর তোমার (কসমকারীর) আমল বাতিল করে দিলাম"। ইমাম মুসলিম এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২০৪] আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, "যে ব্যক্তি কসম করে উল্লেখিত কথা বলেছিলো, সে ছিল একজন আবেদ। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: ঐ ব্যক্তি একটি মাত্র কথার মাধ্যমে তার দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়টাই বরবাদ করে ফেলেছে।

এই অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম খাওয়া থেকে সতর্ক করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন বিষয়ে মাতব্বরী করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার আদেশ করা হয়েছে

২) আমাদের কারো জাহান্নাম তার জুতায় ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।

৩) জান্নাতও অনুরূপ মানুষের খুবই নিকটবর্তী।

৪) এ অধ্যায়ে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐ কথার সমর্থন মিলে যেখানে তিনি বলেছেন: একজন লোক কখনো মাত্র এমন একটি কথা বলে, যার মাধ্যমে তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে যায়।

---

২০৪. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬২১।

৫) কোন কোন সময় মানুষকে এমন কারণেও মাফ করে দেয়া হয়, যা তার কাছে সর্বাধিক অপছন্দনীয়।

অধ্যায়: ৬৪

আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টির কাছে সুপারিশকারী বানানো যাবে না

জুবাইর বিন মুতইম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، نُهِكَتِ الأَنْفُسُ، وَجَاعَ العِيَالُ وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ, فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بالله عَلَيْكَ وَبِكَ عَلَى الله، فَقَالَ النَّبِيُّ؟ : «سُبْحَانَ الله، سُبْحَانَ الله! فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ. ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ! أَتَدْرِي مَا اللهُ؟ إِنَّ شَأْنَ الله أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بالله عَلَى أَحَدٍ»

"এক গ্রাম্য লোক নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল: 'ইয়া রসূলাল্লাহ! লোকেরা দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে গেছে, শিশু-পরিবার ক্ষুধার্ত হয়েছে, সম্পদ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব আপনার রবের কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা করুন। আমরা আপনার কাছে আল্লাহর সুপারিশ করছি, আর আল্লাহর কাছে আপনার সুপারিশ পেশ করছি। এ কথা শুনে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বার বার বলতে লাগলেন: সুবহানাল্লাহ্! সুবহানাল্লাহ্! এভাবে তিনি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করতেই থাকলেন। তার ছাহাবায়ে কেরামের চেহারায় রাগের প্রভাব দেখা গেল। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেন: "তোমার ধ্বংস হোক, আল্লাহর মর্যাদা কত বড়, তা কি তুমি জানো? তুমি যা মনে করছো আল্লাহর মর্যাদা ও শান এর চেয়ে অনেক বেশী। কোন সৃষ্টির কাছেই আল্লাহর সুপারিশ পেশ করা যায় না"। ইমাম আবু দাউদ এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২০৫]

২০৫. যঈফ: আবূ দাউদ হা/৪৭২৬, মিশকাতুল মাসাবীহ, হা/৫৭২৭।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়

১) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, যে বলেছিল আমরা আপনার কাছে আল্লাহর সুপারিশ পেশ করছি।

২) তার ঐ কথাতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন, যার প্রভাব ছাহাবীদের চেহারাতেও প্রকাশিত হয়েছিল।

৩) তবে লোকটি যখন এই কথা বলেছিল, **فإنا نستشفع بك على الله** "আমরা আল্লাহর কাছে আপনার সুপারিশ কামনা করছি", তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথার প্রতিবাদ করেননি। কেননা এর অর্থ হচ্ছে আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন।

৪) এখানে 'সুবহানাল্লাহ' এর ব্যখ্যার প্রতিও সতর্ক করা হয়েছে। অর্থাৎ আশোভনীয় এবং আশ্চর্যজনক কিছু শুনে ও দেখে এই বাক্য পাঠ করা উচিত।

৫) মুসলিমগণ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করাতেন।

অধ্যায়: ৬৫

তাওহীদের সংরক্ষণ এবং শিরকের সকল দরজা বন্ধ করণে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রচেষ্টাসমূহের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে

আব্দুল্লাহ বিন শিখ্খির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার বনী আমেরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গেলাম। তখন আমরা বললাম,

أَنْتَ سيدُنَا، فَقَالَ: «السيدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى»، قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا، وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، فَقَالَ: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشيطَانُ».

“আপনি আমাদের সায়্যেদ! (নেতা) তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন একমাত্র সায়্যেদ! (নেতা) আমরা বললাম: আমাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল। এরপর তিনি বললেন: তোমরা তোমাদের এ সব কথা অথবা এগুলো থেকে কতিপয় কথা বলে যাও। তবে শয়তান যেন তোমাদেরকে তার ফাঁদে আটকাতে না পারে। ইমাম আবু দাউদ এই হাদীছকে উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।[২০৬]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, কতিপয় লোক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বললো, “হে আল্লাহর রসূল, হে আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি! হে আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র! হে আমাদের সাইয়্যেদ (নেতা)! হে আমাদের নেতার পুত্র! তখন তিনি বললেন:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

“হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের কথা বলে যাও। এমন যেন না হয় যে, শয়তান তোমাদেরকে প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত ও বিভ্রান্ত করে ফেলবে এবং পরিণামে তোমরা আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি শুরু করে দিবে। আমি মুহাম্মদ, আল্লাহর বান্দা এবং তার রসূল। আল্লাহর শপথ! আমি পছন্দ করি না যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন, তোমরা আমাকে তার উপরে উঠাবে।[২০৭] ইমাম নাসাঈ উত্তম সনদে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হতে মানুষকে সাবধান করা হয়েছে।

---

২০৬. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৮০৬, মিশকাতুল মাসাবীহ হা/৪৯০০।

২০৭. ছ্বহীহ: আলবানী, আছ-ছ্বহীহাহ হা/১০৯৭।

২) কাউকে সম্বোধন করে أنت سيدنا 'আপনি আমাদের নেতা কিংবা মনিব' বলে সম্বোধন করা হলে তার জবাবে কি বলা উচিত, এখানে তা শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

৩) লোকেরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে কিছু কথা বলার পর তিনি বলেছিলেন, "শয়তান যেন তোমাদেরকে বাড়াবাড়ির দিকে নিয়ে না যায়"। অথচ তারা তার ব্যাপারে হক কথাই বলেছিল। এর তাৎপর্য অনুধাবন করা উচিত।

৪) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي অর্থাৎ তোমরা আমাকে স্বীয় মর্যাদার উপরে স্থান দাও এটা আমি পছন্দ করি না। এ কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা জরুরী।

অধ্যায়: ৬৬

আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

"তারা আল্লাহ্‌র মর্যাদা ও ক্ষমতা নিরূপণ করতে পারেনি। ক্বিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোয় *(সূরা আয যুমার: ৬৭)।*

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ, وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالمَاءَ عَلَى إِصْبَعٍ, وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ،

فَضَحِكَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} الآيَة.

"একজন ইয়াহূদী পণ্ডিত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল: 'হে মুহাম্মাদ! আমরা তাওরাত কিতাবে দেখতে পাই যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ মন্ডলীকে এক আঙ্গুলে, সমস্ত যমীনকে এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে, পানি ও কাদাকে এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি জগতকে এক আঙ্গুলে রেখে বলবেন, আমিই বাদশাহ। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদী পন্ডিতের এ কথা শুনে এবং তা সত্যায়ন করে এমন ভাবে হাসলেন যে, তার দন্ত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

"তারা আল্লাহ্‌র মর্যাদা ও ক্ষমতা মুতাবেক কদর করতে পারেনি। ক্বিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোয় *(সূরা আয যুমার: ৬৭)*।[২০৮] ছ্বহীহ মুসলিমের হাদীছে বর্ণিত আছে,

«وَالجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا اللهُ».

"পাহাড়-পর্বত এবং বৃক্ষরাজি এক আঙ্গুলে থাকবে। অতঃপর এগুলোকে ঝাকুনি দিয়ে তিনি বলবেন: 'আমি রাজাধিরাজ, আমিই আল্লাহ"।[২০৯] ছ্বহীহ বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে:

«يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ».

"আকাশ মণ্ডলীকে এক আঙ্গুলে রাখবেন। পানি এবং কাদাকে এক আঙ্গুলে রাখবেন। আরেক আঙ্গুলে রাখবেন সমস্ত সৃষ্টিকে"।[২১০]

ছ্বহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

---

২০৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৮১১।

২০৯. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৭৮৬।

২১০. ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪৮১১, মুসলিম হা/২৭৮৬।

يَطْوِي اللهُ السَّمَوَاتِ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ اليُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الأَرَضِينَ السَبْعَ, ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ الجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ المُتَكَبِّرُونَ؟ ».

"ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলীকে ভাঁজ করবেন। অতঃপর তা ডান হাতে নিবেন। অতঃপর বলবেন: আমিই বাদশাহ। দুনিয়ার প্রতাপশালীরা আজ কোথায়? দুনিয়ার অহংকারীরা আজ কোথায়? অতঃপর সাত যমীনকে ভাঁজ করবেন এবং এগুলোকে বাম হাতে নিবেন। অতঃপর বলবেন: "আমি হচ্ছি রাজাধিরাজ। দুনিয়ার অত্যাচারীরা আজ কোথায়? দুনিয়ার অংহকারীরা আজ কোথায়?[২১১]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন:

«مَا السَّمَواتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ».

"সাত আসমান ও সাত যমীন আল্লাহ তা'আলার হাতের তালুতে ঠিক যেন তোমাদের কারো হাতে একটা সরিষার দানার মত।

ইবনে জারীর তাবারী (রহিমাহুল্লাহ) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন, আমার কাছে বর্ণনা করেছেন ইউনুস। ইউনুস বলেন: আমাকে সংবাদ দিয়েছেন ইবনে ওয়াহাব। ওয়াহাব বলেন: ইবনে যায়েদ তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনে যায়েদ বলেন: "আমার পিতা আমাকে বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ فِي الكُرْسِي إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْسٍ».

"কুরসীর মধ্যে সাত আসমানের অবস্থান ঠিক তেমনি যেমন একটি ঢালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি দিরহামের অবস্থান"।[২১২]

তিনি আরো বলেন: 'আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন: 'আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামকে এ কথা বলতে শুনেছি,

২১১. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৭৮৮।

২১২. যঈফ: তাফসীরে ইবনে জারীর।

«مَا الكُرْسي فِي العَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ».

"আরশের মধ্যে কুরসীর অবস্থান ঠিক সে রকমই যেমন ভূপৃষ্ঠের কোন উন্মুক্ত ময়দানে পড়ে থাকা একটি আংটি"।[২১৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন:

«بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسُ مِئَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ خَمْسُ مِئَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسي خَمْسُ مِئَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الكُرْسي وَالمَاءِ خَمْسُ مِئَةِ عَامٍ، وَالعَرْشُ فَوْقَ المَاءِ، والله فَوْقَ العَرْشِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شيءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ».

"দুনিয়ার আকাশ এবং এর পরবর্তী আকাশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। আর এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। এমনিভাবে সপ্তমাকাশ এবং কুরসীর মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। কুরসী এবং পানির মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের। আরশ হচ্ছে পানির উপরে। আর আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে। তোমাদের আমলের কোন কিছুই তার কাছে গোপন নয়"।[২১৪]

হাম্মাদ বিন সালামা হতে এই হাদীছ ইবনে মাহদী, ইবনে মাহদী বর্ণনা করেন আসেম হতে, আসেম বর্ণনা করেন যির্ হতে, তিনি বর্ণনা করেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে। অনুরূপ বর্ণনা করেন মাসউদী আসেম হতে, তিনি আবি ওয়ায়েল হতে এবং তিনি আবদুলাহ বিন মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) উপরোক্ত সনদ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: অনেক সনদে এই বর্ণনা এসেছে।

আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জিজ্ঞেস করলেন:

---

২১৩. ছহীহ: আলবানী, ছহীহা হা/১০৯।

২১৪. ত্ববারানী মু'জামুল কাবীর হা/৮৯৮৭

«هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالعَرْشِ بَحْرٌ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، واللهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شيءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ».

"তোমরা কি জানো, আসমান ও যমীনের মধ্যে দূরত্ব কত?" আমরা বললাম: আল্লাহ ও তার রসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেন, "আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। প্রতিটি আকাশের ঘনত্বও (পুরুত্ব) পাঁচশ' বছরের পথ। সপ্তমাকাশ ও আরশের মধ্যখানে রয়েছে একটি সাগর। যার উপরিভাগ ও তলদেশের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে আকাশ ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আল্লাহ তা'আলা এর উপরে রয়েছেন। আদম সন্তানের কোন কর্মকান্ডই তার অজানা নয়"।[২১৫] ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) ও অন্যান্যরা এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়:

১) والارض جميعا قبضته يوم القيامة এর তাফসীর জানা গেল। ক্বিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোয়।

২) এ অধ্যায়ে আলোচিত জ্ঞান ও এ সম্পর্কিত জ্ঞানের চর্চা তথা আল্লাহর ছিফাত সংক্রান্ত জ্ঞান রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগের ইয়াহূদীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলো। তারা এ জ্ঞানের না তাবীল (অপব্যাখ্যা) করেছে এবং না অস্বীকার করেছে।

৩) ইয়াহূদী পণ্ডিত ব্যক্তি যখন ক্বিয়ামতের দিনে আল্লাহর ক্ষমতা সংক্রান্ত কথা বলল, তখন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথাকে সত্যায়ন করলেন এবং এর সমর্থনে কুরআনের আয়াতও নাযিল হলো।

---

২১৫. যঈফ: আবূ দাউদ হা/৪৭২৩-৪৭২৫, তিরমিযী হা/৩২১৭, ইবনে মাজাহ হা/১৯৩, আলবানী যঈফুল জামি' হা/৬০৯৩।

৪) ইয়াহূদী পণ্ডিত কর্তৃক আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কিত মহাজ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হলে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাসির উদ্রেক হওয়ার রহস্য জানা গেল।

৫) আল্লাহ তা'আলার দু'হস্ত মোবারকের সুস্পষ্ট উল্লেখ। আকাশমণ্ডলী তার ডান হাতে, আর সমগ্র যমীন তার অপর হাতে থাকবে।

৬) অপর হাতকে বাম হাত বলে নামকরণ করার সুস্পষ্ট ঘোষণা।[২১৬]

৭) ক্বিয়ামতের দিন অত্যাচারী এবং অহংকারীদের প্রতি আল্লাহর শাস্তির উল্লেখ।

৮) "তোমাদের কারো হাতে একটা সরিষা দানার মত" রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ কথার তাৎপর্য। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহর

---

২১৬ আলিমগণ আল্লাহ তা'আলার দুই হাত রয়েছে মর্মে ইজমা করেছেন, তবে তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাম হাত থাকার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। তাদের মধ্যকার একদল বলেন: "আল্লাহর বাম হাত বলে কিছু নেই, বরং তার উভয় হাতই ডান হাত।" তারা আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত মারফূ' হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। যেখানে বলা হয়েছে:

«إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ»

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ন্যায়বিচারকদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নূরের মিম্বার। সেগুলো রহমানের (আল্লাহ তা'আলার) ডান হাতে রয়েছে। আর তার দুটি হাতই ডান হাত।" ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮২৭।

এদল উপরে উল্লিখিত হাদীছটিকে শায বলে হুকুম দিয়ে থাকেন এবং এর স্বপক্ষে দলীল শক্তিশালী করার জন্য তারা বলেন: মাখলূক্বের বাম হাত ডান হাত অপেক্ষা দুর্বল হয়ে থাকে, আর আল্লাহর হাত যে কোন অপূর্ণাঙ্গতা হতে মুক্ত।

এবং মুহাক্বিকদের অন্য আরেকটি দল বলেন: বরং আল্লাহ তা'আলার বাম হাত রয়েছে। যেহেতু এ ব্যাপারে হাদীছ ছ্বহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু আমাদের উচিত সেখানেই ফিরে যাওয়া। আর প্রতিষ্ঠিত ছিক্বাহ রাবীর বর্ণনাকে দ্ব'ঈফ সাব্যস্ত করা উচিত হবে না। তারা বাম হাতের হাদীছটি এবং ডান হাতের হাদীছ যেখানে বলা হয়েছে: [আর তার দু'টি হাতই ডান হাত।] এ দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান করে বলেন: আল্লাহ তা'আলার ডান হাত ও বাম হাত শক্তির দিক থেকে একই রকম, তার বাম হাতেও কোন দুর্বলতা নেই। যেমনটি মাখলূক্বের দুর্বলতা থেকে থাকে। আল্লাহ তা'আলা সেটা থেকে মহা পবিত্র। আর এমতটিই অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। আল ক্বওলুল মুফীদ ২/৫৩৪।

হাতের তালুতে সাত আসমান ও সাত যমীন সেভাবেই থাকবে, যেভাবে থাকে কোন মানুষের হাতের সরিষার একটি দানা।

৯) আকাশের তুলনায় আল্লাহর কুরসী অনেক বিশাল।

১০) কুরসীর তুলনায় আরশের বিশালতার উল্লেখ।

১১) কুরসী এবং পানি থেকে আরশ সম্পূর্ণ আলাদা।

১২) প্রতিটি আকাশের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধানের উল্লেখ।

১৩) সপ্তমাকাশ ও কুরসীর মধ্যে ব্যবধান।

১৪) কুরসী এবং পানির মধ্যে দূরত্ব।

১৫) আরশের অবস্থান পানির উপর।

১৬) আল্লাহ তা'আলা আরশে সমুন্নত।

১৭) আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের উল্লেখ।

১৮) প্রতিটি আকাশের ঘনত্ব (পুরুত্ব) পাঁচশ বছরের পথ।

১৯) আকাশমণ্ডলীর উপরে যে সমুদ্র রয়েছে তার ঊর্ধ্বদেশ ও তলদেশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

والحمد لله رب العلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২. আহলুল হাদীছদের আক্বীদা

-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য:৪০ টাকা]

৩. উসূলুস সুন্নাহ

-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৪. শারহুস সুন্নাহ

-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৫. লুম‘আতুল ই‘তিক্বদ

-ইবনে ক্বুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]

৬. কিতাবুল ঈমান

- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৭. কিতাবুত তাওহীদ

- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৮. আক্বীদাতুত তাওহীদ

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৯. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১০. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১১. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৭৫ টাকা]

১২. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০০ টাকা]

১৩. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৪. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১৫. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৬. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

১৭. নাবী-রসূলগণের দাওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৮. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

১৯. খিলাফাত ও বায়'আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২০. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২১. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ 'ইছ্বাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২২. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৩. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৪. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৫. এক নজরে ছ্বলাত

-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

২৬. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৭. মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৮. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২৯. মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

- সংকলনে আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩০. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩১. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বইসমূহ

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৪. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৫. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৬. কিতাবুত তাওহীদ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৭. একশত কাবীরা গুনাহ

-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৮. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৯. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

১০. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১১. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়'আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

১২. আস-সিয়াসাহ আশ-শার'ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)

-সাজ্জাদ সালাদীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]